৫ম সপ্তাহ

রবিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - হিব্রু ১০:২৬-৩৯

ঈশ্বরের বিচারের অপেক্ষায় ভক্তদের উচিত আচরণ

ভ্রাতৃগণ, সত্যের পূর্ণ জ্ঞান পাবার পর যদি আমরা ইচ্ছাকৃত ভাবে পাপ করি, তবে সেই পাপের জন্য কোন যজ্ঞ আর থাকেই না, শুধু থাকে বিচারের ভয়ঙ্কর প্রতীক্ষা ও বিদ্রোহীদের গ্রাসোদ্যত আগুনের দহন। যে কেউ মোশীর বিধান অমান্য করলে যখন *দু'জন বা তিনজন সাক্ষীর কথার প্রমাণে* বিনা করুণায় *তার প্রাণদণ্ড হয়,* তখন ভেবে দেখ, যে কেউ ঈশ্বরপুত্রকে পায়ে মাড়িয়ে দেয়, সন্ধির যে রক্ত দিয়ে তাকে পবিত্র করে তোলা হল, তা অপবিত্র বস্তু বলে গণ্য করে, এবং অনুগ্রহ-দানকারী আত্মাকে অবজ্ঞা করে, সেই মানুষ আরও কত কঠিন শাস্তির যোগ্যই না হবে! কেননা যিনি বলেছেন, *প্রতিশোধ আমারই হাতে! আমিই প্রতিফল দেব!* আরও বলেছেন, *প্রভু নিজের জনগণের বিচার করবেন,* তাঁকে আমরা জানি। জীবনময় ঈশ্বরের হাতে পড়া ভয়ঙ্কর ব্যাপার!

তোমরা বরং আগেকার সেই দিনগুলির কথা স্মরণ কর, যখন আলোপ্রাপ্ত হওয়ার পর তোমাদের যন্ত্রণাময় ও ভারী সংগ্রাম সহ্য করতে হয়েছিল—কখনও কখনও সকলের চোখের সামনে নিজেরাই নানা অত্যাচারে ও ক্লেশের হাতে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলে, কখনও কখনও তাদেরই পাশে দাঁড়িয়েছিলে, যারা এই ধরনের দুর্দশা ভোগ করছিল। কেননা তোমরা বন্দিদের দুঃখকষ্টের সহভাগী হয়েছিলে, এবং তোমাদের যত সম্পদ যে কেড়ে নেওয়া হচ্ছিল, তা মনের আনন্দেই মেনে নিয়েছিলে, কারণ তোমরা জানতে, তোমরা শ্রেয়তর সম্পদের অধিকারী, আর সেই সম্পদ নিত্যস্থায়ী। তাই তোমাদের সেই সৎসাহস হারিয়ে ফেলো না, যেহেতু তা মহাপুরস্কার বহন করে। তোমাদের শুধু নিষ্ঠারই প্রয়োজন, ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন ক'রে তোমরা যেন সেই প্রতিশ্রুতির ফল লাভ করতে পার। কারণ

আর কিছুক্ষণ মাত্র, অতি অল্পক্ষণ :
যিনি আসছেন, তিনি আসবেন, দেরি করবেন না।

আমার সেই ধার্মিকজন বিশ্বাসগুণে বাঁচবে ;
কিন্তু সে যদি পিছিয়ে যায়,
তাহলে আমার প্রাণ তার প্রতি প্রসন্ন হবে না।

আমরা কিন্তু নিজেদের সর্বনাশের উদ্দেশ্যে পিছিয়ে যাওয়ার মানুষ নই, বরং প্রাণ-রক্ষার জন্য বিশ্বাসেরই মানুষ।

শ্লোক হিব্রু ১০:৩৫,৩৬; লুক ২১:১৯

প্র তোমাদের সৎসাহস হারিয়ে ফেলো না, তোমাদের শুধু নিষ্ঠারই প্রয়োজন,
উ ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন ক'রে তোমরা যেন সেই প্রতিশ্রুতির ফল লাভ করতে পার।
প্র তোমাদের ধর্মনিষ্ঠাই তোমাদের প্রাণ রক্ষা করবে,
উ ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন ক'রে তোমরা যেন সেই প্রতিশ্রুতির ফল লাভ করতে পার।

তোমাদের শুধু নিষ্ঠারই প্রয়োজন
যাতে ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন ক'রে
তোমরা সেই প্রতিশ্রুতির ফল লাভ করতে পার

তোমাদের শুধু নিষ্ঠারই প্রয়োজন, ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন ক'রে তোমরা যেন সেই প্রতিশ্রুতির ফল লাভ করতে পার। সুতরাং তোমাদের একটি মাত্র জিনিসের প্রয়োজন, তোমরা যেন কিছুকাল অপেক্ষা করে থাক, এখনই যেন সংগ্রাম না কর। তোমরা তো মুকুটের কাছাকাছি আছ; লড়াই, শেকল ও ক্লেশ সহ্য করেছ, তোমাদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত হয়েছে; তবে আর কী বাকি? মুকুটভূষিত হবার জন্য তোমরা দৃঢ়তার সঙ্গে দাঁড়াও; এ মাত্র সহ্য কর, মুকুটের প্রত্যাশা। আহা, কী মহা সান্ত্বনা!

শোন, তোমরা কী বলবে সেই প্রতিযোগীর বেলায় যে অন্যান্য প্রতিযোগীকে জয় ক'রে ও লড়াই করার মত আর কেউ না থাকলে, পরিশেষে মুকুটভূষিত হওয়ার মুহূর্তে তাঁরই আগমনের অপেক্ষা করতে পারে না যিনি তাকে মুকুটভূষিত করবেন, আর অপেক্ষা করার ধৈর্য হারিয়ে সে ক্রীড়াঙ্গন ছেড়ে পালিয়ে যায় তেমন একজনের মত যে পিপাসা বা গরম সহ্য করতে পারে না? একথা ইঙ্গিত করে প্রেরিতদূত কী বলেন? *আর কিছুক্ষণ মাত্র, অতি অল্পক্ষণ: যিনি আসছেন, তিনি আসবেন, দেরি করবেন না।* আর তারা যেন না বলে, কবে আসবেন? সেজন্য তিনি শাস্ত্রের কথায় তাদের সান্ত্বনা দেন। ফলে অপেক্ষা করা ছোট পুরস্কার নয়, কেননা তিনি বলেন, *আমার সেই ধার্মিকজন বিশ্বাসগুণে বাঁচবে; কিন্তু সে যদি পিছিয়ে যায়, তাহলে আমার প্রাণ তার প্রতি প্রসন্ন হবে না।*

এ মহা সান্ত্বনা, যেখানে দেখানো হয় যে, যারা সবসময় সৎকাজ করে চলেছে, তারাও অবহেলার জন্য সবকিছু হারাতে পারে। *আমরা কিন্তু নিজেদের সর্বনাশের উদ্দেশ্যে পিছিয়ে যাওয়ার মানুষ নই, বরং প্রাণ-রক্ষার জন্য বিশ্বাসেরই মানুষ।* এ সমস্ত কথা হিব্রুদের জন্যই বলা হয়েছিল বটে, কিন্তু তা এমন সাধারণ উপদেশ যা আজকালের বহুমানুষের জন্যও প্রযোজ্য; তবু কার জন্য বিশেষভাবে প্রযোজ্য? যাদের মন দুর্বল ও সঙ্কীর্ণ, তাদেরই জন্য; কেননা তারা যখন দেখে, দুর্জনেরা নিজেদের স্বার্থ ভালভাবে পালন করতে পারে, তারা নিজেরা কিন্তু পারে না, তখন দুঃখ পায়, অবসন্ন হয়ে পড়ে, আর সহ্য করতে চায় না; সেইসঙ্গে সেই দুর্জনদের জন্য দণ্ড ও শাস্তি কামনা করে ও নিজেদের জন্য পুরস্কার প্রত্যাশা করে। এজন্য পল বলছিলেন, *আর কিছুক্ষণ মাত্র, অতি অল্পক্ষণ: যিনি আসছেন, তিনি আসবেন, দেরি করবেন না।*

সেজন্য আমরা শিথিল ও অলসদের বলব: শাস্তি অবশ্যই হবে, তা নিশ্চয়ই আসবে; পুনরুত্থান দরজায় এসে উপস্থিত! কেউ বলবে: একথা কোত্থেকে জানব? আমি বলছি না, নবীদের কাছ থেকে, কেননা আমার বাণী কেবল খ্রীষ্টানদের লক্ষ করে না। অনেক কিছু খ্রীষ্ট নিজেই পূর্বঘোষণা করলেন, তা যদি বাস্তবায়িত না হত, তাহলে তোমাকে এগুলিকেও বিশ্বাস করতে হত না; যা যা তিনি পূর্বঘোষণা করলেন, তা কিন্তু যখন বাস্তবায়িত হয়েছে, তখন অন্যগুলোকে সন্দেহ কর কেন? কিছুই যদি না ঘটে থাকত, তাহলে বিশ্বাস করা বেশ কঠিন হত, কিন্তু যখন সবকিছুই ঘটেছে, তখন বিশ্বাস করার জন্য আর কী কঠিন থাকতে পারে? একটা উদাহরণ দিয়ে বিষয়টা আরও সহজ করব: খ্রীষ্ট বলেছিলেন, যেরুসালেমের এমন ধ্বংস হবে যা সেকাল পর্যন্ত ঘটেনি, এবং যার ফলে সে আগের মত আর কখনও পুনর্নির্মিত হতে পারবে না: তেমন ভবিষ্যদ্বাণী সত্যি পূর্ণতা লাভ করল। তিনি বলেছিলেন, মহাক্লেশ হবে, আর ঠিক তাই ঘটল।

তিনি বললেন, বাণী সেই সর্ষে-বীজের মত বিস্তার লাভ করবে, আর আমরা প্রমাণ পাচ্ছি, হ্যাঁ, বাণী দিনে দিনে গোটা জগৎকে দখল করছে। তিনি বললেন, *এই জগতে তোমাদের নানা ক্লেশ থাকবেই, কিন্তু সাহস ধর, আমি জগৎকে জয় করেছি,* অর্থাৎ কেউই তোমাদের পরাজিত করবে না; আর আমরা দেখছি, হ্যাঁ, এও সত্য হয়েছে। তিনি বললেন, মণ্ডলী নির্যাতিত হলেও পাতালের শক্তি তাকে পরাভূত করতে পারবে না, আর কেউই বাণীকে রোধ করতে পারবে না—এ এমন কিছু, যা বিষয়ে দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা সাক্ষ্যদান করে।

শ্লোক প্রত্যা ৩:১৯,৩

প্র যাদের স্নেহ করি, তাদের আমি তিরস্কার করি ও শাসন করি।
উ তাই তুমি আগ্রহ দেখাও, মনপরিবর্তন কর।
প্র তুমি জেগে না উঠলে আমি চোরের মত আসব, আর তুমি জানতে পারবে না আমি কোন্ ক্ষণে আসব।
উ তাই তুমি আগ্রহ দেখাও, মনপরিবর্তন কর।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - গণনা ১২:১-১৫

মোশীর বিনম্রতা ও তাঁর মাহাত্ম্য

যে কুশীয় স্ত্রীলোককে মোশী বিবাহ করেছিলেন, তাকে কেন্দ্র করে মরিয়ম ও আরোন মোশীর বিরুদ্ধে কথা বলতে লাগলেন; তিনি আসলে কুশীয় একটি মেয়েকে বিবাহ করেছিলেন। তাঁরা বললেন, 'প্রভু কি কেবল মোশীর মধ্য দিয়েই কথা বলেছেন? আমাদেরও মধ্য দিয়ে কি বলেননি?' প্রভু একথা শুনলেন। মোশী ছিলেন নম্র মানুষ, পৃথিবীর মানুষদের মধ্যে সবচেয়ে নম্র মানুষ। প্রভু সঙ্গে সঙ্গেই মোশী, আরোন ও মরিয়মকে বললেন, 'তোমরা তিনজনে বের হয়ে সাক্ষাৎ-তাঁবুর কাছে এসো।' তাঁরা তিনজনে বেরিয়ে এলেন। তখন প্রভু এক মেঘস্তম্ভে নেমে এসে তাঁবুর প্রবেশদ্বারে দাঁড়ালেন, এবং আরোন ও মরিয়মকে ডাকলেন; তাঁরা দু'জনে এগিয়ে এলেন। তিনি বললেন, 'তোমরা আমার বাণী শোন! তোমাদের মধ্যে যদি কেউ নবী হয়, তবে আমি প্রভু তার কাছে দর্শনযোগে নিজেকে প্রকাশ করি, স্বপ্নে তার সঙ্গে কথা বলি। আমার দাস মোশীর ব্যাপারে তেমন নয়, আমার সমস্ত গৃহের মধ্যে সে-ই বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি; তার সঙ্গে আমি মুখোমুখি হয়ে কথা বলি—নিগূঢ় ভাষার আশ্রয়ে নয়, প্রকাশ্যেই; এবং সে প্রভুর রূপ দেখতে পায়। তাই তোমরা আমার দাস এই মোশীর বিরুদ্ধে কথা বলতে কেমন করে ভীত হওনি?' তাঁদের উপরে প্রভুর ক্রোধ জ্বলে উঠল, আর তিনি চলে গেলেন; আর তাঁবুর উপর থেকে মেঘটি সরে গেলে দেখা গেল যে, মরিয়ম সংক্রামক চর্মরোগে আক্রান্ত হয়েছেন, তাঁর সারা গা তুষারের মত সাদা; আরোন মরিয়মের দিকে ফিরে তাকালেন, আর দেখ, তিনি সংক্রামক চর্মরোগে আক্রান্ত! আরোন মোশীকে বললেন, 'হায়, প্রভু আমার, দোহাই তোমার, নির্বোধের মত আমরা এই যে পাপ করে ফেলেছি, তেমন পাপের ফল আমাদের আরোপ করো না। মরা অবস্থায় যে শিশুর জন্ম, মাতৃগর্ভ থেকে বের হওয়ার সময়ে যার অর্ধেক শরীর পচা থাকে, মরিয়মের অবস্থা যেন তেমন না হয়!' মোশী চিৎকার করে প্রভুকে ডাকলেন, 'ঈশ্বর, দোহাই তোমার, একে নিরাময় কর!' প্রভু মোশীকে বললেন, 'তার পিতা যদি তার মুখে থুথু দিত, তাহলে সে কি সাত দিন তার লজ্জা ভোগ করত না? সে সাত দিন ধরে শিবিরের বাইরে পৃথক থাকুক; তারপরে তাকে আবার ভিতরে আনা হোক।' তাই মরিয়মকে সাত দিন শিবিরের বাইরে পৃথক করে রাখা হল, আর যতদিন মরিয়মকে ভিতরে আনা না হল, ততদিন জনগণ রওনা হল না। পরে জনগণ হাজেরোৎ থেকে রওনা হয়ে পারান মরুপ্রান্তরে শিবির বসাল।

শ্লোক হিব্রু ৩:৫-৬; সিরা ৪৫:১,৪

প্র মোশী ঈশ্বরের সমস্ত গৃহের মধ্যে সেবকরূপেই বিশ্বাসযোগ্য ছিলেন;
উ কিন্তু খ্রীষ্ট তাঁর সমস্ত গৃহের উপরে পুত্ররূপেই বিশ্বাসযোগ্য; আর আমরা, এই আমরা নিজেরাই তাঁর সেই গৃহ।
প্র মোশী ঈশ্বরের ও মানুষের ভালবাসার পাত্র ছিলেন, তাঁর স্মৃতি আশীর্বাদ স্বরূপ; ঈশ্বর তাঁর বিশ্বস্ততা ও কোমলতার জন্য তাঁকে পবিত্রিত করলেন;
উ কিন্তু খ্রীষ্ট তাঁর সমস্ত গৃহের উপরে পুত্ররূপেই বিশ্বাসযোগ্য; আর আমরা, এই আমরা নিজেরাই তাঁর সেই গৃহ।

দ্বিতীয় পাঠ - গণনাপুস্তকে অরিজেনের উপদেশাবলি **উপদেশ ৭:১-৩**

তপস্যার মধ্য দিয়ে

আমরা আমাদের ওষ্ঠের মলিনতা থেকে বিশুদ্ধ হই

প্রেরিতদূত বলেন, এই সমস্ত কিছু তাঁদের প্রতি ঘটেছিল দৃষ্টান্ত হিসাবেই, এবং আমাদেরই চেতনার জন্য তা লিখে রাখা হল। জিজ্ঞাসা করি: আমরা যখন এইমাত্র পড়েছি যে, আরোন ও মরিয়ম মোশীর বিরুদ্ধে গজগজ করলেন বিধায় শাস্তি পেলেন, এমনকি মরিয়মের কুষ্ঠও হল, তখন এতে আমরা কী চেতনা পাই? অথচ সেই শাস্তির গুরুত্ব এমন ছিল যে, মরিয়মের যে সপ্তাহে কুষ্ঠ হল, সেই সপ্তাহ ধরে ঈশ্বরের জনগণ প্রতিশ্রুত দেশের দিকে এগিয়ে যায়নি ও সাক্ষ্য-তাঁবুও তোলা হয়নি। এঁদের অপরাধের প্রতি ঈশ্বরের তেমন মহাঘৃণা ও মহাশাস্তি দে'খে এ ঘটনা থেকে আমার প্রথম চেতনা—এমনকি উপকারী ও প্রয়োজনীয় চেতনা হচ্ছে, আমি যেন ভাইয়ের নিন্দা না করি, পরের মন্দ না বলি; আমি যেন কেবল পবিত্রজনদের নয়, কারও সমালোচনার জন্যও মুখ না খুলি।

অতএব মোশীর বিরুদ্ধে গজগজ করলেন বিধায় তাঁরা আত্মায় কুষ্ঠরোগী, তাঁদের অন্তরে কুষ্ঠ রয়েছে, ফলত ঈশ্বরের মণ্ডলী-শিবিরের বাইরেই তাঁদের রাখা হয়। সুতরাং, ভ্রান্তমত-পন্থীরাই মোশীর সমালোচনা করুক বা মণ্ডলীভুক্তরাই ভাইদের ও পরের নিন্দা করুক, কথা হল যে, যারা এ রিপু দ্বারা প্রভাবান্বিত তারা সকলেই নিঃসন্দেহে আত্মায় কুষ্ঠরোগী।

মরিয়ম মহাযাজক আরোন দ্বারা সপ্তম দিনে নিরাময় হলেন; অন্যদিকে আমরা যদি পরচর্চা-রিপুর কারণে আত্মার কুষ্ঠরোগে পতিত হয়ে থাকি, জগতের সপ্তাহ-শেষ পর্যন্ত, অর্থাৎ পুনরুত্থানকাল পর্যন্তই কুষ্ঠরোগী ও অশুচি হয়ে থাকব যদি-না, যতক্ষণ অনুতাপ করার সময় রয়েছে, ততক্ষণ আত্মসংস্কার না করি, ও প্রভু যীশুর কাছে ফিরে এসে, তাঁর সামনে বিনম্রতা স্বীকার করে তপস্যা দ্বারাই আমাদের কুষ্ঠের অশুচিতা থেকে নিজেদের বিশুদ্ধ না করি। অতএব শোন পরবর্তীতে কী কী লেখা আছে ও পবিত্র আত্মা কেমন করে মোশীর প্রশংসা করেন: *প্রভু এক মেঘস্তম্ভে নেমে এসে তাঁবুর প্রবেশদ্বারে দাঁড়ালেন, এবং আরোন ও মরিয়মকে ডাকলেন; তাঁরা দু'জনে এগিয়ে এলেন। তিনি বললেন, 'তোমরা আমার বাণী শোন! তোমাদের মধ্যে যদি কেউ নবী হয়, তবে আমি প্রভু তার কাছে দর্শনযোগে নিজেকে প্রকাশ করি, স্বপ্নে তার সঙ্গে কথা বলি। আমার দাস মোশীর ব্যাপারে তেমন নয়, আমার সমস্ত গৃহের মধ্যে সে-ই বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি; তার সঙ্গে আমি মুখোমুখি হয়ে কথা বলি—নিগূঢ় ভাষার আশ্রয়ে নয়, প্রকাশ্যেই; এবং সে প্রভুর রূপ দেখতে পায়। তাই তোমরা আমার দাস এই মোশীর বিরুদ্ধে কথা বলতে কেমন করে ভীত হওনি?' তাঁদের উপরে প্রভুর ক্রোধ জ্বলে উঠল, আর তিনি চলে গেলেন; আর তাঁবুর উপর থেকে মেঘটি সরে গেলে দেখা গেল যে, মরিয়ম কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয়েছেন, তাঁর সারা গা তুষারের মত সাদা।*

তোমরা দেখেছ, নিন্দুকেরা কেমন দণ্ড ভোগ করলেন, ও যাঁর নিন্দা করেছিলেন, তাঁকে কেমন প্রশংসার পাত্র করলেন: নিজেদের জন্য লজ্জা, তাঁর জন্য মহিমা; নিজেদের জন্য কুষ্ঠ, তাঁর জন্য গৌরব; নিজেদের জন্য দুর্নাম, তাঁর জন্য সম্মান। এজন্য প্রেরিতদূত প্রতীক ও দৃষ্টান্তের অর্থ বোঝাতে গিয়ে বলেন, *আমাদের পিতৃপুরুষেরা সকলে সেই মেঘের নিচে ছিলেন, সকলে সমুদ্রের মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন, সকলে মোশীর উদ্দেশে মেঘে ও সমুদ্রে দীক্ষাস্নাত হয়েছিলেন, সকলে একই আত্মিক খাদ্য খেয়েছিলেন, সকলে একই আত্মিক পানীয় পান করেছিলেন; বাস্তবিকই তাঁরা এমন এক আত্মিক শৈল থেকে পান করছিলেন, যা তাঁদের পিছু পিছু চলছিল—আর শৈলটা সেই খ্রীষ্ট!*

তুমি কি দেখতে পাও কেমন করে পল বিধানের প্রতীকগুলো ব্যাখ্যা করে সেগুলির অর্থ শেখান, ও কেমন করে বুঝিয়ে দেন যে, সেই যে শৈল মোশীর সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছিল তা একটা দৃষ্টান্ত ছিল? কেননা *সেই শৈল স্বয়ং খ্রীষ্ট।* ঈশ্বর এখন বিধানের মধ্য দিয়েই মুখোমুখি কথা বলেন। সেসময় দীক্ষাস্নান মেঘ ও সমুদ্রের প্রতীকাকারে পরিলক্ষিত ছিল; এখন জলে ও পবিত্র আত্মায় প্রকৃত নবজন্ম ঘটে। সেসময় প্রতীকাকারে মান্নাই ছিল খাদ্য; এখন বাস্তবরূপে বাণীর মাংসই প্রকৃত খাদ্য, যেমন তিনি নিজে বলেন, *আমার মাংস প্রকৃত খাদ্য ও আমার রক্ত প্রকৃত পানীয়।*

শ্লোক ১ করি ১০:১০-১১,৬

প্র তোমরা যেন গজগজ না কর, তাঁদের কেউ কেউ যেভাবে করেছিলেন, যার ফলে সংহারক দূতের হাতে তাঁদের বিনাশ হয়েছিল।

উ এই সমস্ত কিছু তাঁদের প্রতি ঘটেছিল দৃষ্টান্ত হিসাবেই, এবং আমাদেরই চেতনার জন্য তা লিখে রাখা হল।

প্র এই সমস্ত কিছু আমাদের খাতিরেই দৃষ্টান্ত হিসাবে ঘটেছিল, আমরা যেন মন্দ কিছু বাসনা না করি, তাঁরাই যেভাবে করেছিলেন।

উ এই সমস্ত কিছু তাঁদের প্রতি ঘটেছিল দৃষ্টান্ত হিসাবেই, এবং আমাদেরই চেতনার জন্য তা লিখে রাখা হল।

সোমবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - হিব্রু ১১:১-১৯

আমাদের পিতৃপুরুষদের আদর্শ বিশ্বাস

বিশ্বাস হল প্রত্যাশিত বিষয়গুলো পাবার ভিত্তি, অদৃশ্য বিষয়গুলোর প্রমাণ-প্রাপ্তি। তেমন বিশ্বাসের মধ্য দিয়েই প্রাচীনেরা স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। বিশ্বাসে আমরা বুঝতে পারি যে, যুগগুলো ঈশ্বরের এক বচন দ্বারা রচিত হয়েছে, সুতরাং অদৃশ্য বস্তু থেকেই দৃশ্য বস্তু উদ্গত হয়েছে।

বিশ্বাসে আবেল ঈশ্বরের কাছে কাইনের বলির চেয়ে শ্রেয়তর বলি উৎসর্গ করলেন, এবং এই ভিত্তিতে তিনি ধার্মিক বলে স্বীকৃতি পেলেন; ঈশ্বর নিজেই তাঁর অর্ঘ্য গ্রহণীয় বলে সপ্রমাণ করলেন; আবার এই ভিত্তিতে তিনি মৃত হলেও এখনও কথা বলেন।

বিশ্বাসে এনোখ [স্বর্গে] স্থানান্তরিত হলেন, যেন তাঁকে মৃত্যু না দেখতে হয়; *তাঁর কোন সন্ধান আর পাওয়া গেল না, কারণ ঈশ্বর তাঁকে [স্বর্গে] স্থানান্তর করলেন।* আসলে স্থানান্তরিত হওয়ার আগে তাঁর পক্ষে এই সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছিল যে, তিনি ঈশ্বরের প্রীতির পাত্র হয়েছিলেন। কিন্তু বিনা বিশ্বাসে তাঁর প্রীতির পাত্র হওয়া সম্ভব নয়, কারণ ঈশ্বরের কাছে যে এগিয়ে যায়, তার বিশ্বাস করা দরকার যে, ঈশ্বর আছেন, এবং যারা তাঁর অন্বেষণ করে, তিনি তাদের পুরস্কার দান করেন।

বিশ্বাসে নোয়া, যা কিছু তখনও দেখা যাচ্ছিল না, এমন বিষয়ে ঐশআদেশ পেয়ে ভক্তি-সম্ভ্রমে নিজের ঘরের লোকজনকে ত্রাণ করার জন্য একটা জাহাজ তৈরি করেছিলেন, এবং তেমন বিশ্বাসের ভিত্তিতে জগৎকে দোষী বলে সাব্যস্ত করলেন ও সেই ধর্মময়তার অধিকারী হলেন যা বিশ্বাসজনিত।

বিশ্বাসে আব্রাহাম, যখন আহূত হলেন, তখন বাধ্যতা দেখিয়ে সেই দেশে যাত্রা করলেন, যে দেশকে উত্তরাধিকার রূপে তার পাবার কথা ছিল, এবং কোথায় যাচ্ছেন তা না জেনে রওনা হলেন।

বিশ্বাসে তিনি সেই প্রতিশ্রুত দেশে প্রবাসীর মত বাস করলেন; তাঁবুতেই বাস করছিলেন; প্রতিশ্রুতির বিষয়ে তাঁর সহউত্তরাধিকারী সেই ইসায়াক ও যাকোবও তেমনি করছিলেন; কারণ সেই দৃঢ় ভিত্তি-নগরীর প্রতীক্ষায় ছিলেন, ঈশ্বর নিজেই যার স্থপতি ও নির্মাতা।

বিশ্বাসে সারাকেও, তাঁর অতিরিক্ত বয়স হলেও, বংশোৎপাদন করতে সক্ষম করা হল, কারণ যিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তাঁকে তিনি বিশ্বাসযোগ্য মনে করেছিলেন। এজন্যই একজনমাত্র মানুষ থেকে, এমনকি মৃতই যেন একজন মানুষ থেকে এমন বিপুল বংশধর জন্ম নিল, যারা *সংখ্যায় আকাশের তারকারাজির মত ও সমুদ্রতীরের অগণন বালুকণার মত।*

তাঁরা সকলে বিশ্বাস নিয়ে মরলেন; তাঁরা নিজেরা তো প্রতিশ্রুতির কোন ফল পেলেন না, কিন্তু দূর থেকে তা দেখতে পেলেন, স্বাগতও জানালেন, আসলে তাঁরা স্বীকার করছিলেন, *পৃথিবীতে তাঁরা বিদেশী ও প্রবাসী।* আর যাঁরা এধরনের কথা বলেন, তাঁরা স্পষ্টই দেখান যে, তাঁরা একটি মাতৃভূমির অন্বেষণ করছেন। আর যে দেশ ছেড়ে

বেরিয়ে এসেছিলেন, তাঁরা যদি সেই দেশেরই কথা বলতেন, তবে সেখানে ফিরে যাবার সুযোগও পেতেন। কিন্তু তাঁরা এখন শ্রেয়তর একটা দেশের, অর্থাৎ স্বর্গীয় সেই দেশের আকাঙ্ক্ষা করছেন। এজন্য ঈশ্বর তাঁদেরই ঈশ্বর বলে অভিহিত হতে লজ্জা বোধ করেন না; বস্তুত তিনি তাঁদের জন্য একটা নগর প্রস্তুত করেছেন।

বিশ্বাসে আব্রাহাম *পরীক্ষিত হয়ে ইসায়াককে উৎসর্গ করেছিলেন;* এমনকি, যিনি সমস্ত প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিলেন, তিনি নিজের সেই একমাত্র সন্তানকেই উৎসর্গ করেছিলেন, যাঁর বিষয়ে তাঁকে বলা হয়েছিল, *ইসায়াকেই তোমার বংশধরেরা তোমার নাম বহন করবে।* তিনি ভাবছিলেন, ঈশ্বর মৃতদের মধ্য থেকেও পুনরুত্থান সাধন করতে সক্ষম; আর এজন্যই তাঁকে দৃষ্টান্ত রূপে ফিরে পেলেন।

শ্লোক হিব্রু ১১:১৭,১৯; রো ৪:১৭

প্র বিশ্বাসে আব্রাহাম পরীক্ষিত হয়ে ইসায়াককে উৎসর্গ করেছিলেন; এমনকি, যিনি সমস্ত প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিলেন, তিনি নিজের সেই একমাত্র সন্তানকেই উৎসর্গ করেছিলেন;
উ কেননা তিনি ভাবছিলেন, ঈশ্বর মৃতদের মধ্য থেকেও পুনরুত্থান সাধন করতে সক্ষম।
প্র তিনি তাঁর উপর বিশ্বাস রাখলেন, যিনি যা অস্তিত্ববিহীন তা অস্তিত্বেই ডেকে আনেন;
উ কেননা তিনি ভাবছিলেন, ঈশ্বর মৃতদের মধ্য থেকেও পুনরুত্থান সাধন করতে সক্ষম।

দ্বিতীয় পাঠ - আলেকজান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের 'পাস্কা-উপদেশাবলি' উপদেশ ৫:৭

আমাদের পরিত্রাণের জন্য
খ্রীষ্ট পিতার প্রতি নিজেকে বাধ্য করলেন

যে সমস্ত ঘটনা একসময় প্রতীকাকারে ঘটেছিল, তা সত্যের উজ্জ্বল জ্যোতিতে আলোকিত করা ও এক একটাকে স্পষ্টতর ভাবে ব্যাখ্যা করা আমাদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন; এভাবে সেগুলিতে নিহিত গভীরতম ভালবাসা-রহস্য উপলব্ধি করা সকলের কাছে আরও সহজ হতে পারবে।

সেই ধন্য আব্রাহাম ছোট্ট ছেলেকে সঙ্গে করে ঈশ্বরের নির্ধারিত স্থানের দিকে তৎপর হয়ে রওনা হন। পুত্র পিতা দ্বারা বলিদানে চালিত হচ্ছিল—এ এমন প্রতীক ও প্রমাণ যাতে আমরা না মনে করি যে মানব-ক্ষমতা বা শত্রুদের শঠতার ফলেই আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্ট ক্রুশে চালিত হলেন, বরং যেন বুঝতে পারি যে তা ঘটল সেই পিতারই ইচ্ছা অনুসারে, যিনি পূর্বনিরূপিত পরিকল্পনা মত এমনটি হতে দিলেন যেন তিনি সকলের মঙ্গলের জন্য মৃত্যু বরণ করেন। স্বয়ং ত্রাণকর্তাই একথা পিলাতকে বলেছিলেন: *আমার উপর আপনার কোনও অধিকারই থাকত না, উর্ধ্বলোক থেকে যদি না আপনাকে দেওয়া হত।* অন্যত্র তিনি স্বর্গস্থ পিতাকে উদ্দেশ্য করে একথা বলেছিলেন, *পিতা, তুমি ইচ্ছা করলে, আমা থেকে এই পানপাত্র দূর করে দাও, কিন্তু আমার ইচ্ছা নয়, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।*

আব্রাহাম আহুতির জন্য কাঠ তুলে তাঁর ছেলে ইসায়াকের কাঁধে চেপে দিলেন। একইপ্রকারে ঐশস্বরূপের ক্ষমতাকে অতিক্রম ও বাধ্য না ক'রে, বরং পূর্বনিরূপিত সঙ্কল্প অনুসারে সনাতন পিতাই তা অনুমোদন করলেন বিধায়ই ইহুদীরা ত্রাণকর্তার কাঁধে ক্রুশ চেপে দিল, যাঁকে মনে করছিল তাদের অধীন। এবিষয়ে সম্পূর্ণ রূপে নির্ভরযোগ্য ও সত্যাশ্রয়ী সাক্ষীরূপে আমরা সেই নবী ইসাইয়াকে পাই, যিনি তাঁর সম্বন্ধে বলেছিলেন, *তিনি কিন্তু আমাদেরই অন্যায়-অপকর্মের জন্য বিদ্ধ হয়েছেন; আমাদের শঠতার জন্যই চূর্ণবিচূর্ণ হয়েছেন; আমাদের শান্তির পণ সেই শাস্তি তাঁর উপরে নেমে পড়ল। তাঁরই ক্ষতগুণে আমরা নিরাময় হলাম। আমরা সকলে মেষপালের মত পথভ্রষ্ট ছিলাম, প্রত্যেকে নিজ নিজ পথ ধরে চলতাম; প্রভু আমাদের সকলের অপরাধ তাঁরই উপরে চেপে দিলেন।*

নির্ধারিত স্থানে পৌঁছে ধন্য কুলপতি সঙ্গে সঙ্গে তৎপরতা ও দক্ষতার সঙ্গে একটা বেদি নির্মাণ করলেন: নিঃসন্দেহে আমরা যেন উপলব্ধি করতে পারি, মানুষ যা কাঠ মনে করছিল, আমাদের ত্রাণকর্তার কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া সেই ক্রুশ সমগ্র মানবজাতির একমাত্র পিতার দৃষ্টিতে এমন মহা ও উৎকৃষ্ট বেদি ছিল যা জগতের পরিত্রাণের জন্য উত্তোলিত ও তেমন পবিত্রতম ও নিষ্কলঙ্ক বলির সুবাসে সুরভিত। তাছাড়া নবী ইসাইয়া

কশাঘাতে বিদীর্ণ ও নির্মম ইহুদীদের থুথুতে আবৃত সেই পবিত্রতম দেহের বিষয়ে লিখেছিলেন, *যারা আমাকে মারছিল, তাদের দিকে পিঠ, যারা আমার দাড়ি ছিঁড়ে নিচ্ছিল, তাদের দিকে গাল পেতে দিলাম।*

ঈশ্বর এক, তিনি সেই পিতা; আর প্রভু এক, তিনি সেই যীশুখ্রীষ্ট যিনি যুগযুগ ধরে ধন্য! আমাদের ত্রাণ করতে তিনি মৃত্যু পর্যন্ত নিজেকে অবনমিত করে সমস্ত অপমান উপেক্ষা করলেন ও পিতার প্রতি নিজেকে বাধ্য করলেন। তিনি আমাদের জন্য ও আমাদের হয়ে আপন প্রাণ দান করলেন, যাতে করে তিনি আমাদের মৃতদের মধ্য থেকে পবিত্র আত্মায় সঞ্জীবিত অবস্থায় আহ্বান করে ও স্বর্গদ্বার উন্মুক্ত করে শাশ্বত আবাসে উন্নীত করে পিতার সাক্ষাতে সেই মানবস্বরূপকে উপনীত করতে পারেন যা বহুদিন আগে অতি দ্রুতই তাঁর কাছ থেকে পাপের সঙ্গে পালিয়ে গেছিল।

প্রিয়জনেরা, আমাদের ত্রাণকর্তার এ সমস্ত গৌরবময় কীর্তিকলাপের জন্য সকলের ওষ্ঠ উন্মোচিত হোক, ও সকলের জিহ্বা একমাত্র প্রশংসাগানে সমবেত হোক: সেই মধুর সঙ্গীত আপন করে সবাই গেয়ে উঠুক: *পরমেশ্বর আরোহণ করছেন জয়ধ্বনির মধ্যে, প্রভু তূর্যনিনাদের মধ্যে।* হ্যাঁ, তিনি মানবপরিত্রাণ সাধন করে আরোহণই করছেন, এমনকি, আরোহণ করছেন শুধু নয়, তিনি বরং *ঊর্ধ্বে আরোহণ করে বন্দিদের সঙ্গে নিয়ে গেলেন, মানুষকে পেলেন উপঢৌকন রূপে।*

শ্লোক ফিলি ২:৬,৮; ইসা ৫৩:৫

প্র খ্রীষ্ট অবস্থায় ঈশ্বর হয়েও ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর সমতুল্যতাকে আঁকড়ে ধরার বস্তু মনে করলেন না;
উ তিনি মৃত্যু পর্যন্ত, এমনকি ক্রুশমৃত্যু পর্যন্তই নিজেকে বাধ্য করায় নিজেকে অবনমিত করলেন।
প্র আমাদের শান্তির পণ সেই শাস্তি তাঁর উপরে নেমে পড়ল। তাঁরই ক্ষতগুণে আমরা নিরাময় হলাম।
উ তিনি মৃত্যু পর্যন্ত, এমনকি ক্রুশমৃত্যু পর্যন্তই নিজেকে বাধ্য করায় নিজেকে অবনমিত করলেন।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - গণনা ১৩:১-৩; ১৭-৩৩

কানান দেশ পরিদর্শন

প্রভু মোশীকে বললেন, 'আমি ইস্রায়েল সন্তানদের যে কানান দেশ দিতে চলেছি, তা পরিদর্শন করতে তুমি লোক পাঠাও—প্রত্যেক গোষ্ঠী থেকে একজন করে লোক সেখানে পাঠাও; তাদের প্রত্যেককে হতে হবে তাদের গোষ্ঠীর নেতাদের মধ্যে একজন।' প্রভুর আজ্ঞা অনুসারে মোশী পারান মরুপ্রান্তর থেকে তাঁদের পাঠিয়ে দিলেন; তাঁরা সকলে ইস্রায়েল সন্তানদের নেতা ছিলেন।

কানান দেশ পরিদর্শনে পাঠানোর সময়ে মোশী তাঁদের বললেন, 'তোমরা নেগেবের মধ্য দিয়ে সেখানে যাও, পরে পার্বত্য অঞ্চলের পথ ধরে দেখ সেই দেশ কেমন, সেখানকার অধিবাসীরা শক্তিশালী কি দুর্বল, সংখ্যায় অল্প কি অনেক; তারা যে অঞ্চলে বাস করে তা কেমন, ভাল কি মন্দ, ও যে শহরগুলোতে তারা বাস করে, সেগুলো কী ধরনের: সেগুলো উন্মুক্ত কি প্রাচীরে ঘেরা, ভূমি কি ধরনের, উর্বর কি অনুর্বর, গাছপালা আছে কিনা। তোমরা সাহসী হও, সেই দেশের কিছু ফল সঙ্গে নিয়ে এসো।' তখন আঙুরফল পাকার সময় ছিল।

তাঁরা রওনা হয়ে সীন মরুপ্রান্তর থেকে রেহোব পর্যন্ত লেবো-হামাতের কাছে সমস্ত দেশ পরিদর্শন করলেন। তাঁরা নেগেবের মধ্য দিয়ে পথ ধরে হেব্রোন পর্যন্ত গেলেন, সেখানে আনাকের তিন সন্তান আহিমান, শেশাই ও তাল্‌মাই ছিল। মিশরে তানিস স্থাপনের সাত বছর আগেই হেব্রোন স্থাপিত হয়েছিল। তাঁরা এস্কোল উপত্যকায় এসে পৌঁছে সেখানে আঙুরগুচ্ছ সহ আঙুরলতার এক শাখা কেটে তাদের মধ্যে দু'জন তা দণ্ডে করে বয়ে আনলেন; তাঁরা কতগুলো ডালিম ও ডুমুরফলও সঙ্গে আনলেন। ইস্রায়েল সন্তানেরা সেখানে সেই আঙুরগুচ্ছ কেটেছিলেন বিধায় সেই উপত্যকা এস্কোল নামে অভিহিত হল। তাঁরা দেশ পরিদর্শন করে চল্লিশদিন পরে ফিরে এলেন।

তাঁরা পারান মরুপ্রান্তরের কাদেশ নামে জায়গায় মোশী, আরোন ও ইস্রায়েল সন্তানদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে

গেলেন, ও তাঁদের কাছে ও গোটা জনমণ্ডলীর কাছে তাঁদের যাত্রার একটা বিবরণ দিলেন, এবং সেই দেশের ফল তাদের দেখালেন। তাঁরা বর্ণনা করে বললেন, 'আপনি যে দেশে আমাদের পাঠিয়েছেন, আমরা সেখানে গিয়েছি: দেশটি দুধ ও মধু-প্রবাহী বটে; এই দেখুন, এগুলো তার ফল! যাই হোক, সেখানকার অধিবাসীরা প্রতাপশালী, সেখানকার শহরগুলো প্রাচীরে ঘেরা ও খুবই বড়; এবং সেখানে আমরা আনাকের সন্তানদেরও দেখেছি। নেগেব অঞ্চল আমালেকীয়দের বাসস্থান; পার্বত্য অঞ্চল হিত্তীয়, যেবুসীয় ও আমোরীয়দের বাসস্থান; এবং সমুদ্রের কাছে ও যর্দনের ধারে কানানীয়দের বাসস্থান।' কালেব মোশীর চারপাশের লোকদের শান্ত করে বললেন, 'এসো, আমরা তাড়াতাড়ি গিয়ে দেশটিকে দখল করি, কেননা তা জয় করার ক্ষমতা আমাদের নিশ্চয়ই আছে।' কিন্তু যে লোকেরা তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলেন, তাঁরা বললেন, 'সেই লোকদের বিরুদ্ধে যাব, তেমন ক্ষমতা আমাদের নেই, কেননা তারা আমাদের চেয়ে শক্তিশালী।' যে দেশ পরিদর্শন করতে গিয়েছিলেন, ইস্রায়েল সন্তানদের সামনে তাঁরা সেই দেশ অবজ্ঞা করতে লাগলেন, বললেন, 'আমরা যে দেশ পরিদর্শন করতে জায়গায় জায়গায় গিয়েছিলাম, সেই দেশ তার আপন অধিবাসীদের গ্রাস করে ফেলে! সেই দেশে আমরা যত লোক দেখেছি, তারা সকলে বিরাট লম্বা! সেখানে আমরা আনাকের বংশধর দৈত্যজাতের সেই দৈত্যদেরও দেখেছি, যাদের কাছে—আমাদের মনে হচ্ছিল—আমরা যেন ফড়িংগের মত; আর তাদের চোখেও আমরা ঠিক তাই ছিলাম।'

শ্লোক হাবা ২:৪; হিব্রু ১১:৬

প্র দেখ, যার অন্তর সরল নয়, তার প্রাণের পতন হবে,
উ কিন্তু যে ধার্মিক, সে তার বিশ্বস্ততা গুণে বাঁচবে।
প্র বিনা বিশ্বাসে তাঁর প্রীতির পাত্র হওয়া সম্ভব নয়;
উ কিন্তু যে ধার্মিক, সে তার বিশ্বস্ততা গুণে বাঁচবে।

দ্বিতীয় পাঠ - ২য় ভাতিকান বিশ্বজনীন মহাসভার, মণ্ডলী বিষয়ক ধর্মতাত্ত্বিক সংবিধান সর্বজাতির আলো ৯

মণ্ডলী একতার দৃশ্য সাক্রামেন্ত

দেখ, এমন সময় আসছে—প্রভুর উক্তি—যখন আমি ইস্রায়েলকুল ও যুদাকুলের সঙ্গে এক নতুন সন্ধি স্থাপন করব··· আমি তাদের অন্তঃস্থলে আমার বিধান রেখে দেব, তাদের হৃদয়েই তা লিখে দেব। তখন আমি হব তাদের আপন পরমেশ্বর আর তারা হবে আমার আপন জনগণ··· তারা ছোট বড় সকলেই আমাকে জানবে—প্রভুর উক্তি। খ্রীষ্ট ইহুদী জাতি ও বিজাতীয়দের মধ্য থেকে মানুষকে ডেকে এ নতুন সন্ধি আপন রক্তেই স্থাপন করলেন, তারা যেন দেহমাংস অনুসারে নয়, বরং আত্মায় ঐক্যে একতাবদ্ধ হয় ও ঈশ্বরের নতুন জনগণ হতে পারে। কেননা যারা ঈশ্বরের জীবন্ত ও নিত্যস্থায়ী বাণীগুণে ক্ষয়শীল কোন বীজ থেকে নয়, বরং অক্ষয়শীল এক বীজ থেকে, ও দেহমাংস থেকে নয়, বরং জল ও আত্মা থেকে নবজন্ম লাভ করেছে, সেই খ্রীষ্টবিশ্বাসীরা *এক মনোনীত বংশ, এক রাজকীয় যাজকবর্গ, এক পবিত্র জনগণ, বিমুক্ত এক জাতি* রূপে প্রতিষ্ঠিত; *··· এককালে ছিল 'জনগণ-নয়', এখন কিন্তু ঈশ্বরের আপন জনগণ।*

এ মসীহ-জনগণের মাথা হলেন সেই খ্রীষ্ট যিনি *আমাদের অপরাধের জন্য মৃত্যুতে সমর্পিত হয়েছেন ও আমাদের ধর্মময়তার লক্ষ্যে পুনরুত্থান করেছেন,* এবং এমন নাম লাভ করে যা সকল নামের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এক নাম, এখন স্বর্গে গৌরবময় ভাবে রাজত্ব করেন। এ জনগণের অবস্থা হল সেই ঈশ্বরসন্তানদের মর্যাদা ও স্বাধীনতা, যাদের হৃদয়ে পবিত্র আত্মা মন্দিরেই যেন বসবাস করেন। বিধান হিসাবে তাদের রয়েছে ভালবাসার নতুন আজ্ঞা, যা অনুসারে সেইভাবে ভালবাসতে হবে খ্রীষ্ট নিজে আমাদের যেভাবে ভালবেসেছেন। পরিশেষে লক্ষ্য হিসাবে তাদের রয়েছে সেই ঈশ্বরের রাজ্য, যা স্বয়ং ঈশ্বর দ্বারা এ পৃথিবীতে প্রবর্তিত হয়ে আরও প্রসারিত করার কথা, যতক্ষণ না জগৎশেষে তিনি নিজে তার সমাপ্তি ঘটাবেন যখন আমাদের জীবন সেই খ্রীষ্ট আবির্ভূত হবেন ও *সৃষ্টি অবক্ষয়ের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে উঠবে ঈশ্বরসন্তানদের গৌরবময় স্বাধীনতা লাভের জন্য।* এজন্য সেই মসীহ-জনগণ, যদিও প্রকৃতপক্ষে সকল মানুষকে নিয়ে গঠিত নয়, ও সময় সময় ক্ষুদ্র মেষপাল বলে প্রতীয়মান হয়, তবু সমস্ত মানবজাতির জন্য ঐক্য, প্রত্যাশা ও পরিত্রাণের সুনিশ্চিত বীজ স্বরূপ। সেই মসীহ-জনগণ খ্রীষ্ট দ্বারা জীবন, ভালবাসা ও সত্যের সহভাগিতায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে, আবার তাঁর দ্বারা সকলের মুক্তির মাধ্যম বলে

মনোনীত হয়, ও জগতের আলো ও পৃথিবীর লবণ রূপে বিশ্বজগতের কাছে প্রেরিত হয়।

যেমন মরুপ্রান্তরের যাত্রাপথে প্রাচীন ইস্রায়েল সেসময়ও ঈশ্বরমণ্ডলী বলে অভিহিত, তেমনি ভাবী ও স্থায়ী নগরীর সন্ধানে যাত্রী এ বর্তমানকালের নতুন ইস্রায়েলও খ্রীষ্টমণ্ডলী বলে পরিচিত, কেননা তিনিই তাকে আপন রক্তমূল্যে আপন করেছেন, আপন আত্মায় পরিপূর্ণ করেছেন, ও দৃশ্য ও সামাজিক ঐক্যের উপযোগী উপায় দানে সজ্জিত করেছেন। যারা পরিত্রাণের সাধক ও ঐক্য ও শান্তির উৎস সেই যীশুর প্রতি বিশ্বাসের সঙ্গে দৃষ্টি রাখে, ঈশ্বর তাদের সকলকে একত্রে আহ্বান করেছেন ও তাদের নিয়ে মণ্ডলী প্রতিষ্ঠা করেছেন, তা যেন সকলের জন্য ও প্রত্যেকজনের জন্য এ পরিত্রাণদায়ী ঐক্যের দৃশ্য সাক্রামেন্ত হয়ে ওঠে।

শ্লোক ১ পি ২:১০; সাম ৩৩:১২

প্র তোমরা তো এককালে ছিলে 'জনগণ-নয়', এখন কিন্তু ঈশ্বরের আপন জনগণ;
উ তোমরা ছিলে দয়া থেকে বিচ্ছিন্ন, এখন কিন্তু দয়া পেয়েই গেছ।
প্র সুখী সেই দেশ, প্রভুই যার আপন পরমেশ্বর, সুখী সেই জাতি, যাকে তিনি বেছে নিলেন আপন উত্তরাধিকার রূপে।
উ তোমরা ছিলে দয়া থেকে বিচ্ছিন্ন, এখন কিন্তু দয়া পেয়েই গেছ।

মঙ্গলবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - হিব্রু ১১:২০-৩১

কুলপতিদের আদর্শ বিশ্বাস

বিশ্বাসে ইসায়াক তখনও ভাবী বিষয় সম্বন্ধে যাকোবকে ও এসৌকে আশীর্বাদ করলেন। বিশ্বাসে যাকোব মৃত্যুলগ্নে যোসেফের পুত্র দু'জনকে আশীর্বাদ করলেন, এবং *নিজের লাঠির মাথায় ভর করে প্রণিপাত করলেন।* বিশ্বাসে যোসেফ জীবনের শেষ দিনগুলিতে ইস্রায়েল সন্তানদের চলে যাওয়ার কথা উল্লেখ করলেন, এবং নিজের হাড়ের বিষয়ে নির্দেশ দিলেন।

বিশ্বাসে মোশীর পিতামাতা তাঁর জন্মের পর *তিন মাস ধরে তাঁকে গোপনে রাখলেন,* কেননা তাঁরা দেখলেন, *শিশুটি সুন্দর;* তাঁরা রাজাজ্ঞায় ভীত হলেন না। বিশ্বাসে মোশী বড় হওয়ার পর ফারাওর কন্যার পুত্র বলে পরিচিত হতে অস্বীকার করলেন; পাপে ক্ষণিক সুখ-ভোগের চেয়ে তিনি বরং ঈশ্বরের জনগণের সঙ্গে নিপীড়ন ভোগ করা শ্রেয় মনে করলেন; মিশরের সমস্ত ধন-ঐশ্বর্যের চেয়ে তিনি খ্রীষ্টের দুর্নামকেই মহা ঐশ্বর্য বলে মনে করলেন, কারণ পুরস্কারের দিকেই চোখ নিবদ্ধ রাখছিলেন। বিশ্বাসে তিনি মিশর ছেড়ে চলে গেলেন: রাজার রোষে ভীত হলেন না। তিনি অটল থাকলেন; অদৃশ্যমান যিনি, ঠিক যেন তাঁকেই দেখতে পাচ্ছিলেন। বিশ্বাসে তিনি সেই পাস্কা ও সেই রক্ত-সিঞ্চন প্রবর্তন করলেন, যেন প্রথমজাতদের সেই সংহারক দূত তাদের শিশুদের না স্পর্শ করেন। বিশ্বাসে তারা লোহিত সাগর শুষ্ক ভূমির মতই যেন পার হল; কিন্তু মিশরীয়েরা তেমন চেষ্টা করতে গিয়ে কবলিত হল।

বিশ্বাসে যেরিখোর নগরপ্রাচীর—তারা সাত দিন তা প্রদক্ষিণ করলে পর—পড়ে গেল। বিশ্বাসে বেশ্যা রাহাবকে অবাধ্যদের সঙ্গে প্রাণ হারাতে হল না; সহৃদয়তার খাতিরে সে তো গুপ্তচরদের নিজের ঘরে গ্রহণ করেছিল।

শ্লোক হিব্রু ১১:২৪-২৭ দ্রঃ

প্র বিশ্বাসে মোশী ফারাওর পরিবারভুক্ত হতে অস্বীকার করলেন না; পাপে ক্ষণিক সুখ-ভোগের চেয়ে তিনি বরং ঈশ্বরের জনগণের সঙ্গে নিপীড়ন ভোগ করা শ্রেয় মনে করলেন:
উ তিনি ঈশ্বর থেকে আগত পুরস্কারের দিকেই চোখ নিবদ্ধ রাখছিলেন।

৵ মিশরের সমস্ত ধন-ঐশ্বর্যের চেয়ে তিনি খ্রীষ্টের দুর্নামকেই মহা ঐশ্বর্য বলে মনে করলেন:
ৠ তিনি ঈশ্বর থেকে আগত পুরস্কারের দিকেই চোখ নিবদ্ধ রাখছিলেন।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি **উপদেশ ২২:১**

সবকিছু ঘটিত ঘটনাই যেন লিখিত,
সবকিছুতে কিন্তু ভাবী ঘটনাই পূর্বঘোষিত

আব্রাহাম জন্মাবার আগে, আমিই আছি। কেননা তিনি হলেন সেই ঈশ্বরের বাণী যাঁর দ্বারা সমস্ত কিছু হয়েছে; তিনি কিন্তু আপন আত্মায় নবীদের পরিপূর্ণ করে তাঁদের মধ্য দিয়ে পূর্বঘোষণা করেছেন, তিনি একদিন মাংসে আগমন করবেন। তবে, যন্ত্রণাভোগ তাঁর মাংসধারণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। বস্তুতপক্ষে সুসমাচার যে যন্ত্রণাভোগের বর্ণনা দেয়, তিনি তা ভোগ করতে পারতেন না, যদি তা ভোগ না করতেন সেই মরণশীল ও যন্ত্রণাধীন মাংসে যা ধারণ করেছিলেন।

সুসমাচারে আমরা পড়ি যে, যখন প্রভু ক্রুশবিদ্ধ হলেন, তখন যারা তাঁকে ক্রুশে দিয়েছিল, তারা নিজেদের মধ্যে তাঁর কাপড় ভাগাভাগি করে নিল; আর যখন দেখল যে তাঁর জামায় সেলাই ছিল না, তখন তারা তা ছিঁড়তে চাইল না, বরং তা নিয়ে গুলিবাঁট করল, যাতে যার ভাগ্যে পড়ে সে তা সম্পূর্ণই পেতে পারে: জামাটা ছিল সেই ভালবাসার প্রতীক যা বিচ্ছেদ করা যেতে পারে না।

সুসমাচারে বর্ণিত এ সমস্ত ঘটনা বহু বছর আগে সামসঙ্গীতে ঘটিত বলেই বর্ণনা করা হয়েছিল, অথচ তা ভাবী ঘটনাগুলির পূর্বাভাস ছিল: *আমার হাত, আমার পা বিঁধে ফেলেছে ওরা, আমি আমার সকল হাড় গুনতে পারি, ওরা আমার উপর দৃষ্টি রেখে তাকায়—ওরা নিজেদের মধ্যে আমার জামাকাপড় ভাগ করে, আমার পোশাক নিয়ে গুলিবাঁট করে।* সবকিছু ঘটিত ঘটনাই যেন লিখিত, সবকিছুতে কিন্তু ভাবী ঘটনাই পূর্বঘোষিত। এমনকি ভাবী ঘটনাগুলো যে ঘটিতই যেন বর্ণিত হল, তা অকারণে হয়নি।

যখন বলা হচ্ছিল, খ্রীষ্টমণ্ডলী জগতের সর্বত্রই বিস্তার লাভ করবে, তখন অল্পজন তা বলছিল ও বহুজন তা নিয়ে হাসছিল। এতক্ষণে সেই সবকিছুর বাস্তব রূপ ঘটেছে যা বহুদিন আগে পূর্বঘোষিত হয়েছিল: হ্যাঁ, মণ্ডলী জগতের সর্বত্রই বিস্তারিত। হাজার বছরের বহু আগে আব্রাহামকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, *পৃথিবীর সকল গোত্র তোমাতে আশিসপ্রাপ্ত হবে।* আব্রাহামের বংশধর খ্রীষ্ট এসেছেন, আর সকল জাতি খ্রীষ্টে আশিসধন্য হয়েছে। নির্যাতনের ভবিষ্যদ্বাণীও দেওয়া হয়েছিল, আর তাই ঘটেছে সেই রাজাদের হাতে যারা প্রতিমা পূজা করত। খ্রীষ্টনামের বিরোধী এ সকলের কারণে পৃথিবী সাক্ষ্যমরদের নিয়ে পূর্ণ হয়েছে। সেই পাতিত রক্তের বীজ থেকে মণ্ডলীর শস্য প্রস্ফুটিত হয়েছে। মণ্ডলী আপন নির্যাতকদের জন্য বৃথাই প্রার্থনা করেনি, বারবার সেই নির্যাতকেরা শেষ পর্যায়ে নিজেরাই বিশ্বাসী হয়ে উঠেছে। এ কথাও বলা হয়েছিল, খ্রীষ্টনাম দ্বারা প্রতিমাও ধ্বংসিত হবে: তেমন কথাও আমরা শাস্ত্রে পাই। আদিতে খ্রীষ্টানেরা এসব কিছু পড়ত কিন্তু তা দেখতে পারত না: তারা তা ভাবী বলে প্রত্যাশাই করছিল, আর এভাবে তারা পরলোকগমন করল; তারা তা দেখতে পায়নি, তথাপি একদিন তা ঘটবেই বলে বিশ্বাস করছিল বিধায় বিশ্বাসগুণে প্রভুর কাছে ফিরে গেল। বর্তমানকালে আমরা সেই সমস্ত কিছু দেখে থাকি, ও বুঝতে পারি যে মণ্ডলী সম্বন্ধে যা কিছু বলা হয়েছিল, তা বাস্তব রূপ লাভ করেইছে। তবে কি, কেবল সেই বিচারের দিন আসবে না? পূর্বঘোষিত হয়েও এটিই মাত্র কি ঘটবে না? আমাদের হৃদয় কি এতই কঠিন ও শক্ত যে, শাস্ত্র প'ড়ে, এমনকি যা লেখা হয়েছিল তা অক্ষরে অক্ষরেই ঘটেছে দেখেও ভবিষ্যতের বিষয়ে আমাদের প্রত্যাশা নেই?

বস্তুতপক্ষে, যা ঘটিত বলে দেখতে পাই, তার সঙ্গে তুলনা ক'রে বাকি যা কিছু রয়েছে তা কী হতে পারে? যিনি অধিকাংশ দেখিয়েছেন, তিনি বাকিটা নিয়ে আমাদের প্রতারণা করবেন কি? যে বিচার কর্মফল অনুসারে ধার্মিকদের মঙ্গল ও দুর্জনদের অমঙ্গল দেবে, সেই বিচার আসবেই আসবে। এসো, সৎমানুষ হই, ও মনের স্থৈর্যে বিচারকের অপেক্ষায় থাকি।

শ্লোক ১ পি ১:১০,১২; মথি ১৩:১৭

℣ তোমাদের জন্য নিরূপিত অনুগ্রহ সম্পর্কে যে নবীরা ভাববাণী দিয়ে গেছিলেন, তাঁরা তেমন পরিত্রাণের প্রসঙ্গেই অনুসন্ধান ও অন্বেষণ করেছিলেন;

℟ তাঁদের কাছে একথা প্রকাশিত হয়েছিল যে, তাঁরা নিজেদের জন্য নয়, তোমাদেরই জন্য সেই সকল বিষয়ের সেবক ছিলেন।

℣ তোমরা যা দেখছ, তা অনেক নবী ও ধার্মিক মানুষ দেখতে বাসনা করেও দেখতে পাননি; এবং তোমরা যা শুনছ, তা তাঁরা শুনতে বাসনা করেও শুনতে পাননি।

℟ তাঁদের কাছে একথা প্রকাশিত হয়েছিল যে, তাঁরা নিজেদের জন্য নয়, তোমাদেরই জন্য সেই সকল বিষয়ের সেবক ছিলেন।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - গণনা ১৪:১-২৫

ইস্রায়েলীয়দের বিদ্রোহ, প্রভুর ক্রোধ ও মোশীর মধ্যস্থতা

[যাঁরা দেশ পরিদর্শন করতে গিয়েছিলেন, তাঁদের বর্ণনা শুনে] গোটা জনমণ্ডলী হইচই করে চিৎকার করতে লাগল, আর সেইদিন লোকেরা সারারাত ধরে হাহাকার করল। ইস্রায়েল সন্তানেরা সকলে মোশীর বিরুদ্ধে ও আরোনের বিরুদ্ধে গজগজ করল, ও গোটা জনমণ্ডলী তাঁদের বলল, 'হায় হায়, আমরা যদি মিশর দেশে মরে যেতাম! যদি এই মরুপ্রান্তরেই মরে যেতাম! প্রভু আমাদের খড়্গের আঘাতে ধরাশায়ী হতে কেন আমাদের এই দেশে চালনা করছেন? আমাদের বধূ ও ছেলেরা লুটের বস্তু হয়ে যাবে! আমাদের পক্ষে কি মিশরে ফিরে যাওয়াই ভাল নয়?' তারা পরস্পরের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল: 'এসো, আমরা একজনকে নেতা করে মিশরে ফিরে যাই!'

এতে মোশী ও আরোন ইস্রায়েল সন্তানদের সমবেত গোটা জনমণ্ডলীর সামনে উপুড় হয়ে পড়লেন। যাঁরা দেশ পরিদর্শন করে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে নূনের সন্তান যোশুয়া ও যেফুন্নির সন্তান কালেব নিজ পোশাক ছিঁড়লেন, এবং ইস্রায়েল সন্তানদের গোটা জনমণ্ডলীকে উদ্দেশ করে একথা বললেন, 'আমরা যে দেশ পরিদর্শন করতে গিয়েছিলাম, তা একেবারে উত্তম দেশ। প্রভু যদি আমাদের প্রতি প্রীত হন, তবে তিনি আমাদের সেই দেশে প্রবেশ করিয়ে তা আমাদের দেবেন; সেই তো দুধ ও মধু-প্রবাহী এক দেশ! কিন্তু তোমরা যেন কোন মতে প্রভুর প্রতি বিদ্রোহী না হও, সেই দেশের লোকদেরও যেন ভয় না কর, কারণ তারা আমাদের কাছে রুটির মত! এবং তাদের রক্ষাকারী দেবতারা তাদের ছেড়ে গেছে, কিন্তু প্রভু আমাদের সঙ্গে আছেন; তাদের বিষয়ে ভয় করো না!'

গোটা জনমণ্ডলী সেই দু'জনকে পাথর ছুড়ে মারার কথা বলছিল, এমন সময় সাক্ষাৎ-তাঁবুতে প্রভুর গৌরব সমস্ত ইস্রায়েল সন্তানদের কাছে দেখা দিল। প্রভু মোশীকে বললেন, 'এই লোকেরা আর কতকাল আমাকে অবজ্ঞা করে যাবে? এবং আমি এদের মধ্যে যে সকল চিহ্ন দেখিয়ে দিয়েছি, তা দেখেও এরা আর কতকাল আমার প্রতি অবিশ্বাসী হয়ে থাকবে? আমি মহামারী দ্বারা এদের আঘাত করব, আমার আপন জাতি বলে এদের অস্বীকার করব, এবং তোমাকেই এদের চেয়ে বিরাট ও শক্তিশালী জাতি করব।'

মোশী প্রভুকে বললেন, 'কিন্তু মিশরীয়েরা জানতে পেরেছে যে, তোমার আপন শক্তি দ্বারা তুমি এই জনগণকে তাদের মধ্য থেকে বের করে এনেছ, একথা তারা এই দেশের অধিবাসীদের কাছেও বলে দিল। তারা এও শুনতে পেয়েছে যে, তুমি, প্রভু, এই জনগণের মধ্যে আছ; তুমি, প্রভু, এদের মুখোমুখি হয়ে নিজেকে দেখাও; তোমার মেঘ এদের উপরে অধিষ্ঠিত, এবং তুমি দিনের বেলায় মেঘস্তম্ভে ও রাত্রিবেলায় অগ্নিস্তম্ভে থেকে এদের আগে আগে হেঁটে চল। তুমি যদি এখন এই জনগণকে ঠিক একটা মানুষই মাত্র যেন মেরে ফেল, তবে ওই যে জাতিগুলো তোমার সুখ্যাতি শুনেছে, তারা বলবে: প্রভু এই জনগণকে যে দেশ দেবেন বলে শপথ করেছিলেন, সেই দেশে তাদের প্রবেশ করাতে সক্ষম হননি বলে মরুপ্রান্তরে তাদের সংহার করেছেন। এখন বরং আমার প্রভুর মহাপ্রতাপ-ই প্রকাশিত হোক, যেহেতু তুমি নিজেই বলেছিলে: প্রভু ক্রোধে ধীর ও কৃপায় ধনবান; অপরাধ ও

অন্যায় ক্ষমা করেন; কিন্তু শাস্তি থেকে রেহাই দেন না; পিতার শঠতার দণ্ড সন্তানদের উপরে ডেকে আনেন তাদের তৃতীয় ও চতুর্থ পুরুষ পর্যন্ত। দোহাই তোমার, তোমার কৃপার মহত্ত্ব অনুসারে, এবং মিশর দেশ থেকে এই পর্যন্ত এই জনগণকে যেমন ক্ষমা করে এসেছ, সেই অনুসারে এই জনগণের অপরাধ ক্ষমা কর।' প্রভু বললেন, 'তোমার অনুরোধ অনুসারে আমি ক্ষমা করলাম! তবু, যেমন সত্যি আমি জীবন্ত, যেমন সত্যি সমস্ত পৃথিবী প্রভুর গৌরবে পরিপূর্ণ, তেমনি যত লোক আমার গৌরব এবং মিশরে ও মরুপ্রান্তরে সাধিত আমার চিহ্নগুলো দেখেও এই দশবার আমাকে পরীক্ষা করেছে ও আমার কথা মানেনি, আমি যে দেশ সম্বন্ধে তাদের পিতৃপুরুষদের কাছে শপথ করেছিলাম, তারা কেউই সেই দেশ দেখতে পাবে না; যারা আমাকে অবজ্ঞা করেছে, তাদের মধ্যে কেউই তা দেখতে পাবে না। তথাপি, যেহেতু আমার দাস কালেব অন্য আত্মার মানুষ, ও পূর্ণ বিশ্বস্ততার সঙ্গে আমার অনুসরণ করেছে, সে যে দেশে গিয়েছে, আমি সেই দেশে তাকে প্রবেশ করাব, এবং তার বংশ হবে সেই দেশের অধিকারী। (সমভূমি হল আমালেকীয় ও কানানীয়দের বাসস্থান।) আগামীকাল তোমরা পিছন ফিরে লোহিত সাগরের পথ দিয়ে মরুপ্রান্তরের দিকে রওনা হও।'

শ্লোক সাম ১০৩:৮,৯,১৩,১৪

প্র প্রভু স্নেহশীল, দয়াবান, ক্রোধে ধীর, কৃপায় ধনবান। তিনি অসন্তোষ রাখেন না চিরকাল ধরে।
উ পিতা যেমন সন্তানদের স্নেহ করেন, যারা তাঁকে ভয় করে, প্রভুও তাদের প্রতি তত স্নেহশীল।
প্র কেননা আমরা যে কি দিয়ে গড়া, তা তিনি জানেন, আমরা যে ধুলা, তা তিনি মনে রাখেন।
উ পিতা যেমন সন্তানদের স্নেহ করেন, যারা তাঁকে ভয় করে, প্রভুও তাদের প্রতি তত স্নেহশীল।

দ্বিতীয় পাঠ - রোমীয়দের কাছে পত্রে অরিজেনের ব্যাখ্যা **পুস্তক ৪:১০-১১**

যন্ত্রণাভোগ করার সময়ে
খ্রীষ্ট ভক্তিহীন ও অধার্মিকদের জন্য মৃত্যুবরণ করতে অস্বীকার করেননি

আমরা যখন শক্তিহীন ছিলাম, তখনই খ্রীষ্ট উপযুক্ত সময়ে ভক্তিহীনদের জন্য মরলেন। বস্তুত ধার্মিকের জন্য প্রায় কেউই মরতে সম্মত নয়, হয় তো এমন কেউ থাকতে পারে, যে সৎমানুষের জন্যই মরতে সাহস করে।

সাধু পল, সেই ভালবাসার বৈশিষ্ট্য স্পষ্টতর ভাবে দেখাতে ইচ্ছা ক'রে—যে ভালবাসা তিনি পবিত্র আত্মা দ্বারাই আমাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত বলে সমর্থন করেছিলেন—সেই সমস্ত কারণ ব্যক্ত করলেন যার জন্য আমাদের তা বোঝা উচিত; তিনি ব্যাখ্যা করে বললেন কেমন করে খ্রীষ্ট ধার্মিকদের জন্য নয়, পাপীদেরই জন্য মরলেন। বস্তুতপক্ষে ঈশ্বরের কাছে মনপরিবর্তন করার আগে আমরা তো পাপী ছিলাম, এবং আমরা বিশ্বাসের কাছে আসবার আগেই তো খ্রীষ্ট নির্দ্বিধায় আমাদের জন্য মৃত্যু গ্রহণ করলেন। তিনি অবশ্যই তা করতেন না, যদি আমাদের প্রতি তাঁর মহান ও অসীম ভালবাসা না থাকত—আমাদের স্বয়ং প্রভু যীশুখ্রীষ্ট পাপীদের জন্য মৃত্যু বরণ করতেন না, শুধু তা নয়; পিতা ঈশ্বরও আমাদের মুক্তির জন্য তাঁর আপন একমাত্র পুত্রকে উৎসর্গ করতেন না!

যখন ধার্মিকের জন্য সহজে কেউই মরতে রাজি নয়, ও যথার্থ কারণেও যখন সবাই মৃত্যু গ্রহণ করতে দ্বিধা করে, তখন কতই না মহান সেই খ্রীষ্ট, ও আমাদের প্রতি তাঁর ভালবাসাও কতই না সীমার অতীত বলে গণ্য করা উচিত, যখন তাঁর যন্ত্রণাভোগের সময়ে তিনি ভক্তিহীন ও অধার্মিকদের জন্যই মৃত্যু বরণ করতে অস্বীকার করেননি!

এতেই তো তাঁর ভালবাসার প্রমাণ, এমন ভালবাসা যা সত্যিই অসীম, সত্যিই ঐশ্বরিক। কেননা তিনি যদি সেই পরমমঙ্গল থেকে আগত না হতেন ও সেই পিতারই পুত্র না হতেন যাঁর বিষয়ে লেখা আছে *মঙ্গলময় একজনমাত্র আছেন, তিনি ঈশ্বর*, তাহলে তিনি আমাদের প্রতি তেমন ভালবাসা দেখাতে পারতেন না। আর যেহেতু তেমন অগাধ ভালবাসার প্রমাণ থেকে স্বীকার করা যায় তিনি মঙ্গলময়, সেজন্য কেউ হয় তো তাঁর জন্য প্রাণ দিতেও সাহস করতে পারবে। এমনকি, যে কেউ খ্রীষ্টের অসীম ভালবাসা জানবে ও আপন হৃদয়ে তাঁর অসীম কৃপা গ্রহণ করবে, সে তাঁর জন্য প্রাণ দিতে শুধু নয়, বীর্য দেখিয়েই সে প্রাণ দিতে ইচ্ছা করবে।

বস্তুতপক্ষে আমরা প্রায়ই এসব কিছু ঘটতে দেখি, যখন যাদের হৃদয়ে খ্রীষ্টের ভালবাসা প্রচুর মাত্রায় সঞ্চারিত, তারা নির্যাতকদের হাতে স্বেচ্ছায় ও সাহসের সঙ্গেই নিজেদের সঁপে দেয়; আর তারা জগৎ, স্বর্গদূত ও মানুষের সামনে খ্রীষ্টনামের বিষয়ে এমনভাবে সাক্ষ্য দান করে যে, তাঁর নামের জন্য অন্যায্যতা সহ্য করতে শুধু নয়, সেই মৃত্যুও ভোগ করতে সম্মত, যে মৃত্যু ধার্মিকের জন্যও সহজে কেউ বরণ করত না।

কেননা এজীবনের প্রতি ভালবাসা এতই মহান যে, ন্যায্য কারণে মরতে হলেও সহজে কেউ আত্মনিবেদিত অন্তরে মরে না। কেবল ঈশ্বরের জন্য গ্রহণ করা মৃত্যুকেই মানুষ বীর্যের সঙ্গে গ্রহণ করে; অন্যপ্রকার মৃত্যুকে সহজে আত্মনিবেদিত অন্তরে বরণ করা যায় না, যদিও সে মৃত্যু ন্যায্য ও মানবদশার ভাগ্যের ফল।

ঈশ্বর আমাদের প্রতি তাঁর ভালবাসা প্রমাণ করছেন, কেননা আমরা যখন পাপী ছিলাম, তখনই খ্রীষ্ট আমাদের জন্য মরলেন। সুতরাং এখন তাঁর রক্তে আমরা যখন ধর্মময় হয়ে উঠেছি, তখন ঐশক্রোধ থেকে যে তাঁরই দ্বারা পরিত্রাণ পাব, তা আরও কতই না সুনিশ্চিত। একথা বলে প্রেরিতদূত মানুষের প্রতি ঈশ্বরের অসীম ভালবাসা দেখাতে চান; ভক্তিহীন ও অধার্মিকদের প্রতি তা যখন এতই মহান হয়েছে যে, তাদের পরিত্রাণের জন্য তাঁর আপন পুত্রকে দান করা হয়েছে, তখন যারা মনপরিবর্তন করেছে, বা তাঁর নিজের কথায়, যারা তাঁর রক্তে বিশুদ্ধ ও মুক্ত হয়েছে, তাদের প্রতি সেই ভালবাসা আর কতই মহান ও প্রাচুর্যময় না হবে!

শ্লোক রো ৫:৭,৮,৯; যোহন ১৫:১৩

প্র ধার্মিকের জন্য প্রায় কেউই মরতে সম্মত নয়;
উ কিন্তু ঈশ্বর আমাদের প্রতি তাঁর ভালবাসা প্রমাণ করছেন, কেননা আমরা যখন পাপী ছিলাম, তখনই খ্রীষ্ট আমাদের জন্য মরলেন।
প্র বন্ধুদের জন্য প্রাণ দেওয়া: এর চেয়ে বড় ভালবাসা মানুষের আর কিছুই নেই।
উ কিন্তু ঈশ্বর আমাদের প্রতি তাঁর ভালবাসা প্রমাণ করছেন, কেননা আমরা যখন পাপী ছিলাম, তখনই খ্রীষ্ট আমাদের জন্য মরলেন।

বুধবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - হিব্রু ১১:৩২-৪০

প্রাক্তন সন্ধিকালের পবিত্রজনদের আদর্শ

ভ্রাতৃগণ, আর কি বলব? আমি যে সেই গিদিয়োন, বারাক, সামসোন, যেফ্থা, দাউদ, সামুয়েল ও নবীদের কাহিনী বলে যাব, সেই সময় এখন আমার নেই। তাঁরা বিশ্বাসগুণে নানা রাজ্য জয় করলেন, ধর্মময়তা অনুশীলন করলেন, সমস্ত প্রতিশ্রুতির ফল পেলেন, সিংহদের মুখ বন্ধ করলেন, আগুনের তেজ প্রশমিত করলেন, খড়্গের মুখ এড়ালেন, নিজেদের দুর্বলতা থেকে পরাক্রম বের করলেন, যুদ্ধে বলবান হলেন, বিদেশী সেনাবাহিনীকে তাড়িয়ে দিলেন। কোন কোন নারী তাঁদের মৃত প্রিয়জনকে পুনরুত্থান গুণে ফিরে পেলেন। অন্যেরা আবার শ্রেয়তর পুনরুত্থান পাবার জন্য কারামুক্তি অস্বীকার করে পীড়নযন্ত্রে নিজেদের সঁপে দিলেন। অন্য কেউ আবার বিদ্রূপ ও কশাঘাত, এমনকি শেকল ও কারাগার ভোগ করলেন: তাঁদের পাথর ছুড়ে মারা হল, করাত দিয়ে কেটে ফেলা হল, খড়্গের আঘাতে বধ করা হল; তাঁরা মেষ বা ছাগের চামড়া পরে অভাবী নিপীড়িত অত্যাচারিত হয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াতেন; এই জগৎ তাঁদের যোগ্য ছিল না, আর তাঁরা প্রান্তরে প্রান্তরে, পাহাড়ে পাহাড়ে, গুহায় গুহায় ও পৃথিবীর গহ্বরে গহ্বরে গৃহহীন অবস্থায় প্রিভ্রমণ করতেন। অথচ তাঁরা সকলে তাঁদের বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে উত্তম সাক্ষ্য পাওয়া সত্ত্বেও প্রতিশ্রুতির ফল পেলেন না, যেহেতু ঈশ্বর আমাদের জন্য শ্রেয়তর এমন কিছু স্থির করে রেখেছিলেন, যেন তাঁরা আমাদের ছাড়া সিদ্ধতা না পান।

শ্লোক ১ মাকা ২:৫১; হিব্রু ৬:১২

প্র আমাদের পিতৃপুরুষেরা তাঁদের আমলে যে কর্মকীর্তি সাধন করলেন, তা স্মরণ কর ;
উ তবে তোমরা মহাগৌরব ও চিরন্তন সুনাম অর্জন করবে।
প্র তোমরা যেন শিথিল না হও, বরং যারা বিশ্বাস ও সহিষ্ণুতার মধ্য দিয়ে সমস্ত প্রতিশ্রুতির উত্তরাধিকারী হয়ে ওঠে, তাদের অনুকারী হও ;
উ তবে তোমরা মহাগৌরব ও চিরন্তন সুনাম অর্জন করবে।

দ্বিতীয় পাঠ - মহাপ্রাণ সাধু বাসিল-লিখিত 'পবিত্র আত্মা' **১৫:৩৫**

সংসারের কাছে মৃত্যু এক,
মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান এক

মানুষের প্রতি আমাদের ঈশ্বর ও ত্রাণকর্তার পরিত্রাণ-ব্যবস্থা হল মানুষকে পতন থেকে তুলে আনা ও অবাধ্যতা-প্রণোদিত বিচ্ছিন্নতা থেকে তাকে ঈশ্বরের ঘনিষ্ঠতায় ফিরিয়ে আনা। এ উদ্দেশ্যে খ্রীষ্টের দেহগত আগমন, সুসমাচারের জীবনাচরণ-দৃষ্টান্ত, দুঃখযন্ত্রণা, ক্রুশ, সমাধি ও পুনরুত্থান ঘটেছে যেন যে মানুষ খ্রীষ্টের অনুসরণ দ্বারা পরিত্রাণ পায়, সেই মানুষ আদি দত্তকপুত্রত্ব ফিরে পেতে পারে।

সুতরাং নিখুঁত জীবনের উদ্দেশ্যে খ্রীষ্টের অনুকরণ করা প্রয়োজন, আর তা শুধু তাঁর জীবনে দেখানো কোমলতা, বিনম্রতা ও সহিষ্ণুতার দৃষ্টান্ত অনুকরণ ক'রে নয়, বরং তাঁর মৃত্যু-দৃষ্টান্তেরও অনুকরণে, যেমনটি খ্রীষ্টের অনুকারী সেই পল বলেন, *আমি তাঁর মৃত্যুর সমরূপ হই, যেন মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থানের সহভাগী হতে পারি।*

তবে আমরা কেমন করে তাঁর মৃত্যুর সমরূপ হতে পারি? দীক্ষাস্নানের মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে সহ-সমাহিত হওয়ায়। তবে কেমন করে সেই সমাধি ঘটে? আর সেই অনুকরণের ফল কী? প্রথমে প্রয়োজন রয়েছে, প্রাচীন জীবনের গতিধারা বন্ধ করা। কিন্তু তেমন কাজে উত্তীর্ণ হওয়া কারও পক্ষে সাধ্য নয়, যদি প্রভুর বাণীমত মানুষ নবজন্ম লাভ না করে ; কেননা শব্দটা নিজেই যেভাবে দেখায়, নবজন্ম হল নবজীবনের সূচনা ; ফলে নবজীবন শুরু করার আগে প্রাচীনটার সমাপ্তি ঘটানো দরকার। যেমন ক্রীড়াঙ্গনে এক দৌড় শেষে নতুন দৌড় শুরু করার আগে প্রতিযোগীকে থামিয়ে একটু বিশ্রাম দেওয়া হয়, তেমনি জীবন-পরিবর্তনে এ প্রয়োজন বলে প্রতীয়মান হল যেন প্রাক্তন ও নতুন জীবনের মধ্যে মৃত্যু স্থান পায়, যাতে এ মৃত্যু প্রাক্তন জীবনকে সমাপ্ত করে ও সামনের জীবনের সূচনা দেয়।

তবে কেমন করে আমাদের পাতাল-অবরোহণ ঘটে? দীক্ষাস্নানের মাধ্যমে খ্রীষ্টের সমাধির অনুকরণ করায়। কেননা যারা দীক্ষাস্নাত হয়, তাদের দেহ একপ্রকারে যেন জলে সমাহিত হয়। এজন্য দীক্ষাস্নান রহস্যাবৃত ভাবে দৈহিক ক্রিয়াকর্ম-পরিত্যাগ বোঝায়, যেমনটি প্রেরিতদূত বলেন, *তাঁর মধ্যে তোমরা পরিচ্ছেদিতও হয়েছ, কিন্তু এমন পরিচ্ছেদন যা মানুষের হাতে সম্পাদিত নয়, যা মাংসময় দেহ ত্যাগের মধ্য দিয়ে সাধিত নয়, কিন্তু খ্রীষ্টেরই প্রকৃত পরিচ্ছেদন গ্রহণ করেছ : কেননা দীক্ষাস্নানে তোমরা তাঁর সঙ্গে সমাহিত হয়েছ।* আর দীক্ষাস্নান একপ্রকারে আত্মাকে সেই সমস্ত কালিমা থেকে পুনরায় বিশুদ্ধ করে, যা দৈহিক প্রবণতা আত্মার মধ্যে ঢুকিয়েছিল ; যেমনটি লেখা আছে, *আমায় ধৌত কর, তবে তুষারের চেয়ে শুভ্র হয়ে উঠব।* এজন্য আমরা একটিমাত্র পরিত্রাণদায়ী দীক্ষাস্নান স্বীকার করি, কেননা দীক্ষাস্নান যার প্রতীক, সংসারের কাছে সেই মৃত্যুও এক, ও মৃতদের মধ্য থেকে সেই পুনরুত্থানও এক।

শ্লোক মার্ক ১৪:৩৬,৩৮

প্র গেথ্‌সেমানি বাগানে যীশু প্রার্থনা করে বলছিলেন, আব্বা, পিতা! সবই তোমার সাধ্য ; আমা থেকে এই পানপাত্র দূর করে দাও ;
উ কিন্তু আমার যা ইচ্ছা তা নয়, তোমার যা ইচ্ছা তা-ই হোক।
প্র আত্মা ইচ্ছুক বটে, কিন্তু মাংস দুর্বল।

☞ কিন্তু আমার যা ইচ্ছা তা নয়, তোমার যা ইচ্ছা তা-ই হোক।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - গণনা ১৬:১-১১,১৬-২৪,২৮-৩৫

কোরাহ্, দাথান ও আবিরামের বিদ্রোহ

সেসময়, লেবীয় কেহাতের পৌত্র ইস্হারের ছেলে যে কোরাহ্, সে বিদ্রোহ করল; আর রূবেন-সন্তানদের মধ্যে এলিয়াবের ছেলে দাথান ও আবিরাম, এবং পেলেতের ছেলে ওন মোশীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল; ইস্রায়েল সন্তানদের দু'শো পঞ্চাশজন লোকও তেমনি করল: এরা সকলে ছিল জনমণ্ডলীর নেতা, সমাজের সদস্য ও গণ্যমান্য ব্যক্তি। তারা মোশী ও আরোনের বিরুদ্ধে একজোট হয়ে তাঁদের বলল, 'আর নয়! গোটা জনমণ্ডলী ও তার প্রত্যেকজনেই পবিত্র, এবং প্রভু তাদের মাঝে উপস্থিত; তবে তোমরা কেন প্রভুর জনসমাবেশের উপরে নিজেদের উন্নীত করছ?'

একথা শুনে মোশী উপুড় হয়ে পড়লেন। তিনি কোরাহ্-কে ও তার দলের সকলকে বললেন, 'কে প্রভুরই, কে পবিত্র, কাকে তিনি নিজের কাছে এগিয়ে আসতে দেন, তা প্রভু আগামীকাল সকালে জানাবেন; তিনি যাকে বেছে নেবেন, তাকেই নিজের কাছে এগিয়ে আসতে দেবেন। তোমরা একাজ কর: তোমরা কোরাহ্র ধূপদানি নাও, তার দলের যত লোককেও নাও; আগামীকাল তাতে আগুন দিয়ে প্রভুর সামনে তার উপরে ধূপ দাও; প্রভু যাকে বেছে নেবেন, সে-ই পবিত্র হবে। হে লেবি-সন্তানেরা, আর নয়!'

পরে মোশী কোরাহ্-কে উদ্দেশ করে বললেন, 'হে লেবি-সন্তানেরা, অনুরোধ করছি, আমার কথা শোন। এ কি তোমাদের কাছে সামান্য ব্যাপার যে, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর তোমাদেরই ইস্রায়েল জনমণ্ডলী থেকে পৃথক করে প্রভুর আবাসের সেবাকর্ম করার জন্য ও জনমণ্ডলীর সামনে দাঁড়িয়ে তার সেবাকর্ম অনুশীলন করার জন্য নিজের কাছে এগিয়ে আসতে দিয়েছেন? তিনি তোমাকে ও তোমার সঙ্গে তোমার সমস্ত ভাই সেই লেবি-সন্তানদের নিজের কাছে এগিয়ে আসতে দিয়েছেন, আর এখন তোমরা কি যাজকত্বও দাবি করছ? এজন্যই তুমি ও তোমার সমস্ত দল প্রভুরই বিপক্ষে একজোট হয়েছ! আর আরোন কে যে তোমরা তাঁর বিরুদ্ধে গজগজ করবে?'

মোশী কোরাহ্-কে বললেন, 'তুমি ও তোমার সমস্ত দলের সকলে, তোমরা আগামীকাল আরোনের সঙ্গে প্রভুর সাক্ষাতে এসো; প্রত্যেকজন ধূপদানি নিয়ে তার উপরে ধূপ দিয়ে প্রভুর সামনে নিজ নিজ ধূপদানি এগিয়ে দেবে; দু'শো পঞ্চাশটা ধূপদানি এগিয়ে দেবে; তুমি ও আরোনও নিজ নিজ ধূপদানি নেবে।' তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ ধূপদানি নিয়ে তাতে আগুন সাজিয়ে ধূপ দিয়ে মোশী ও আরোনের সঙ্গে সাক্ষাৎ-তাঁবুর প্রবেশদ্বারে দাঁড়াল।

কোরাহ্ সাক্ষাৎ-তাঁবুর প্রবেশদ্বারে তাঁদের বিপক্ষে গোটা জনমণ্ডলীকে সমবেত করেছিল, এমন সময় প্রভুর গৌরব গোটা জনমণ্ডলীর কাছে দেখা দিল। প্রভু মোশী ও আরোনকে বললেন, 'তোমরা এই জনমণ্ডলীর মধ্য থেকে সরে যাও, আমি এক নিমেষে এদের সংহার করতে যাচ্ছি।' কিন্তু তাঁরা উপুড় হয়ে পড়লেন, বললেন, 'হে ঈশ্বর, হে সমস্ত প্রাণীর আত্মার পরমেশ্বর, একজন পাপ করলে তুমি কি গোটা জনমণ্ডলীর প্রতি কোপ দেখাবে?' উত্তরে প্রভু মোশীকে বললেন, 'তুমি জনমণ্ডলীর কাছে কথা বলে এই আদেশ দাও: তোমরা কোরাহ্র, দাথানের ও আবিরামের আবাসের চারদিক থেকে দূরে সরে যাও।'

মোশী বললেন, 'প্রভুই যে আমাকে এই সমস্ত কাজ করতে পাঠিয়েছেন, আমি যে নিজের ইচ্ছামতই তা করিনি, তা তোমরা এতেই জানতে পারবে। যদি এই লোকদের সাধারণ মানুষের মৃত্যুর মত মৃত্যু হয়, কিংবা সাধারণ লোকের শাস্তির মত শাস্তি হয়, তবে প্রভু আমাকে পাঠাননি। কিন্তু প্রভু যদি অঘটন ঘটান এবং ভূমি নিজের মুখ হা করে এদের ও এদের সবকিছু গ্রাস করে ফেলে, আর এরা জিয়ন্তই পাতালে নেমে যায়, তবে তোমরা জানতে পারবে, এরা প্রভুকে অবজ্ঞা করেছে।' মোশী এই সমস্ত কথা বলা শেষ করামাত্র তাদের পায়ের নিচের মাটি তলিয়ে গেল, আর ভূমি তার নিজের মুখ হা করে তাদের, তাদের পরিবারের সকলকে ও কোরাহ্র স্বপক্ষের সমস্ত লোককে এবং তাদের সমস্ত সম্পত্তি গ্রাস করে ফেলল। তারা ও তাদের সমস্ত সম্পত্তি পাতালে নেমে গেল, এবং ভূমি তাদের উপরে চেপে পড়ল; এইভাবে জনসমাবেশের মধ্য থেকে তারা বিলুপ্ত হল। তাদের চিৎকারে

চারদিকের গোটা ইস্রায়েল পালিয়ে গেল; তারা বলছিল: 'পাছে ভূমি আমাদেরও গ্রাস করে ফেলে।' প্রভুর কাছ থেকে আগুন নির্গত হয়ে, যারা ধূপ নিবেদন করছিল, সেই দু'শো পঞ্চাশজন লোককে গ্রাস করে ফেলল।

শ্লোক হিব্রু ১০:৩১; যাকোব ৪:৬,১০

প্র জীবনময় ঈশ্বরের হাতে পড়া ভয়ঙ্কর ব্যাপার!
উ তিনি অহঙ্কারীদের প্রতিরোধ করেন, বিনম্রদের কিন্তু অনুগ্রহ দান করেন।
প্র প্রভুর সম্মুখে নিজেদের নমিত কর, আর তিনি তোমাদের উন্নীত করবেন।
উ তিনি অহঙ্কারীদের প্রতিরোধ করেন, বিনম্রদের কিন্তু অনুগ্রহ দান করেন।

দ্বিতীয় পাঠ - আলেকজান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিল-লিখিত 'আত্মা ও সত্যের শরণে উপাসনা' ৯ম পুস্তক

আত্মা ও সত্যের শরণেই আমাদের উপাসনা করতে হবে

ঈশ্বরের প্রতি ও মানুষের প্রতি ভালবাসা প্রকাশ সত্যিই উত্তম, এমনকি এ দু'টো আজ্ঞায় বিধানের সারকথা। যে কেউ গৌরবের এ পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছবে, সে খ্যাতি লাভ করবে, সম্মানের পাত্র হয়ে উঠবে, ও সেই সময়ে ঈশ্বরের বিশ্বস্ততম সেবকদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে যখন খ্রীষ্ট উচ্চকণ্ঠে বলবেন, *বেশ! উত্তম ও বিশ্বস্ত দাস; তুমি অল্প বিষয়ে বিশ্বস্ত হয়েছ, আমি তোমাকে বহু বিষয়ের উপরে নিযুক্ত করব; তোমার প্রভুর আনন্দে প্রবেশ কর।*

তেমন মানুষ সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গীয় যেরুসালেমে প্রবেশ করবে, ও দিব্য আবাসে বসবাস করে সেই সমস্ত মঙ্গলদান ভোগ করবে যা উপলব্ধি ও প্রত্যাশার অতীত। এবিষয়ে নবী ইসাইয়াও কিছু কথা বললেন, *তোমার চোখ যেরুসালেম দেখতে পাবে, তা এমন নগরী, যা শান্ত আবাস, এমন তাঁবু, যা কখনও সরানো হবে না, যার গোঁজ কখনও উপড়ে ফেলা হবে না, যার দড়িগুলোর একটাও ছিঁড়বে না।* শাস্ত্র আরও বলে, *এই সংসারের চেহারা লোপ পেতে চলেছে,* কিন্তু ভাবী মঙ্গলদানের আশা সুনিশ্চিত ও অবিচল। তবু বর্তমান যত কিছু যখন লোপ পাবে, তখন এ প্রয়োজন হবে যে, আমরা আত্মিক যজ্ঞ উৎসর্গ করায় তাঁকে ত্রাণকর্তা ও মুক্তিসাধক রূপে উপাসনা করতে করতে ও সুসমাচারের আদেশগুলি অনুসারে নির্মল জীবনাচরণে তাঁর অনুসরণ করতে করতে যেন তাঁর সাক্ষাতে পুণ্যবান ও নিষ্কলঙ্ক হয়ে দাঁড়াতে পারি।

তেমন প্রশংসনীয় ও সম্মাননীয় জীবনধারণের পূর্বাভাস তখনই আদি মানুষের জন্য বিধান দ্বারা দেওয়া হয়েছিল, যখন বিধান পশু হত্যা করতে ও তাদের বলিদান করতে, দশমাংশ ও প্রথমফসল ঈশ্বরের উদ্দেশে পবিত্র বলে উৎসর্গ করতে ও উপকারের প্রতিদানে উপহার অর্পণ করতে নির্দেশ দিত। কিন্তু আদেশ ছিল, এসব কিছু কিন্তু পবিত্র তাঁবুর বাইরে উদ্‌যাপন করা যাবে না।

উপরন্তু বিধান লেবীয় মনোনীত গোষ্ঠীকে ঈশ্বরের উদ্দেশে পবিত্র বলে উৎসর্গ করল, আর এতে এমন দৃষ্টান্ত দিল যা আমাদের পক্ষে উপযোগী। কেননা পবিত্র শাস্ত্রে আমাদেরও *মনোনীত বংশ, এক রাজকীয় যাজক-সমাজ, এক পবিত্র জনগণ, এমন এক জাতি যাকে ঈশ্বর নিজস্ব সম্পদ করেছেন* বলা হয়, এই আমরা যারা অধিক সত্যকার এমন তাঁবুতে প্রবেশ করি যা মানুষের হাতে নয়, ঈশ্বর দ্বারাই তৈরী, যে তাঁবু হল মণ্ডলী; তাছাড়া আমরা বৃষ ও ছাগ দিয়ে বিশ্বস্রষ্টাকে প্রসন্ন করার জন্য যে সেই তাঁবুতে প্রবেশ করি এমন নয়, বরং সরল ও শুদ্ধ বিশ্বাসে ধনবান হয়ে গভীরতর উপলব্ধির সঙ্গে সুরভিত নৈবেদ্য রূপে আত্মিক যজ্ঞ উৎসর্গ করি। *প্রভু তেমন বলিতেই প্রীত,* আর আমাদের ত্রাণকর্তার বাণী অনুসারে *যারা তাঁর উপাসনা করে, আত্মা ও সত্যের শরণেই তাদের উপাসনা করতে হয়।*

শ্লোক যোহন ৪:২৩-২৪

প্র প্রকৃত উপাসকেরা আত্মা ও সত্যের শরণেই পিতাকে উপাসনা করবে,
উ কারণ পিতা তেমন উপাসকই দাবি করেন।
প্র ঈশ্বর আত্মাস্বরূপ, আর যারা তাঁর উপাসনা করে, আত্মা ও সত্যের শরণেই তাদের উপাসনা করতে হয়,
উ কারণ পিতা তেমন উপাসকই দাবি করেন।

বৃহস্পতিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - হিব্রু ১২:১-১৩

স্বয়ং খ্রীষ্টের আদর্শ

ভ্রাতৃগণ, তেমন বহুসংখ্যক সাক্ষীর বেষ্টনে পরিবেষ্টিত হয়ে, এসো, আমরাও যা কিছু বোঝা হয়ে দাঁড়ায়, সহজে বাধা সৃষ্টি করে সেই পাপও নামিয়ে দিয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে আমাদের জন্য নির্দিষ্ট সেই দৌড় দৌড়োই। এসো, বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠাতা ও তার সিদ্ধতার সাধক যীশুর দিকে চোখ নিবদ্ধ রাখি, যিনি তাঁর সম্মুখীন আনন্দের বিনিময়ে অপমান তুচ্ছ ক'রে ক্রুশই মেনে নিয়ে ঈশ্বরের সিংহাসনের *ডান পাশে আসন নিয়েছেন।* ভাল করে বিবেচনা করে দেখ তাঁরই কথা, যিনি পাপীদের তত বড় বিরোধিতা সহ্য করলেন, যেন তোমরা নিরাশার ফলে ভেঙে না পড়।

পাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে তোমরা এখনও রক্তদান পর্যন্ত প্রতিরোধ করনি, সেই চেতনা-বাণীও ভুলে গেছ, যা সন্তান বলে উদ্দেশ ক'রে তোমাদের বলা হয়েছিল: *সন্তান আমার, প্রভুর শাসন তুচ্ছ করো না, তিনি তোমাকে ভর্ৎসনা করলে তুমি নিরাশ হয়ো না; কারণ প্রভু যাকে ভালবাসেন, তাকে শাসন করেন, সন্তান বলে যাকে গ্রহণ করেন, তাকে শাস্তি দেন।* তোমাদের শাসনের উদ্দেশ্যেই তোমরা কষ্ট পাচ্ছ! ঈশ্বর নিজের সন্তান বলেই তোমাদের সঙ্গে ব্যবহার করছেন; এমন কোন্ সন্তান আছে, পিতা যাকে শাসন করেন না? কিন্তু যে শাসন সকলে পাচ্ছে, তোমরা যদি তা না পাও, তবে তোমরা জারজ, সন্তান নও। তাছাড়া দেহগত দিক থেকে যাঁরা আমাদের পিতা, আমরা তাঁদের শাসনে ছিলাম, অথচ তাঁদের সম্মান করতাম; তবে যিনি আত্মাদের পিতা, আমরা কি আরও বেশি করে তাঁর অনুগত হব না, যেন জীবন পেতে পারি? ওঁরা তো অল্পদিনের জন্য আমাদের শাসন করতেন—ওঁদের যেভাবে ভাল মনে হত সেভাবে; কিন্তু ইনি মঙ্গলেরই জন্য, আমাদের তাঁর নিজের পবিত্রতার অংশী করার জন্যই তা করছেন। অবশ্য, কোন শাসন শাসনের সময়ে আনন্দের বিষয় নয়, দুঃখেরই বিষয় মনে হয়; তবু যারা তার মধ্য দিয়ে শিক্ষা পেয়েছে, পরে সেই শাসন তাদের এনে দেয় শান্তি ও ধর্মময়তার ফল। তাই *তোমরা শ্রান্ত যত হাত ও অবশ যত হাঁটু সবল কর,* এবং *তোমাদের পায় চলার পথ সরল কর,* যেন ক্ষতগ্রস্ত অঙ্গ গ্রন্থিচ্যুত না হয়ে বরং সেরেই ওঠে।

শ্লোক হিব্রু ১২:২; ফিলি ২:৮

প্র এসো, বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠাতা ও তার সিদ্ধতার সাধক যীশুর দিকে চোখ নিবদ্ধ রাখি, যিনি তাঁর সম্মুখীন আনন্দের বিনিময়ে অপমান তুচ্ছ ক'রে ক্রুশই মেনে নিয়ে

উ ঈশ্বরের সিংহাসনের ডান পাশে আসন নিয়েছেন।

প্র তিনি মৃত্যু পর্যন্ত নিজেকে বাধ্য করায় নিজেকে অবনমিত করলেন;

উ ঈশ্বরের সিংহাসনের ডান পাশে আসন নিয়েছেন।

দ্বিতীয় পাঠ - হিব্রুদের কাছে পত্রে সাধু যোহন খ্রীসোস্তমের উপদেশাবলি **উপদেশ ২৮:২**

দৌড় সঠিকভাবে শিখবার জন্য
এসো, খ্রীষ্টের দিকে চোখ নিবদ্ধ রাখি

প্রেরিতদূত বলেন, *এসো, আমরা নিষ্ঠার সঙ্গে আমাদের জন্য নির্দিষ্ট দৌড় দৌড়োই;* তারপর তিনি সান্ত্বনা ও চেতনা দায়ী প্রথম ও শেষ কারণ স্বরূপ খ্রীষ্টকেই উপস্থাপন করেন: *এসো, বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠাতা ও তার সিদ্ধতার সাধক যীশুর দিকে চোখ নিবদ্ধ রাখি।* খ্রীষ্টও একথা আপন শিষ্যদের সবসময় বলতেন: *ওরা যখন গৃহস্বামীকে বেয়েল্জেবুল বলেছে, তখন তাঁর ঘরের লোকদের তো আরও কত কীই না বলবে;* তিনি আরও বললেন, *শিষ্য গুরুর চেয়ে বড় নয়, দাসও প্রভুর চেয়ে বড় নয়।* এজন্যই *চোখ নিবদ্ধ রাখি,* অর্থাৎ দৌড় সঠিকভাবে শিখবার জন্যই আমরা খ্রীষ্টের দিকে চোখ নিবদ্ধ রাখি। যেমন সমস্ত শিল্পকলা ও ক্রীড়া ক্ষেত্রে আমরা ওস্তাদের দিকে তাকিয়ে তাঁর শিক্ষা আয়ত্ত করি কেননা তাকালেই শিল্পের নিয়ম অনুমান করি, তেমনি এক্ষেত্রেও: আমরা যদি দৌড়তে, এমনকি সঠিকভাবে দৌড়তে শিখতে ইচ্ছা করি, তবে এসো, বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠাতা ও তার সিদ্ধতার

সাধক সেই খ্রীষ্টের দিকে চোখ নিবদ্ধ রাখি। এর অর্থ কী? এর অর্থ হল এ, আমাদের বিশ্বাস দান করে তিনি নিজেই এর সূত্রপাত ঘটালেন। এবিষয়ে খ্রীষ্ট আপন শিষ্যদের বলতেন, *তোমরা যে আমাকে বেছে নিয়েছ এমন নয়, আমিই তোমাদের বেছে নিয়েছি।*

তারপর পল বলেন, *তখন আমার জানা সম্পূর্ণ হবে—আমি নিজেও যেভাবে এখন পরিচিত।* সুতরাং খ্রীষ্ট যখন সূত্রপাত ঘটালেন, তখন লক্ষ্যও স্থির করবেন। *তিনি তাঁর সম্মুখীন আনন্দের বিনিময়ে অপমান তুচ্ছ ক'রে ক্রুশই মেনে নিলেন।* ইচ্ছা করলে কোন যন্ত্রণা ভোগ না করা তাঁর উচিত ছিল, কেননা *তিনি কোন পাপ করেননি; তাঁর মুখেও কখনও পাওয়া যায়নি ছলনার কথা।* তিনি নিজে সুসমাচারে বলেন, *জগতের অধিপতি আসছে; আমার উপর কিন্তু তার কোন অধিকার নেই।* ইচ্ছা করলে ক্রুশ এড়ানো তাঁর পক্ষে সহজ ছিল, কেননা তিনি বলেন, *আমার প্রাণ বিসর্জন দেবার অধিকার আমার আছে, আর তা ফিরিয়ে নেবারও অধিকার আমার আছে।* সুতরাং যিনি ক্রুশবিদ্ধ হবার যোগ্য ছিলেন না, তিনি যখন আমাদের জন্য ক্রুশবিদ্ধ হয়েছেন, তখন আরও সমীচীন হবে, আমরা সাহসের সঙ্গে সবকিছু সহ্য করব।

তিনি তাঁর সম্মুখীন আনন্দের বিনিময়ে অপমান তুচ্ছ ক'রে ক্রুশই মেনে নিলেন। 'অপমান তুচ্ছ করা' এর অর্থ কী? এর অর্থ হল এ, তিনি জঘন্য মৃত্যু বেছে নিলেন; তাই পাপের অধীন না হয়েও তিনি ক্রুশ বেছে নেওয়ায় ক্রুশের সামনে অটল স্থিতমূল থাকতে আমাদের শেখালেন। এখন শোন সমাপ্তির কথা! *তিনি ঈশ্বরের সিংহাসনের ডান পাশে আসন নিয়েছেন।* তবে তুমি দৌড়ের পুরস্কার কি দেখতে পেয়েছ? পলও একথা বলেন, *এজন্য ঈশ্বর তাঁকে উন্নীত করলেন এবং তাঁকে দিলেন সেই নাম, সকল নামের চেয়ে শ্রেষ্ঠ যে নাম, যেন যীশু-নামে প্রতিটি জানু নত হয়।*

মানবীয় ভাষা ব্যবহার করছেন বিধায়ই তিনি পুরস্কারের কথা উল্লেখ করেন; কেননা আমাদের সামনে যদি কোন পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি নাও থাকত, সবকিছু স্বেচ্ছায় বরণ করার জন্য আমাদের পক্ষে তাঁর মহান আদর্শই যথেষ্ট হত; এখন কিন্তু পুরস্কারের কথাও উল্লিখিত, এমনকি সাধারণ নয়, মহান ও অবর্ণনীয় পুরস্কার! তাই এসো, বড় কিছু সহ্য করতে গিয়ে আমরাও সেই খ্রীষ্টের কথা স্মরণ করি, যিনি সারা জীবন ধরে অপমান ছাড়া কিছু পাননি; এমনকি, যাদের তিনি অলৌকিক কাজ ও ঈশ্বরের অপরূপ কীর্তি দেখিয়ে উপকার করেছিলেন, তারাই তাঁকে কুদৃষ্টিতে দেখে উন্মাদ, বিপ্লবী ও মিথ্যাবাদীও বলত।

শ্লোক রো ৮:১৫; গা ৪:৬

প্র তোমরা তো দাসত্বের আত্মা পাওনি যে আর ভয় করবে।
উ তোমরা দত্তকপুত্রত্বেরই আত্মা পেয়েছ।
প্র তোমরা পুত্রই বটে! ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ে তাঁর পুত্রের আত্মাকে প্রেরণ করেছেন, যিনি ডাকতে থাকেন, 'আব্বা, পিতা!'
উ তোমরা দত্তকপুত্রত্বেরই আত্মা পেয়েছ।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - গণনা ২০:১-১৩; ২১:৪-৯

মেরিবার জল ও সেই ব্রঞ্জের সাপ

ইস্রায়েল সন্তানেরা, গোটা জনমণ্ডলীই, বছরের প্রথম মাসে সীন মরুপ্রান্তরে এসে পৌঁছল; জনগণ কিছুকালের মত কাদেশে থামল; সেইখানে মরিয়মের মৃত্যু হল আর সেইখানে তাঁর সমাধি দেওয়া হল।

সেখানে জনমণ্ডলীর জন্য জল ছিল না, তাই লোকেরা মোশী ও আরোনের বিরুদ্ধে একজোট হল। তারা মোশীর সঙ্গে বিবাদ করে বলল, 'আহা, আমাদের ভাইয়েরা যখন প্রভুর সামনে মারা গেল, তখন যদি আমাদেরও মৃত্যু হত! তোমরা আমাদের ও আমাদের পশুদের মৃত্যু ঘটাবার জন্য কেনই বা প্রভুর জনমণ্ডলীকে এই মরুপ্রান্তরে নিয়ে এসেছ? তেমন অলক্ষুণে জায়গায় আনবার জন্য তোমরা কেন মিশর থেকে আমাদের বের করে এনেছ? এ তো চাষ করার মত জায়গা নয়; এখানে ডুমুর বা আঙুর বা ডালিমও নেই; এমনকি খাবার জলও

নেই!'

মোশী ও আরোন জনসমাবেশ ছেড়ে সাক্ষাৎ-তাঁবুর প্রবেশদ্বারে গিয়ে উপুড় হয়ে পড়লেন, এবং প্রভুর গৌরব তাঁদের দেখা দিল। তখন প্রভু মোশীকে বললেন, 'লাঠি নাও, এবং তুমি ও তোমার ভাই আরোন জনমণ্ডলীকে একত্রে সমবেত করে তাদের সাক্ষাতে ওই শৈলকে উদ্দেশ করে কথা বল, আর তা জল দেবে; তুমি তাদের জন্য শৈল থেকে জল বের করে জনমণ্ডলীকে ও তাদের পশুদের পান করাবে।' মোশী প্রভুর আজ্ঞামত তাঁর সামনে থেকে লাঠিটা নিলেন। পরে মোশী ও আরোন সেই শৈলের সামনে জনমণ্ডলীকে একত্রে সমবেত করে তাদের বললেন, 'হে বিদ্রোহীর দল, শোন! আমরা তোমাদের জন্য কি এই শৈল থেকে জল বের করব?' মোশী তাঁর হাত তুলে ওই লাঠি দিয়ে শৈলে দু'বার আঘাত করলেন, তখন প্রচুর জল বের হল, এবং জনমণ্ডলী ও তাদের পশুরা জল খেল। কিন্তু প্রভু মোশী ও আরোনকে বললেন, 'ইস্রায়েল সন্তানদের চোখে আমার পবিত্রতা প্রকাশ করার জন্য তোমরা আমাতে আস্থা রাখনি বলে আমি তাদের যে দেশ দিতে চলেছি, সেই দেশে তোমরা এই জনমণ্ডলীকে প্রবেশ করাবে না!' এ হল মেরিবার জল: সেখানে ইস্রায়েল সন্তানেরা প্রভুর সঙ্গে বিবাদ করল, আর সেখানে তিনি তাদের মাঝে নিজেকে পবিত্র বলে প্রকাশ করলেন।

তারা হোর পর্বত থেকে রওনা হয়ে এদোম অঞ্চলের পাশ কাটিয়ে যাবার জন্য লোহিত সাগরের দিকে যাত্রা করল; কিন্তু পথ চলতে চলতে তারা ধৈর্যহারা হয়ে পড়ল। তারা পরমেশ্বর ও মোশীর বিরুদ্ধে বলতে লাগল: 'এই মরুপ্রান্তরে আমাদের মৃত্যু ঘটাবার জন্য তোমরা কেন মিশর থেকে আমাদের বের করে এনেছ? এখানে রুটিও নেই, জলও নেই; আর এই হালকা খাবারের প্রতি আমাদের একেবারে বিতৃষ্ণা হয়েছে।' তখন প্রভু লোকদের মধ্যে বিষাক্ত সাপ পাঠালেন: এগুলো লোকদের কামড় দিলে ইস্রায়েলের অনেকে মারা পড়ল। লোকেরা মোশীকে এসে বলল, 'প্রভুর বিরুদ্ধে ও তোমার বিরুদ্ধে কথা বলে আমরা পাপ করেছি। তুমি প্রভুর কাছে প্রার্থনা কর, যেন তিনি আমাদের কাছ থেকে এই সকল সাপ দূর করে দেন।' মোশী লোকদের হয়ে প্রার্থনা করলেন, এবং প্রভু মোশীকে বললেন, 'তুমি একটা সাপ তৈরি করে তা একটা পতাকাদণ্ডের মাথায় লাগাও; যাকে সাপে কামড়িয়েছে, সে এই সাপের দিকে তাকালে বাঁচবে।' মোশী ব্রঞ্জের একটা সাপ তৈরি করে তা পতাকাদণ্ডের মাথায় লাগালেন; আর সাপে কোন মানুষকে কামড়ালে সে যদি ওই ব্রঞ্জের সাপের দিকে তাকাত, তাহলে বাঁচত।

শ্লোক যোহন ৩:১৪-১৫,১৭

প্র মোশী যেমন মরুপ্রান্তরে সেই সাপ উত্তোলন করেছিলেন, মানবপুত্রকেও তেমনি উত্তোলিত হতে হবে,
উ যে কেউ বিশ্বাস করে, সে যেন তাঁর মধ্যে অনন্ত জীবন পেতে পারে।
প্র ঈশ্বর জগৎকে বিচার করার জন্য তাঁর পুত্রকে জগতে প্রেরণ করেননি, কিন্তু এজন্য, জগৎ যেন তাঁর দ্বারা পরিত্রাণ পেতে পারে,
উ যে কেউ বিশ্বাস করে, সে যেন তাঁর মধ্যে অনন্ত জীবন পেতে পারে।

দ্বিতীয় পাঠ - আলেকজান্দ্রিয়ার দিদিমস-লিখিত 'ত্রিত্ব' **পুস্তক ২:১৩-১৪**

জল-রহস্য

ত্রিত্বের সেই জলকুণ্ড হল সকল বিশ্বাসী মানুষের পরিত্রাণের জন্য কারখানা স্বরূপ: যারা তার মধ্যে ধৌত হয়, জলকুণ্ড তাদের সাপের দংশন থেকে মুক্ত করে, ও কুমারী হয়ে থেকে পবিত্র আত্মা দ্বারা সকলের মাতা হয়ে ওঠে। তারই মধ্যে আমরা সমস্ত আত্মিক দান লাভ করি, আবার সেখানেই পরমদেশের স্বর্গীয় অনুগ্রহগুলো বিতরণ করা হয়, ঠিক যেন স্বাক্ষরিতও করা হয়; যিনি আমাদের আত্মাকে সৃষ্টি করেছিলেন, সেখানেই তিনি তাকে আপন কনে রূপে গ্রহণ করেন, যেভাবে পল লিখেছেন, *আমি তোমাদের সুচরিত্রা কুমারী বলে সেই একমাত্র বর খ্রীষ্টের কাছে উপস্থিত করার জন্য বাগদান করেছি।* তবু তার মধ্যে যা সবচেয়ে মহান ও উৎকৃষ্ট রয়েছে, সংক্ষিপ্ত হলেও তার একটি বর্ণনা দেব না কেন? স্বর্গে দূতবাহিনী যাঁকে পিতা বলে ডাকতে সাহস করেন না, পৃথিবীতে আমরা তাঁকে নির্ভয়েই সেইভাবে ডাকতে শিখি; সামসঙ্গীত-মালার রচয়িতাও একথা বললেন, *আমার পিতা, আমার মাতা আমায় পরিত্যাগ করলেন,*—তিনি ঠিক যেন বলেন, আদম ও হবাও অমর হয়ে থাকলেন না—*কিন্তু প্রভু আমাকে*

গ্রহণ করলেন,—তিনি যেন বলেন, তিনি আমাকে দিলেন মাতারূপে এ জলকুণ্ড, পিতারূপে সেই পরাৎপরকে, ভাইরূপে সেই ত্রাণকর্তাকে যিনি আমাদের জন্য দীক্ষাস্নাত হলেন। তাই আমি এখন সত্যিকারেই নবজন্ম ও সেইসঙ্গে পরিত্রাণ লাভ করেছি, কারণ আর শুনি না *মৃতের উপর কেঁদে ফেল, কারণ আলো মিলিয়ে গেল*, বরং আমি এ প্রত্যাশিত কণ্ঠস্বর শুনতে পাই, *তোমরা যারা শ্রান্ত, যারা ভারাক্রান্ত, সকলে আমার কাছে এসো:* তোমাদের তৈলাভিষিক্ত ও ধৌত ক'রে, প্রত্যেক জনকে ও সকলকে আমাকেই পরিধান করিয়ে, আমার দেহ ও রক্তে পরিপুষ্ট ক'রে *আমি তোমাদের প্রাণের বিশ্রাম দেব।*

সেই অবিচ্ছিন্ন ও অবর্ণনীয় ত্রিত্ব মানবজাতির দুর্বলতা ও ভঙ্গুরতার কথা অনাদিকাল থেকেই জানতেন বিধায় শূন্য থেকে জলীয় পদার্থ সৃষ্টি করে মানুষের জন্য এমন প্রতিকার ও চিকিৎসা প্রস্তুত করলেন যা জলের মধ্য দিয়েই লাভ করার কথা। এ জানা কথা যে, পবিত্র আত্মা যে সময় জলরাশির উপর দিয়ে গমনাগমন করতেন, সেসময় থেকেই জল পবিত্র করে তুলেছিলেন ও তাকে জীবন ও উর্বরতা দায়ী শক্তিতে মন্ডিত করেছিলেন। তেমন কথা এতেও প্রমাণিত যে, প্রভু দীক্ষাস্নাত হতেই যর্দনের জলের উপর পবিত্র আত্মা দেখা দিয়ে তাঁর উপর অধিষ্ঠান করলেন। তখন তিনি কপোতের আকারেই দেখা দিলেন, কারণ তেমন পাখি সরল ও তার ক্রোধ নেই, যেমন খ্রীষ্টও বলেছিলেন, *তোমরা কপোতের মত হও।*

সেই জলপ্লাবনও, যা জগৎকে তার প্রাচীন শঠতা থেকে বিশুদ্ধ করেছিল, আত্মিক ও রহস্যাবৃত ভাবে সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্তেরই একপ্রকার পূর্বাভাস ছিল যা ঐশ জলকুণ্ডই সাধন করার কথা। সেই জাহাজ নিজেও, যা তাদের ত্রাণ করল যারা তার মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিল, পবিত্র মণ্ডলীর ও সেই মঙ্গলময় প্রত্যাশারও প্রতীক ছিল, যে প্রত্যাশা মণ্ডলী থেকে আমাদের দান করা হয়। আর সেই যে কপোত যা জলপাইয়ের শাখা জাহাজে বহন ক'রে পৃথিবী থেকে জলের প্রস্থান নির্দেশ করেছিল, সেই কপোতও পবিত্র আত্মার আগমন ও স্বর্গীয় পুনর্মিলনের প্রতীক ছিল—বস্তুত জলপাইগাছ শান্তিরই প্রতীক। একইভাবে সেই লোহিত সাগর, যা সেই ইস্রায়েলীয়দের গ্রহণ করেছিল যারা অটল ও সন্দেহমুক্ত হয়ে থেকেছিল, ও তাদের সেই সমস্ত অমঙ্গল থেকে মুক্ত করে দিয়েছিল যা তারা মিশরে ফারাও ও তার সেনাদলের হাতে ভোগ করেছিল—আর ফলত সেই সাগরের সঙ্গে মিশর থেকে তাদের পলায়নের গোটা ইতিহাসও সেই পরিত্রাণেরই প্রতীক ছিল যা আমরা দীক্ষাস্নানে লাভ করি।

শ্লোক ইসা ৪৪:৩,৪; যোহন ৪:১৪ দ্রঃ

প্র আমি তৃষাতুর ভূমির উপরে জল, ও শুষ্ক মাটির উপরে খরস্রোত প্রবাহিত করব।
উ তারা জলস্রোতের ধারে ঝাউগাছের মত গজে উঠবে।
প্র আমি আমার আত্মাকে বর্ষণ করব: তিনি এমন জলের উৎস হয়ে উঠবেন যা অনন্ত জীবনের উদ্দেশে উৎসারিত।
উ তারা জলস্রোতের ধারে ঝাউগাছের মত গজে উঠবে।

শুক্রবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - হিব্রু ১২:১৪-২৯

এসো, জীবনময় ঈশ্বরের পর্বতে এগিয়ে যাই

ভ্রাতৃগণ, সকলের সঙ্গে শান্তিতে থাকতে চেষ্টা কর; পবিত্রতারও অন্বেষণ কর, কেননা তা ছাড়া কেউই প্রভুকে দেখতে পাবে না; সতর্ক হয়ে দেখ, কেউই যেন ঈশ্বরের অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত না হয়, তিক্ততার কোন শিকড় গজে উঠে তা যেন অমিলের কারণ না হয়, যার ফলে অনেকে দূষিত হয়ে পড়ে; সাবধান, যেন দুশ্চরিত্র বা ধর্মহীন কেউ না থাকে, ঠিক সেই এসৌয়ের মত, যে এক থালা খাবারের জন্য জ্যেষ্ঠাধিকার বিক্রি করেছিল। তোমরা তো জান, এর পরে যখন সে আশীর্বাদের অধিকারী হতে চাইল, তখন তাকে অগ্রাহ্য করা হল, আর চোখের জলে মিনতি করলেও সে সেই সিদ্ধান্ত ফেরাবার কোন উপায় পেল না।

আসলে তোমরা এমন কিছুর কাছে এগিয়ে আসনি, যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য: সেই জ্বলন্ত আগুনের কাছেও নয়, সেই অন্ধকার, সেই ঘন তমসা বা সেই ঘূর্ণিঝড়ের কাছেও নয়, সেই তুরিধ্বনি ও সেই কণ্ঠের শব্দের কাছেও নয়, যা শুনে সেই লোকেরা সকলে অনুরোধ করল, যেন তাদের কাছে আর কোন কথা শোনানো না হয়, কারণ এই দেওয়া আদেশ তারা সহ্য করতে পারছিল না, যা অনুসারে *কোন পশু যদি পর্বত স্পর্শ করে, তাকেও পাথর ছুড়ে মেরে ফেলা হবে!* আর সেই দৃশ্য সত্যিই এমন ভয়ঙ্কর ছিল যে, মোশী বললেন, *আমার ভয় করছে!* আমি কাঁপছি। কিন্তু তোমরা এগিয়ে গিয়ে যার সম্মুখীন হয়েছ, তা হল সেই সিয়োন পর্বত, জীবনময় ঈশ্বরের সেই নগরী, সেই স্বর্গীয় যেরুসালেম, লক্ষ লক্ষ দূতবাহিনীর সেই উৎসব-সমাবেশ, স্বর্গীয় তালিকাভুক্ত সেই প্রথমজাতদের মণ্ডলী, সকলের বিচারকর্তা স্বয়ং ঈশ্বর, সিদ্ধতায় উন্নীত ধার্মিকদের আত্মা, নবীন এক সন্ধির সেই মধ্যস্থ স্বয়ং যীশু এবং সিঞ্চনের সেই রক্ত, যা আবেলের রক্তের চেয়ে মহত্তর বাণী ঘোষণা করে থাকে।

সুতরাং দেখ, তিনি কথা বললে তোমরা যেন শুনতে অস্বীকার না কর, কারণ যিনি পৃথিবীতে আদেশবাণী জারি করছিলেন, তাঁর কথা শুনতে অস্বীকার করার ফলে যখন ওই লোকেরা রেহাই পেল না, তখন যিনি স্বর্গ থেকে কথা বলছেন, তাঁর প্রতি পিঠ ফেরালে আমরা যে রেহাই পাব না, তা আরও কতই না সুনিশ্চিত। সেসময় তাঁর কণ্ঠস্বর পৃথিবীকে কম্পান্বিত করেছিল, কিন্তু এখন তিনি এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, *আমি আর একবার শুধু পৃথিবীকে নয়, আকাশমণ্ডলকেও কম্পান্বিত করব।* এখানে 'আর একবার' বলতে এই কথা বোঝায় যে, যা কিছু কম্পমান, তা নির্মিত বিধায় একসময় সরিয়ে ফেলা হবে, যা কিছু কম্পমান নয়, তা-ই যেন স্থায়ী থাকে। সুতরাং, যেহেতু আমরা উত্তরাধিকার রূপে এমন রাজ্য পাচ্ছি যা কম্পমান নয়, সেজন্য এসো, কৃতজ্ঞতা দেখাই ও তার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে এমন উপাসনা-কর্ম অর্পণ করি, যা তাঁর গ্রহণীয়; কেননা আমাদের ঈশ্বর *সর্বগ্রাসী আগুনের মত।*

শ্লোক দ্বিঃবিঃ ৫:২৩,২৪; হিব্রু ১২:২২ দ্রঃ

প্র ইস্রায়েল জাতি পর্বত অগ্নিময় হতে হতে অন্ধকারের মধ্য থেকে সেই কণ্ঠ শুনতে পেয়ে মোশীর কাছে এগিয়ে এসে বলল:

উ এই যে, আমাদের পরমেশ্বর প্রভু আমাদের কাছে তাঁর গৌরব ও মহত্ত্ব ব্যক্ত করেছেন।

প্র তোমরা এগিয়ে গিয়ে যার সম্মুখীন হয়েছ, তা হল সেই সিয়োন পর্বত, জীবনময় ঈশ্বরের সেই নগরী, সেই স্বর্গীয় যেরুসালেম।

উ এই যে, আমাদের পরমেশ্বর প্রভু আমাদের কাছে তাঁর গৌরব ও মহত্ত্ব ব্যক্ত করেছেন।

দ্বিতীয় পাঠ - মহাপ্রাণ সাধু লিওর উপদেশাবলি প্রভুর যন্ত্রণাভোগ, উপদেশ ৮:৬-৮

খ্রীষ্টের ক্রুশ সমস্ত আশীর্বাদের উৎস
ও সমস্ত অনুগ্রহদানের কারণ

আমাদের মন, যা সত্যের [পবিত্র] আত্মা আলোকিত করেন, স্বর্গ ও পৃথিবীতে বিকীর্ণ খ্রীষ্টের গৌরবকে শুদ্ধ ও উন্মুক্ত হৃদয়ে গ্রহণ করুক ও আন্তর বেদনায় উপলব্ধি করুক সেই সমস্ত কথা যা প্রভু আপন যন্ত্রণাভোগ বিষয়ে বলেছিলেন, *সেই ক্ষণ এসেছে, যে ক্ষণে মানবপুত্র গৌরবান্বিত হবেন;* তিনি আরও বলেছিলেন, *আমার প্রাণ উদ্বিগ্ন; তবে আমি কী বলব? পিতা, এ ক্ষণ থেকে আমাকে ত্রাণ কর। কিন্তু আমি এ ক্ষণের জন্য এসেছি। পিতা, তোমার পুত্রকে গৌরবান্বিত কর;* তখন পিতার কণ্ঠস্বর স্বর্গ থেকে ধ্বনিত হল: *আমি তাঁকে গৌরবান্বিত করেছি, আবার তাঁকে গৌরবান্বিত করব।* যাঁরা তাঁর পাশে ছিলেন, যীশু তাঁদের বললেন, *এ কণ্ঠস্বর আমার জন্য হয়নি, বরং তোমাদের জন্য। এখন তো জগতের বিচার হয়, এখন তো এ জগতের অধিপতি বহিষ্কৃত হবে। আর আমি পৃথিবী থেকে উত্তোলিত হলে সবকিছু আমার কাছে আকর্ষণ করব।*

আহা, ক্রুশের কী আশ্চর্যময় শক্তি! আহা, যন্ত্রণাভোগের কী অনির্বচনীয় গৌরব! এইখানে তো প্রভুর বিচারালয়, জগতের বিচার ও সেই ক্রুশবিদ্ধজনের অধিকার।

প্রভু, তুমি সবকিছু তোমার কাছে আকর্ষণ করেছ যেন যুদেয়ার একটিমাত্র মন্দিরে যা প্রতীকাকারে উদ্‌যাপিত ছিল, তা পূর্ণ ও অনাবৃত সাক্রামেন্তে সর্বজাতির ভক্তি সর্বত্রই উদ্‌যাপন করতে পারে।

এখন তো উপস্থিত উজ্জ্বলতর লেবীয় শ্রেণি, প্রবীণদের বৃহত্তর মর্যাদা, ও যাজকদের পবিত্রতর তৈলাভিষেক; কেননা তোমার ক্রুশ হল সমস্ত আশীর্বাদের সেই উৎস, সমস্ত অনুগ্রহদানের সেই কারণ যা দ্বারা বিশ্বাসীদের কাছে দুর্বলতা থেকে শক্তি, দুর্নাম থেকে গৌরব, মৃত্যু থেকে জীবন দান করা হয়। এখন বাহ্যিক পশু-বলিদানের প্রথা শেষ হলে তোমার দেহ ও রক্তের একমাত্র উৎসর্গই সেই পশুদের ভূমিকা পূর্ণ করে, কেননা তুমিই সেই প্রকৃত *মেষশাবক, জগতের পাপ যিনি হরণ করেন;* এবং তুমি নিজের মধ্যে সমস্ত রহস্যগুলি এমন ভাবে সম্পন্ন কর যেন সমস্ত বলির জন্য বলিদান যেমন এক, তেমনি সমস্ত জাতিকে নিয়ে গঠিত রাজ্যও যেন এক হয়।

সুতরাং প্রিয়জনেরা, সর্বজাতির ধন্য শিক্ষাগুরু প্রেরিতদূত পল গৌরবময় কণ্ঠে যা স্বীকার করলেন, এসো, আমরাও তা স্বীকার করে বলি, *একথা নিঃসন্দেহে সত্য ও সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য যে, খ্রীষ্টযীশু এই জগতে এসেছিলেন পাপীদের পরিত্রাণ করতে।*

এতেই আমাদের প্রতি ঈশ্বরের করুণা অধিক অপরূপভাবে প্রকাশ পায়, কেননা ধার্মিকদের জন্য নয়, পুণ্যজনদের জন্যও নয়, বরং ভক্তিহীন ও দুর্জনদের জন্যই খ্রীষ্ট মৃত্যু বরণ করেছেন: আর ঐশস্বরূপ মৃত্যুর হুল গ্রহণ করতে অক্ষম হলেও তথাপি তিনি আমাদের মধ্য থেকে জন্ম নিয়ে তা-ই গ্রহণ করলেন যা আমাদের জন্য উৎসর্গ করতে পারবেন।

কেননা একসময় তাঁর মৃত্যুর শক্তি আমাদের মৃত্যুকে হুমকি দিয়েছিল, যেভাবে নবী হোসেয়াতে লেখা আছে, *হে মৃত্যু, আমিই হব তোমার মৃত্যু; হে পাতাল, আমিই হব তোমার বিলোপন!* বস্তুতই তিনি মৃত্যু বরণ করায় পাতালের বিধানের অধীন হলেন, কিন্তু পুনরুত্থান করায় তা নিঃশেষ করে দিলেন: আর তিনি মৃত্যুর অমরত্ব এমনভাবে আঘাত করলেন যে, তার চিরকালীন অবস্থা থেকে তা সময়সাপেক্ষই করলেন। *কেননা সকলে যেমন আদমে মৃত্যু ভোগ করে, তেমনি খ্রীষ্টে সকলে জীবিত থাকবে।*

শ্লোক কল ২:১৪-১৫; যোহন ৮:২৮

℣ সেই লিখিত ঋণপত্র যা বিধিবিধানের জোরে আমাদের প্রতিকূল ছিল, খ্রীষ্ট তা ক্রুশে বিঁধিয়ে দিয়ে বাতিল করেছেন;

℟ এবং যত আধিপত্য ও কর্তৃত্বকে ক্ষমতা-বঞ্চিত করে তিনি ক্রুশের জয়যাত্রায় সকলের চোখের সামনে তাদের শেষ দশা দেখিয়েছেন।

℣ তোমরা যখন মানবপুত্রকে উত্তোলন করবে, তখন জানতে পারবে যে, আমিই আছি।

℟ এবং যত আধিপত্য ও কর্তৃত্বকে ক্ষমতা-বঞ্চিত করে তিনি ক্রুশের জয়যাত্রায় সকলের চোখের সামনে তাদের শেষ দশা দেখিয়েছেন।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - গণনা ২২:১-৮,২০-৩৫

বালায়াম ইস্রায়েলকে অভিশাপ দিতে যায়

সেসময়, ইস্রায়েল সন্তানেরা রওনা হয়ে যেরিখোর দিকে যর্দনের ওপারে মোয়াবের তলভূমিতে শিবির বসাল।

ইস্রায়েল আমোরীয়দের প্রতি যা কিছু করেছিল, সিপ্পোরের সন্তান বালাক তা সবই দেখেছিলেন; আর এত বড় লোকসংখ্যার কারণে মোয়াব তাদের কারণে ভীষণ ভয় পেল; ইস্রায়েল সন্তানদের সামনে মোয়াব আতঙ্কিত হল। তাই মোয়াব মিদিয়ানের প্রবীণদের বলল, 'বলদ যেমন মাঠের ঘাস চেটে খায়, তেমনি এই লোকারণ্য আমাদের চারদিকে যা কিছু আছে তা সবই চেটে খাবে।' সেসময় সিপ্পোরের সন্তান বালাক মোয়াবের রাজা ছিলেন। তিনি বেয়োরের সন্তান বালায়ামকে ডেকে আনতে আমাউ-সন্তানদের দেশে নদীর কূলে অবস্থিত পেথোর শহরে দূত পাঠিয়ে তাকে বললেন, 'দেখুন, মিশর থেকে এক জাতি বেরিয়ে এসেছে; দেখুন, তারা পৃথিবী আচ্ছন্ন করে আমার সামনাসামনিই বসেছে। এখন আমার অনুরোধ, আপনি এসে আমার জন্য সেই লোকদের অভিশাপ দিন, কারণ তারা আমার চেয়ে শক্তিশালী। হয় তো আমি তাদের আঘাত করে দেশ থেকে দূর করে দিতে পারব, কেননা আমি

জানি, আপনি যাকে আশীর্বাদ করেন, সে আশিসপ্রাপ্ত হয়, ও যাকে অভিশাপ দেন, সে অভিশপ্ত হয়।'

মোয়াবের প্রবীণেরা ও মিদিয়ানের প্রবীণেরা মন্ত্রের জন্য মজুরি সঙ্গে করে রওনা হল, এবং বালায়ামের কাছে এসে পৌঁছে তাকে বালাকের কথা জানাল। সে তাদের বলল, 'তোমরা এখানে রাত কাটাও; আর প্রভু আমাকে যা বলবেন, সেই অনুসারে আমি তোমাদের উত্তর দেব।' তাই মোয়াবের নেতারা বালায়ামের কাছে রাত কাটাল।

রাত্রিকালে পরমেশ্বর বালায়ামের কাছে এসে তাকে বললেন, 'ওই লোকেরা যখন তোমাকে ডাকতে এসেছে, তখন তুমি ওঠ, তাদের সঙ্গে যাও; কিন্তু আমি তোমাকে যা করতে বলব, তুমি শুধু তা-ই করবে।' বালায়াম সকালে উঠে তার গাধী সাজিয়ে মোয়াবের নেতাদের সঙ্গে রওনা হল।

কিন্তু তার যাওয়ায় পরমেশ্বরের ক্রোধ জ্বলে উঠল, এবং প্রভুর দূত তাকে বাধা দেবার জন্য পথে দাঁড়ালেন। সে তার আপন গাধীর পিঠে চড়ে যাচ্ছিল, আর তার দুই দাস তার সঙ্গে ছিল। গাধীটা দেখল, প্রভুর দূত নিষ্কোষিত খড়্গ হাতে করে পথে দাঁড়িয়ে আছেন, তাই গাধীটা পথ ছেড়ে মাঠে যেতে লাগল; তাতে বালায়াম গাধীকে পথে আনবার জন্য তাকে মারল। তখন প্রভুর দূত দুই আঙুরখেতের এমন গলি-পথে দাঁড়ালেন, যার এপাশেও প্রাচীর ছিল, ওপাশেও প্রাচীর ছিল। গাধীটা প্রভুর দূত দেখে প্রাচীরের গা ঘেঁষে গেল, আর প্রাচীরে বালায়ামের পায়ে ঘষা লাগল; তাতে সে আবার তাকে মারল। প্রভুর দূত আর একটু এগিয়ে গিয়ে ডানে বা বামে ফেরার পথ নেই এমন এক চাপা জায়গায় দাঁড়ালেন। গাধীটা প্রভুর দূত দেখে বালায়ামের নিচে মাটিতে বসে পড়ল; ক্রোধে জ্বলে উঠে বালায়াম গাধীকে লাঠি দিয়ে মারল। তখন প্রভু গাধীটার মুখ খুলে দিলেন, এবং সে বালায়ামকে বলল, 'আমি তোমাকে এমন কী করেছি যে, তুমি এই তিনবার আমাকে মেরেছ?' বালায়াম উত্তরে গাধীকে বলল, 'তুমি তো আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করেছ! আমার হাতে যদি খড়্গ থাকত আমি এখনই তোমাকে মেরে ফেলতাম।' গাধীটা বালায়ামকে বলল, 'তুমি জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত যার পিঠে চড়ে থাক, আমি কি তোমার সেই গাধী নই? আমি তোমার প্রতি কি এইভাবে কখনও ব্যবহার করেছি?' সে উত্তর দিল, 'না।' তখন প্রভু বালায়ামের চোখ খুলে দিলেন, আর সে দেখল, প্রভুর দূত নিষ্কোষিত খড়্গ হাতে করে পথে দাঁড়িয়ে আছেন; তখন সে মাথা নত করে উপুড় হয়ে পড়ল। প্রভুর দূত তাকে বললেন, 'তুমি এই তিনবার তোমার গাধীকে কেন মেরেছ? দেখ, আমি নিজেই তোমার পথে বাধা দেবার জন্য বেরিয়েছি; আমি যতক্ষণ থাকি, ততক্ষণ তোমার পথ রুদ্ধ। গাধী আমাকে দেখে এই তিনবার আমার সামনে থেকে অন্য দিকে ঘুরে গেল; সে যদি আমার সামনে থেকে অন্য দিকে ঘুরে না যেত, তবে আমি নিশ্চয় তোমাকে বধ করতাম আর একে বাঁচিয়ে রাখতাম।' বালায়াম প্রভুর দূতকে বলল, 'আমি পাপ করেছি! আমি তো জানতাম না যে, আমার যাওয়াটা বন্ধ করার জন্য আপনি পথে দাঁড়িয়ে আছেন। কিন্তু আমার এই কাজে যদি আপনার অসন্তোষ হয়, তবে আমি ফিরে যাব।' প্রভুর দূত বালায়ামকে বললেন, 'ওই লোকদের সঙ্গে যাও, কিন্তু আমি তোমাকে যা বলব, তুমি শুধু তা-ই বলবে।' তাই বালায়াম বালাকের নেতাদের সঙ্গে গেল।

শ্লোক দা ৩:২৯,৩১,৩০

প্র প্রভু, আমরা পাপ করেছি, তোমাকে ত্যাগ করে অন্যায় করেছি, নিতান্তই পাপ করেছি।
উ যা কিছু নামিয়ে এনেছ আমাদের উপর, যা কিছু করেছ আমাদের প্রতি, ন্যায়বিচার মতেই তা তুমি করেছ।
প্র আমরা তোমার আজ্ঞাগুলি পালনও করিনি, তাও করিনি, যা তুমি আমাদের মঙ্গলার্থে আমাদের করতে আজ্ঞা করেছিলে।
উ যা কিছু নামিয়ে এনেছ আমাদের উপর, যা কিছু করেছ আমাদের প্রতি, ন্যায়বিচার মতেই তা তুমি করেছ।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু আগস্তিন-লিখিত 'দীক্ষার্থীদের ধর্মশিক্ষা' ৩১,৩৩,৩৯

আমাদের জন্য ঈশ্বর আপন পুত্রকে প্রেরণ করলেন,
তাঁকে যেন আমাদের জন্য ও আমাদের দ্বারা হত্যা করা হয়

মানবজাতির সূত্রপাত থেকে জগতের শেষদিন পর্যন্ত দু'টো নগর অবিরতই থাকবে; সেই নগর দু'টো বর্তমানে দেহগত দিক দিয়ে একে অপরের মধ্যে মিশ্রিত, কিন্তু ইচ্ছার দিক দিয়ে বিচ্ছিন্ন: একটা হল দুর্জনদের,

অপরটা হল পুণ্যজনদের; বিচারের দিনে দেহগত দিক দিয়েও বিচ্ছিন্ন হবে।

যে সকল মানুষ ও প্রাণ নিজেদের নয়, বরং বিনম্রতার সঙ্গে ঈশ্বরেরই গৌরবের অন্বেষণ করে, ও বিশ্বাস ও ভালবাসার সঙ্গে তাঁর অনুসরণ করে, তারা এক পরিবারের মানুষ। তথাপি ঈশ্বর দুর্জনদের প্রতিও দয়াপূর্ণ ও ধৈর্যশীল; তিনি তাদের সুযোগ দান করেন তারা যেন অনুতাপ ও আত্মসংস্কার করে। তিনি জলপ্লাবনের মধ্য দিয়ে মানবজাতিকে ধ্বংস করেছিলেন—আপন আত্মীয়স্বজন সহ কেবল একজন ধার্মিককে ছাড়া, যাদের তিনি সেই জাহাজে বাঁচাতে চাইলেন—কেননা তিনি জানতেন, অন্যরা কখনও মনপরিবর্তন করবে না; তবু যে সময় জাহাজ নির্মিত হতে যাচ্ছিল, সেই একশ' বছর ধরে ঈশ্বরের শাস্তির কথাও ঘোষিত হচ্ছিল; তারা মনপরিবর্তন করলে তিনি তাদের ক্ষমা করবেন, যেভাবে পরবর্তীকালে তিনি অনুতপ্ত নিনিভে নগরীকে ক্ষমা করেছিলেন। সেই যে জলপ্লাবন, যা থেকে ধার্মিকেরা জাহাজে উদ্ধার পেয়েছিল, সেই জলপ্লাবনের প্রতীকাকারে সেই ভাবী মণ্ডলীরই আভাস ছিল, যাকে তার রাজা ও ঈশ্বর সেই খ্রীষ্ট ক্রুশ-রহস্য দ্বারা এ সংসারে নিমজ্জিত হতে দিলেন না। ঈশ্বর তো ভালই জানতেন যে যারা জাহাজে উদ্ধার পেয়েছিল, তাদের মধ্য থেকেও এমন দুর্জন কেউ জন্ম নেবে যারা পৃথিবীকে আবার পাপে পূর্ণ করবে, তথাপি কাষ্ঠ-রহস্যের মধ্য দিয়ে পুণ্যজনদের পরিত্রাণের পূর্বঘোষণা ক'রে তিনি ভাবী বিচারের একটা দৃষ্টান্ত দিতে চেয়েছিলেন।

একপ্রকারে সেসময়ও ধার্মিক মানুষ ছিল, অর্থাৎ সেই পবিত্র নগরের নাগরিক, যারা সন্তানসুলভ মনোভাবে ঈশ্বরের অন্বেষণ করল ও শয়তানের অহঙ্কার জয় করল; তাদের বিশুদ্ধ করা হয়েছিল পবিত্র আত্মা দ্বারা প্রকাশিত তাদের রাজা সেই খ্রীষ্টের ভাবী অবমাননার কথা চিন্তা ক'রে। এদের মধ্য থেকে প্রভুর ধার্মিক ও বিশ্বস্ত দাস সেই আব্রাহাম মনোনীত হয়েছিলেন—যাঁর কাছে ঈশ্বরপুত্রের রহস্য পূর্বপ্রচারিত হয়েছিল—যাতে সর্বজাতির বিশ্বাসীরা তাঁর বিশ্বাস অনুকরণ করে যুগ যুগ ধরে তাঁর সন্তান বলে গণ্য হতে পারে। আব্রাহাম থেকে সেই জাতির উদ্ভব হল যারা স্বর্গ ও পৃথিবীর স্রষ্টা সেই একমাত্র সত্যকার ঈশ্বরকে উপাসনা করার কথা। আর সেই মহান জাতি আরও বিশদভাবে মণ্ডলীর পূর্বাভাস ছিল। কেননা তারা ছিল দৈহিক স্বভাবের মানুষ, তারা তো কেবল বাহ্যিক উপকারের জন্যই ঈশ্বরকে সম্মান করত। তবু তাদের মধ্যে এমন মানুষও ছিলেন, যাঁরা ভাবী শান্তির কথা ভাবতেন ও স্বর্গীয় মাতৃভূমির অন্বেষণ করতেন; তাঁদেরই কাছে ভবিষ্যদ্বাণীর আকারে আমাদের রাজা ও প্রভু যীশুখ্রীষ্ট সেই ঈশ্বরের ভাবী অবমাননার ঐশপ্রকাশ দেওয়া হয়েছিল, তাঁরা যেন সেই বিশ্বাস গুণে সমস্ত অহঙ্কার ও অপরাধ থেকে বিশুদ্ধ হতে পারতেন। প্রভুর জন্মের পূর্ববর্তীকালীন সেই সকল মানুষের কথা শুধু নয়, তাদের জীবনাচরণ, বিবাহ, সন্তানসন্ততি ও কর্মকাণ্ডও একালেরই ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, যে কালে খ্রীষ্টের যন্ত্রণাভোগে বিশ্বাস গুণে সকল জাতির মধ্য থেকে মণ্ডলী সংগৃহীত হয়ে থাকে। আর এসব কিছু আবার সেই সমস্ত রহস্যগুলির পূর্বাভাস ছিল, যেগুলি খ্রীষ্ট ও মণ্ডলীর সঙ্গে সম্পর্কিত: খ্রীষ্ট প্রভু দেহ অনুসারে জন্ম নেবার আগে এ পৃথিবীতে যে সকল পুণ্যজন জীবনযাপন করলেন, তাঁরাও মণ্ডলীর অঙ্গ ছিলেন। বিধান তখনই পালিত, যখন বাহ্যিক সম্পদের বাসনার খাতিরে নয়, যিনি তা জারি করেছেন তাঁর প্রতি ভালবাসার খাতিরেই তাঁর আদেশগুলো মান্য করা হয়। যিনি এতই অধার্মিক ও গর্বিত মানুষকে প্রথম এমন ভালবাসায় ভালবেসেছেন যে তাঁর আপন পুত্রকে শুধু তাদের সঙ্গে জীবনযাপন করতে নয়, বরং তাদের দ্বারা ও তাদের হয়ে নিহত হতে প্রেরণ করেছেন, সেই অসীম ন্যায্যতা ও দয়ার ঈশ্বরের ভালবাসার প্রতিদান করতে কেইবা আকাঙ্ক্ষা করবে না?

শ্লোক ১ যোহন ৩:১৬; রো ৫:৮

প্র এতেই আমরা ভালবাসা জানলাম: খ্রীষ্ট আমাদের জন্য নিজের প্রাণ দিলেন।

উ সুতরাং আমাদেরও ভাইদের জন্য প্রাণ দিতে হবে।

প্র ঈশ্বর আমাদের প্রতি তাঁর ভালবাসা প্রমাণ করছেন, কেননা আমরা যখন পাপী ছিলাম, তখনই খ্রীষ্ট আমাদের জন্য মরলেন।

উ সুতরাং আমাদেরও ভাইদের জন্য প্রাণ দিতে হবে।

শনিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - হিব্রু ১৩:১-২৫

খ্রীষ্টের অনুকরণে ভক্তদের উচিত আচরণ

ভ্রাতৃগণ, ভ্রাতৃপ্রেম সাধনা করে চল। অতিথিসেবা ভুলে যেয়ো না; কেননা তা পালন ক'রে কেউ কেউ না জেনে স্বর্গদূতদেরও প্রতি আতিথেয়তা করেছেন। কারারুদ্ধদের কথা মনে রেখ, তোমরাও ঠিক যেন তাদের সঙ্গে কারারুদ্ধ; নিপীড়িতদের কথাও মনে রেখ, যেহেতু তোমরা নিজেরাও মরদেহে আছ। সকলে যেন বিবাহবন্ধন সম্মান করে, বিবাহ-শয্যা যেন কোন কলঙ্কে কলুষিত না হয়; কেননা ঈশ্বর নিজেই দুশ্চরিত্র ও ব্যভিচারীদের বিচার করবেন। তোমাদের আচার-আচরণে যেন কৃপণতা দেখা না দেয়; তোমাদের যা কিছু আছে, তা নিয়ে তুষ্ট থাক, কারণ তিনি নিজেই বলেছেন, *আমি তোমাকে কখনও একা ফেলে রাখব না, তোমাকে কখনও পরিত্যাগ করব না।* তাই আমরা ভরসার সঙ্গে বলতে পারি: *প্রভু আমার সহায়, আমি ভয় করব না, মানুষ আমাকে কীবা করতে পারে?*

যারা তোমাদের কাছে ঈশ্বরের বাণী প্রচার করে গেছেন, তোমাদের সেই ধর্মনেতাদের কথা মনে রেখ। তাঁদের জীবনের পরিণাম চিন্তা ক'রে তাঁদের বিশ্বাস অনুকরণ কর। যীশুখ্রীষ্ট এক-ই আছেন—কাল, আজ ও চিরকাল। নানা ধরনের বিচিত্র মতবাদের আকর্ষণে পথভ্রান্ত হয়ো না, কেননা শক্তি যোগাবার জন্য খাদ্যের চেয়ে অনুগ্রহের উপরেই অবলম্বন করা হৃদয়ের পক্ষে ভাল; বস্তুত খাদ্য সংক্রান্ত বিধিনিয়ম যারা পালন করেছে, তাদের কোন উপকার হলই না। আমাদের এক বেদি আছে, আর যারা তাঁবুর সেবক, সেই বেদির কোন কিছুই খাবার অধিকার তাদের নেই; কারণ মহাযাজক যে সব প্রাণীর রক্ত প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালনের উদ্দেশ্যে পবিত্রধামের ভিতরে নিয়ে যান, সেইসব প্রাণীর দেহ শিবিরের বাইরে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। এজন্য, নিজের রক্ত দ্বারা জনগণকে পবিত্রিত করার জন্য যীশুও নগরদ্বারের বাইরে যন্ত্রণাভোগ করেছিলেন। সুতরাং এসো, আমরা তাঁর সেই দুর্নাম বহন করতে করতে শিবিরের বাইরেই তাঁর কাছে যাই। কেননা এখানে আমাদের জন্য স্থায়ী কোন নগরী নেই; আমরা সেই নগরীর সন্ধান করছি যা একদিন আসবার কথা। অতএব এসো, আমরা তাঁর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কাছে নিত্যই উৎসর্গ করি স্তুতি-বলিদান, অর্থাৎ সেই ওষ্ঠেরই ফল, যে ওষ্ঠ স্বীকার করে তাঁর নাম।

দয়াকর্ম ভুলে যেয়ো না, পরকে তোমাদের সম্পদের সহভাগী করতেও ভুলে যেয়ো না, কারণ তেমন বলিদানেই ঈশ্বর প্রীত। তোমরা তোমাদের ধর্মনেতাদের প্রতি বাধ্য থাক, তাঁদের অনুগত থাক, কারণ হিসাব দিতে হবে বিধায়ই তাঁরা তোমাদের প্রাণের রক্ষার জন্য সজাগ থাকেন; সুতরাং বাধ্য থাক, যেন তাঁরা মনের আনন্দেই এই কাজ করতে পারেন, দুঃখের সঙ্গে নয়; নইলে তোমাদের নিজেদেরই ক্ষতি হবে।

আমাদের জন্য প্রার্থনা কর; আমরা এতে নিশ্চিত আছি যে, আমাদের বিবেক নির্মল, কারণ সব দিক দিয়ে সদাচরণ করতে দৃঢ়সঙ্কল্পবদ্ধ। বিশেষভাবে এবিষয়েই প্রার্থনা করতে তোমাদের অনুরোধ করেছি, যেন আমাকে আরও শীঘ্রই তোমাদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

শান্তিবিধাতা ঈশ্বর, *যিনি চিরন্তন সন্ধির রক্তগুণে মেষগুলির সেই মহান পালককে,* আমাদের প্রভু যীশুকে, মৃতদের মধ্য থেকে ফিরিয়ে আনলেন, তিনি মঙ্গলকর সবকিছুতে তাঁর ইচ্ছা পালন করতে তোমাদের দীক্ষিত করে তুলুন; তাঁর কাছে যা প্রীতিকর তা তিনি আমাদের অন্তরে সম্পন্ন করুন যীশুখ্রীষ্ট দ্বারা, যাঁর গৌরব হোক যুগে যুগান্তরে। আমেন।

ভাই, তোমাদের অনুরোধ করছি, এই চেতনা-বাণী স্বচ্ছন্দে গ্রহণ কর; এজন্যই আমি তোমাদের সংক্ষেপে কিছু লিখলাম। জেনে নাও, আমাদের ভাই তিমথি কারামুক্তি পেয়েছেন; তিনি শীঘ্র এলে তবে আমি যখন তোমাদের সঙ্গে দেখা করব, তখন তিনিও সাথে থাকবেন।

তোমাদের সকল ধর্মনেতাকে ও সকল পবিত্রজনকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও। ইতালির সকলে তোমাদের প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন।

অনুগ্রহ তোমাদের সকলের সঙ্গে থাকুক। আমেন।

শ্লোক হিব্রু ১৩:১৩-১৪; ১ বংশ ২৯:১৫ দ্রঃ

প্র এসো, আমরা তাঁর সেই একই দুর্নাম বহন করতে করতে শিবিরের বাইরেই তাঁর কাছে যাই।
উ এখানে আমাদের জন্য স্থায়ী কোন নগরী নেই; আমরা সেই নগরীর সন্ধান করছি যা একদিন আসবার কথা।
প্র হে ঈশ্বর, আমরা তোমার সামনে প্রবাসী মাত্র। পৃথিবীতে আমাদের দিনগুলি ছায়ারই মত।
উ এখানে আমাদের জন্য স্থায়ী কোন নগরী নেই; আমরা সেই নগরীর সন্ধান করছি যা একদিন আসবার কথা।

দ্বিতীয় পাঠ - হিব্রুদের কাছে পত্রে সাধু যোহন খ্রীসোস্তমের উপদেশাবলি উপদেশ ৩৩:৩-৪

আপন জনগণকে আপন রক্তে পবিত্রিত করতে
যীশু নগরদ্বারের বাইরে যন্ত্রণাভোগ করলেন

প্রেরিতদূত প্রতীকমূলক বলিদানের কথা থেকে শুরু করে প্রতীকের সিদ্ধি সেই খ্রীষ্টের বলিদানের দিকে প্রসঙ্গটা চালিত করেন: *মহাযাজক যে সব প্রাণীর রক্ত প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালনের উদ্দেশ্যে পবিত্রধামের ভিতরে নিয়ে যান, সেইসব প্রাণীর দেহ শিবিরের বাইরে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। এজন্য, নিজের রক্ত দ্বারা জনগণকে পবিত্রিত করার জন্য যীশুও নগরদ্বারের বাইরে যন্ত্রণাভোগ করেছিলেন। যেহেতু প্রাচীন বলিদানগুলো ছিল নতুন বলিদানের প্রতীক, সেজন্য খ্রীষ্ট নগরদ্বারের বাইরে যন্ত্রণাভোগ করায় সমস্ত শাস্ত্রের পূর্ণতা ঘটিয়েছেন।* এতে এ কথাও অনুমান করা যায় যে, তিনি স্বেচ্ছায়ই যন্ত্রণাভোগ করেছেন, ও দেখিয়েছেন যে, আগেকার সেই বলিদানগুলো অসার ছিল না, বরং প্রতীক-ভূমিকাই বহন করছিল; আরও, আগেকার বলিদানের ব্যবস্থা যন্ত্রণাভোগের লক্ষ্যের বাইরে ছিল না, বরং সেই বলিগুলোর রক্ত স্বর্গেই উপনীত ছিল। তবে তুমি দেখতে পাচ্ছ, যে রক্ত পরম পবিত্রস্থানের ভিতরে—স্বর্গীয় সেই প্রকৃত পরম পবিত্রস্থানের ভিতরে আনা হত, আমরা সেই রক্তের সহভাগী, ও সেই বলিরও অংশীদার, যে বলি কেবল যাজক খেতেন। সুতরাং আমরা সত্যকার বাস্তবতারই সহভাগী। তবে আমরা এ কথাও জানি যে, বলির উপরে যে দুর্নাম দেওয়া হত, তা পবিত্রীকরণেরই কারণ ছিল; ফলে যখন খ্রীষ্টকে দুর্নাম দেওয়া হল, তখন আমাদের পক্ষেও তাই হওয়া উচিত। অতএব, আমরাও যদি তাঁর সঙ্গে বাইরে যাই, তাহলে তাঁর সঙ্গে সহভাগিতা লাভ করব।

এসো, আমরা বাইরে তাঁর কাছে যাই, একথার অর্থ কী? অর্থ এরূপ: তাঁর যন্ত্রণার সহভাগী হওয়া ও তাঁর দুর্নাম বহন করা; তাছাড়া তিনি বিনা কারণেই যে নগরদ্বারের বাইরে যন্ত্রণাভোগ করলেন, এমন নয়; বরং আমরাও যেন তাঁর ক্রুশ বহন করি, সংসারের বাইরে থাকি ও বাইরে থাকতে চেষ্টা করি। আর যেমন তিনি অপরাধীর মতই দুর্নাম সহ্য করলেন, তেমনি আমরাও।

অতএব এসো, আমরা তাঁর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কাছে নিত্যই উৎসর্গ করি স্তুতি-বলিদান। কোন্ বলি? তিনি নিজে ব্যাখ্যা করে বলেন *এমন ওষ্ঠেরই ফল, যে ওষ্ঠ স্বীকার করে তাঁর নাম,* অর্থাৎ কিনা প্রার্থনা, স্তুতিগান, ধন্যবাদ-বাণী: এগুলিই ওষ্ঠের ফল। প্রাক্তন সন্ধিতে তারা মেষ ও বৃষ বলিরূপে দিত; এগুলো তারা যাজককে দান করত। আমরা কিন্তু এসব কিছুর একটাও নয়, বরং ধন্যবাদ-বাণীই উৎসর্গ করি, ও যতখানি পারি, ততখানি খ্রীষ্টের অনুকরণ করি: এটিই হোক আমাদের ওষ্ঠের ফল। *দয়াকর্ম ভুলে যেয়ো না, পরকে তোমাদের সম্পদের সহভাগী করতেও ভুলে যেয়ো না, কারণ তেমন বলিদানেই ঈশ্বর প্রীত।* এসো, আমরা ঠিক তেমন বলিই তাঁকে দান করি, তিনি যেন পিতার কাছে তা উৎসর্গ করেন; কেননা পুত্র দ্বারা ছাড়া আমরা অন্যভাবে কিছুই নিবেদন করতে পারি না—আর হৃদয় যখন অনুতপ্ত, তখন আরও ভাল।

এমন ওষ্ঠেরই ফল, যে ওষ্ঠ স্বীকার করে তাঁর নাম: যেহেতু এ ফল হল ধন্যবাদ-মনোভাব—তিনি আমাদের জন্য যা কিছু ভোগ করলেন, সেইসব কিছুর জন্যই ধন্যবাদ-মনোভাব—সেজন্য এসো, সবকিছুই কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সহ্য করি: তা দরিদ্রতা হোক, অসুস্থতা হোক, বা যাই কিছু হোক না কেন; কেননা আমাদের যা যা মঙ্গল তিনিই তা জানেন: *কীবা প্রার্থনা করা উচিত, আমরা তা তো জানি না।* তাই পবিত্র আত্মা প্রেরণা না দিলে আমরা যখন জানি না কীবা প্রার্থনা করা উচিত, তখন কী করে আমাদের মঙ্গল জানব? তবে এসো, সবকিছুর জন্য ধন্যবাদ

জানাতে ও বীর্য দেখিয়ে সবকিছু সহ্য করতে চেষ্টা করি।

শ্লোক রো ৮:১৭; ৫:৯

প্র আমরা ঈশ্বরের উত্তরাধিকারী, খ্রীষ্টের সহউত্তরাধিকারী:
উ অবশ্য, যদি তাঁর দুঃখভোগের অংশীদার হই যেন তাঁর গৌরবেরও অংশীদার হই।
প্র তাঁর রক্তে আমরা যখন ধর্মময় হয়ে উঠেছি, তখন ঐশক্রোধ থেকে যে তাঁরই দ্বারা পরিত্রাণ পাব, তা আরও কতই না সুনিশ্চিত,
উ অবশ্য, যদি তাঁর দুঃখভোগের অংশীদার হই যেন তাঁর গৌরবেরও অংশীদার হই।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - গণনা ২৪:১-১৯

বালায়ামের বিবিধ দৈবোক্তি

সেসময়, বালায়াম দেখল, ইস্রায়েলকে আশীর্বাদ করায়ই প্রভু প্রীত। আগের মত সে জাদুমন্ত্রের দিকে আর না ফিরে মরুপ্রান্তরের দিকেই বরং মুখ ফেরাল। বালায়াম চোখ তুলে দেখল, ইস্রায়েলের গোষ্ঠী অনুসারে তাঁবুগুলো খাটানো রয়েছে; আর তখন পরমেশ্বরের আত্মা তার উপর নেমে এল। সে এই বলে তার দৈববাণী দিতে শুরু করল:

'বেয়োরের সন্তান বালায়ামের উক্তি,
তীক্ষ্ণ চোখ-মানুষের উক্তি;
ঈশ্বরের বাণী-শ্রোতার উক্তি:
সে সর্বশক্তিমানের দর্শনের দর্শক,
সমাধিমগ্ন হলে তার চোখের আবরণ সরে যায়।
যাকোব, তোমার তাঁবুগুলো,
ইস্রায়েল, তোমার আবাসগুলো কেমন মনোরম।
সেগুলো প্রসারিত উপত্যকার মত,
নদীর কূলে উদ্যানের মত,
প্রভুর রোপিত অগুরুগাছের মত,
জলাশয়ের ধারে এরসগাছের মত।
তার কলস থেকে উথলে পড়বে জল,
অপর্যাপ্ত জলে সিক্ত হবে তার বীজ,
তার রাজা আগাগের চেয়েও শক্তিশালী হবেন,
তার রাজ্য সঙ্কীর্তিত হবে।
ঈশ্বর তাকে মিশর থেকে বের করে এনেছেন,
সে একটা বৃষের মত শক্তিশালী;
সে আপন বিপক্ষ জাতিগুলোকে গ্রাস করে,
তাদের অস্থি চূর্ণবিচূর্ণ করে,
আপন তীর দিয়ে তাদের ভেদ করে।
সে শুয়ে প'ড়ে পা গুটিয়ে বসল একটা সিংহের মত,
একটা সিংহীরই মত—তাকে ওঠাবে, এমন সাহস কার?
যে তোমাকে আশীর্বাদ করে, সে আশিসপ্রাপ্ত হোক,
যে তোমাকে অভিশাপ দেয়, সে অভিশপ্ত হোক।'

তখন বালায়ামের উপরে বালাকের ক্রোধ জ্বলে উঠল; তিনি হাতে হাত ঘষে বালায়ামকে বললেন, 'আমার

শত্রুদের অভিশাপ দেবার জন্যই আমি আপনাকে নিয়ে এসেছিলাম, আর দেখুন, এই তিন তিনবারই আপনি সবদিক দিয়ে তাকে আশীর্বাদ করেছেন। এখন আপনার অঞ্চলে চলেই যান! আমি বলেছিলাম, আপনাকে বহু বহু গৌরব দান করব, কিন্তু দেখুন, প্রভু আপনাকে সেই গৌরব থেকে বঞ্চিত করেছেন।' উত্তরে বালায়াম বালাককে বলল, 'আমি কি আপনার পাঠানো দূতদের সামনেই বলিনি যে, যদিও বালাক সোনা-রূপোয় ভরা তাঁর নিজের গৃহ আমাকে দেন, তবু আমি নিজের ইচ্ছামতই ভাল কি মন্দের জন্য প্রভুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করতে পারি না: প্রভু যা বলবেন, আমি তা-ই বলব? এখন দেখুন, আমি আমার স্বজাতীয়দের কাছে ফিরে যাচ্ছি; তাই আসুন, এই জাতি ভাবীকালে আপনার জাতির প্রতি যে কী করবে, তা আপনাকে জানিয়ে দিই।' সে এই বলে তার দৈববাণী দিতে শুরু করল:

'বেয়োরের সন্তান বালায়ামের উক্তি,
তীক্ষ্ণ চোখ-মানুষের উক্তি;
ঈশ্বরের বাণী-শ্রোতার উক্তি,
পরাৎপরের জ্ঞানের অংশীদারের উক্তি:
সে সর্বশক্তিমানের দর্শনের দর্শক,
সমাধিমগ্ন হলে তার চোখের আবরণ সরে যায়।
আমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছি—কিন্তু এখন নয়,
আমি তাঁর দর্শন পাচ্ছি—কিন্তু কাছাকাছি নয়;
যাকোব থেকে একটি তারা উদিত হচ্ছে,
ইস্রায়েল থেকে একটি রাজদণ্ড গজে উঠছে,
তা মোয়াবের কপালের দুই পাশ ভেঙে দেবে,
সেথ-সন্তানদের খুলি চূর্ণ করবে।
এদোম হবে তাঁর জয়ের অধিকার,
তাঁর শত্রু সেইরও হবে তাঁর জয়ের অধিকার,
যখন ইস্রায়েল আপন বীর্য দেখাবে!
যাকোবের কে যেন একজন আপন শত্রুদের উপর প্রভুত্ব করবেন
এবং আরে যারা রক্ষা পেয়েছে, তাদের বিনাশ করবেন।'

শ্লোক গণনা ২৪:১৭-১৮; সাম ৭২:১১ দ্রঃ

প্র যাকোব থেকে একটি তারা উদিত হচ্ছে, ইস্রায়েল থেকে একটি রাজদণ্ড গজে উঠছে:
উ সমগ্র পৃথিবী হবে তাঁর রাজ্যভূমি।
প্র সকল রাজা তাঁকে প্রণাম করবেন, তাঁকে সেবা করবে সকল দেশ।
উ সমগ্র পৃথিবী হবে তাঁর রাজ্যভূমি।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি **উপদেশ ৩**

এসো, আমরাও প্রভুর ক্রুশে গৌরববোধ করি

আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তা যীশুখ্রীষ্টের যন্ত্রণাভোগই গৌরবের নিশ্চিত প্রত্যাশা ও সহিষ্ণুতার শিক্ষা।

মানুষের জন্য যখন পিতার সনাতন ঈশ্বরত্বের সহভাগী সেই ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র মানুষের মধ্য থেকে মানুষ হয়ে জন্ম নেওয়া যথেষ্ট গণ্য করলেন না যদি-না যাদের সৃষ্টি করেছিলেন সেই মানুষের হাতেই মানুষরূপে মৃত্যুও বরণ না করেন, তখন ভক্তদের হৃদয় ঈশ্বরের অনুগ্রহ থেকে আর কীবা প্রত্যাশা করবে না? প্রভু দ্বারা ভবিষ্যতের জন্য আমরা যা প্রতিশ্রুত, তা সত্যি মহান; কিন্তু আরও মহান সেইসব কিছু যা আমরা স্মরণ করি তিনি আমাদের জন্য করে গেছেন। যখন খ্রীষ্ট অধার্মিকদের জন্য মরলেন, তখন মানুষ কোথায় ও কী ছিল? যিনি আপন মৃত্যুও দান করেছেন, তিনি যে পবিত্রজনদের আপন জীবন দান করবেন, তেমন কথা কে সন্দেহ করতে পারবে? মানুষ যে একদিন ঈশ্বরের সঙ্গে বাস করবে, কেনই বা তেমন কথা বিশ্বাস করতে মানব দুর্বলতা দ্বিধা করে? অথচ এর

চেয়ে আশ্চর্যজনক কিছু ইতিমধ্যে ঘটেছে: ঈশ্বর মানুষের জন্য মৃত্যু বরণ করলেন!

আদিতে ছিলেন বাণী, বাণী ছিলেন ঈশ্বরের কাছে, বাণী ছিলেন ঈশ্বর, এছাড়া খ্রীষ্ট কী? ঈশ্বরের এ বাণী *মাংস হলেন ও আমাদের মাঝে বাস করলেন,* কেননা তিনি যদি আমাদের কাছ থেকে মরণশীল মাংস না ধারণ করতেন, তাহলে আমাদের জন্য মৃত্যু বরণ করার মত তাঁর কিছুই থাকত না। এভাবে অমর মৃত্যু বরণ করতে পারলেন, এভাবেই তিনি মরণশীলদের জীবন দান করতে ইচ্ছা করলেন: তিনি আগে যাদের সহভাগী হলেন, পরে তাদের নিজেরই সহভাগী করলেন। কেননা প্রকৃতপক্ষে জীবনযাপন করার মত নিজস্ব বলতে আমাদেরও কিছু ছিল না, মৃত্যুবরণ করার মত নিজস্ব বলতে তাঁরও কিছু ছিল না। পারস্পরিক সহভাগিতার এ কী অপরূপ বিনিময়! আমাদেরই যা ছিল, তিনি সেই মৃত্যু বরণ করলেন; তাঁরই যা ছিল, আমরা সেই জীবন যাপন করি।

সুতরাং, আমাদের প্রভু ঈশ্বরের মৃত্যু নিয়ে আমাদের যে লজ্জাবোধ করতে নেই, শুধু তা নয়, তাতে বরং আমাদের অতিমাত্রায় বিশ্বাস করা ও অতিমাত্রায় গৌরববোধ করাই একান্ত কর্তব্য! কেননা তিনি আমাদের মধ্যে যে মৃত্যু পেয়েছিলেন, তা আমাদের কাছ থেকে ধারণ করায় অধিক বিশ্বস্ততার সঙ্গে প্রতিশ্রুত হলেন, নিজের মধ্যে যে জীবন, তা তিনি আমাদের দান করবেন—সেই জীবন এমন, যা আমরা নিজ থেকে পেতে পারতাম না।

যিনি আমাদের এমনভাবেই ভালবেসেছেন যে, পাপের জন্য আমরা যা পাবার যোগ্য ছিলাম, নিষ্পাপ তিনিই পাপীদের হয়ে তা ভোগ করলেন, কেমন করে ধর্মময়তার জন্য আমরা যা পাবার যোগ্য, ধর্মময়তার সাধক সেই তিনি তা দেবেন না? যিনি নিরপরাধী হয়ে দুর্জনদের দণ্ড বরণ করলেন, তিনি যখন সত্যের শরণেই প্রতিশ্রুতি দিলেন, তখন কেমন করে পবিত্রজনদের পুরস্কার দেবেন না? সুতরাং ভ্রাতৃগণ, এসো, সাহসের সঙ্গে স্বীকার করি, এমনকি ঘোষণাও করি, খ্রীষ্ট আমাদের জন্য ক্রুশবিদ্ধ হয়েছেন: ভয়ে অভিভূত হয়ে নয়, বরং আনন্দিত হয়ে, লজ্জাবোধ করে নয়, বরং গৌরববোধ করেই তা প্রচার করি।

তেমন কথা পল ভালই উপলব্ধি করেছিলেন, ও তা গৌরবের নাম বলে প্রশংসা করলেন। যিনি খ্রীষ্ট বিষয়ে মহা ও দিব্য অনেক কিছুই স্মরণ করিয়ে দিতে পারতেন, তবু তিনি খ্রীষ্টের আশ্চর্যময় গুণ—যেমন পিতার কাছে ঈশ্বররূপে তিনি জগৎ সৃষ্টি করলেন, বা মানবরূপে জগতে রাজত্ব করলেন—এসব কিছুতে তিনি গৌরববোধ করেননি, তিনি বরং বললেন, *আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের ক্রুশে ছাড়া আমি আর অন্য কিছুতেই যেন গর্ব না করি।*

শ্লোক

℣ প্রভু, আমরা তোমার ক্রুশ আরাধনা করি, তোমার গৌরবময় যন্ত্রণাভোগ উদ্‌যাপন করি:
℟ তোমার যন্ত্রণাভোগ ও মৃত্যুর খাতিরে আমাদের দয়া কর।
℣ মিনতি জানাই: তোমার অমূল্য রক্তে যাদের মুক্ত করেছ, তোমার সেই দাসদের সহায়তা কর।
℟ তোমার যন্ত্রণাভোগ ও মৃত্যুর খাতিরে আমাদের দয়া কর।

পুণ্য সপ্তাহ

তালপত্র রবিবার

প্রভুর যন্ত্রণাভোগ

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ইসা ৫০:৪–৫১:৩

প্রভুর দাস পরীক্ষায় সহনশীল

প্রভু পরমেশ্বর আমাকে এমন দীক্ষাপ্রাপ্ত জিহ্বা দিয়েছেন,
যেন আমি বুঝতে পারি, ক্লান্ত মানুষকে কেমন সান্ত্বনার বাণী দিতে হয়;
প্রতি সকালে তিনি আমার কান জাগ্রত করে তোলেন,
যেন আমি দীক্ষাপ্রাপ্ত শিষ্যের মত শুনতে পাই।
প্রভু পরমেশ্বর আমার কান উন্মুক্ত করেছেন;
আর আমি প্রতিবাদ করিনি, পিছিয়ে যাইনি।
যারা আমাকে মারছিল, তাদের দিকে পিঠ,
যারা আমার দাড়ি ছিঁড়ে নিচ্ছিল, তাদের দিকে গাল পেতে দিলাম;
অপমান ও থুথু থেকে মুখ ঢেকে রাখিনি।
প্রভু পরমেশ্বর আমার সহায়তা করেন,
এজন্যই আমি বিহ্বল হই না,
এজন্যই পাথরের মতই কঠিন করে তুলেছি আমার মুখ।
আমি জানি, আমাকে লজ্জিত হতে হবে না।
যিনি আমাকে ধর্মময়তা মঞ্জুর করেন, তিনি কাছে আছেন,
কে আমার সঙ্গে বিবাদ করবে? এসো, আমরা মুখোমুখি হই!
কে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে?
সে এগিয়ে আসুক!
দেখ, প্রভু পরমেশ্বর আমার সহায়তা করেন,
কে আমাকে দোষী বলে সাব্যস্ত করবে?
দেখ, তারা সকলে কাপড়ের মত জীর্ণ হয়ে যাচ্ছে,
কীটে তাদের গ্রাস করবে।
তোমাদের মধ্যে কে প্রভুকে ভয় করে?
কে তাঁর দাসের বাণীর প্রতি বাধ্য?
যে অন্ধকারে চলে, আলো যার নেই,
সে প্রভুর নামে প্রত্যাশা রাখুক,
তার আপন পরমেশ্বরে ভর করুক।
দেখ, আগুন জ্বালাচ্ছ ও জ্বলন্ত মশাল হাতে রাখছ যে তোমরা,
তোমরা সকলে তোমাদের সেই আগুনের আলোয় চল,
—তোমাদের জ্বালানো সেই মশালের আলোয়ই চল।
আমার কাছ থেকে তোমাদের প্রাপ্য এ:
যন্ত্রণায় শুয়ে পড়বে!

আমার কথা শোন, তোমরা যারা ধর্মময়তা অনুসরণ কর,

যারা প্রভুর অন্বেষণ কর।
বিবেচনা করে দেখ সেই শৈলের কথা, যা থেকে তোমাদের কেটে নেওয়া হয়েছে,
সেই পাথরখাদের কথা, যা থেকে তোমাদের তুলে নেওয়া হয়েছে।
বিবেচনা করে দেখ তোমাদের পিতা আব্রাহাম
ও তোমাদের প্রসব করেছিলেন যিনি, সেই সারার কথা:
আমি যখন তাকে আহ্বান করেছিলাম, সে তখন একাই ছিল;
আমি কিন্তু তাকে আশিসধন্য করেছি ও তার বংশবৃদ্ধি ঘটিয়েছি।
সত্যি, প্রভু সিয়োনের প্রতি করুণা দেখান,
তার সমস্ত ধ্বংসস্তূপের প্রতি করুণা দেখান,
তার মরুপ্রান্তর তিনি এদেনের মত,
তার মরুভূমি প্রভুর উদ্যানের মত করে তোলেন।
তার মধ্যে থাকবে পুলক ও আনন্দ,
থাকবে স্তুতিগান ও বাদ্যের ঝঙ্কার।

শ্লোক যেরে ১১:১৯; সাম ৪১:৭-৮

প্র আমি ছিলাম তেমন বাধ্য মেষশাবকের মত যাকে জবাইখানায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে; জানতাম না যে, তারা আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে বলছিল:
উ এসো, গাছটা সতেজ থাকতেই ধ্বংস করি, জীবিতের দেশ থেকে তাকে উচ্ছেদ করি।
প্র আমার বিদ্বেষীরা সবাই মিলে আমার বিরুদ্ধে বিড়বিড় করছিল, আমার বিরুদ্ধে আমার অমঙ্গল ভেবে বলছিল:
উ এসো, গাছটা সতেজ থাকতেই ধ্বংস করি, জীবিতের দেশ থেকে তাকে উচ্ছেদ করি।

দ্বিতীয় পাঠ - ইসাইয়ার পুস্তকে আলেকজান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা **৪র্থ পুস্তক ৪**

খ্রীষ্টের যন্ত্রণাভোগ ও তাঁর গৌরবময় ক্রুশ
তাঁর বিশ্বাসীর পক্ষে নিরাপত্তা স্বরূপ

খ্রীষ্ট স্বরূপে ঈশ্বর ও অধিকারে পিতা ঈশ্বরের সমতুল্য হয়েও তেমন সমতুল্যতাকে আঁকড়ে ধরার বস্তু মনে করলেন না; বরং এমন নিঃস্বতায় নিজেকে নমিত করলেন যে দাসের অবস্থা ধারণ করলেন ও মৃত্যু পর্যন্ত, এমনকি ক্রুশমৃত্যু পর্যন্ত নিজেকে বাধ্য করলেন। বস্তুত পেরেক দ্বারা তাঁর হাত বিদ্ধ হল ও তাঁকে ক্রুশে ঝুলানো হল। সত্যি তাঁর যন্ত্রণাভোগ যত আধিপত্য ধ্বংস করল ও সংসার ও এসংসারের শাসনকর্তাদের উপর জয়ী হল, শয়তানের দাসত্ব থেকে সকলকে মুক্ত করল ও ঈশ্বরের কাছে আমাদের উপনীত করল। আমরা তাঁর ক্ষতগুলি দ্বারা নিরাময় হলাম, ও তিনি ক্রুশের উপরে আমাদের পাপ আপন দেহে বহন করলেন; তাই তিনি মৃত্যু বরণ করতে করতে আমরা প্রাণে বাঁচি, তাঁর যন্ত্রণাভোগ হয়ে উঠল আমাদের নিরাপত্তা ও রক্ষাফলক স্বরূপ; ফলত যিনি বিধানের দণ্ডাজ্ঞা থেকে আমাদের মুক্ত করেছিলেন, তিনি নিজে পরীক্ষা ও যন্ত্রণা ভোগ করে পরীক্ষিতদের সহায়তা করলেন; পরিশেষে তিনি নগরের বাইরে যন্ত্রণাভোগ করলেন যেন আপন রক্তে জনগণকে পবিত্রিত করতে পারেন। এজন্য আমি আবার বলছি, খ্রীষ্টের যন্ত্রণাভোগ, তাঁর অমূল্য ক্রুশ ও তাঁর বিদ্ধ হাত দু'টো তাঁর বিশ্বাসীদের পক্ষে নিরাপত্তা ও অগম্য ও অভঙ্গুর রক্ষাফলক স্বরূপ। অতএব তিনি ন্যায়সঙ্গত ভাবেই বলেন, *এই দেখ, আমার হাত দিয়ে আমি তোমার প্রাচীর এঁকেছি;* যার অর্থ দাঁড়ায়, তাঁর বিদ্ধ হাত বা যন্ত্রণাভোগ দ্বারা তিনি তা সাধন করলেন, কেননা 'হাত' একমাত্র শব্দে সমস্ত যন্ত্রণাভোগ ইঙ্গিত করা হয়। সুতরাং তিনি বলেন, আমি তোমাকে এঁকেছি, অর্থাৎ তোমাকে গড়েছি; আর তুমি সর্বদাই আমার সামনে আছ। বস্তুতপক্ষে তিনি যখন আমাদের জন্য যন্ত্রণাভোগ করেছেন, তখন কেমন করে আমাদের ভুলে যাবেন? যাদের জন্য তিনি ক্রুশে বিদ্ধ হলেন, কেমন করে তারা তাঁর চোখের সামনে থাকবে না? তিনি তো নিজেই বলেছিলেন, *যে মেষগুলি আমার নিজের, তারাই আমার কণ্ঠে কান দেয়; তাদের আমি জানি আর তারা আমার অনুসরণ করে। আর আমি তাদের অনন্ত জীবন দান করি।* তিনি এ কথাও বলেছিলেন, *আমার পিতার হাত থেকে কেউ তাদের কেড়ে নিতে পারবে*

না, কেননা তারা পরাৎপরের ছায়ায় ও পরাৎপরের সহায়তায় থাকায় যেন সুরক্ষিত দুর্গেই রয়েছে।

সুতরাং, যখন পিতা ঈশ্বর নিজের কাছে আমাদের রক্ষা করে আপন হাতেই যেন ধরে রাখেন ও এমনটি দেন না আমরা যেন অনুচিত কিছুতে আকর্ষিত হই বা দুর্জনদের শঠতার হাতে পড়ি বা শয়তানের প্রভাবের শিকার হই, তখন আর কোন বাধা নেই তুমি যেন তাঁর হাতে অঙ্কিত সেই সিয়োনের প্রাচীর বলতে তাদেরই কথা বোঝ, যারা আধ্যাত্মিক শিল্পে দক্ষ ও বিভূষিত হওয়ায় তাদের সদ্‌গুণাবলি সাক্ষ্যদানেই পরিচিত। অতএব একই ব্যাখ্যা অনুসারে আমরা সেই সিয়োনের প্রাচীর বলতে ধন্য প্রেরিতদূত ও সুসমাচার-রচয়িতাদের বুঝি, যাঁরা ঈশ্বর দ্বারা সেখানে প্রতিষ্ঠিত ও তাঁর সেই বাণী দ্বারা নিযুক্ত, যে বাণী কখনও ভ্রান্ত হয় না, নিঃশেষিতও হয় না। আর আসলে তাঁদের নাম স্বর্গে লেখা ও জীবিতদের গ্রন্থে রাখা রয়েছে। তিনি যে পুণ্যজন সকলকে মণ্ডলীর প্রাকার ও প্রাচীর বলেন, এতে তুমি বিস্মিত হয়ো না; কেননা তিনি নিজেই হলেন প্রধান প্রাচীর, প্রাকার-বেষ্টনী ও রক্ষাফলক। যেমন তিনি নিজেই সত্যকার আলো, তবু তাঁদের জগতের আলো বলেন, তেমনি তিনি নিজে প্রাচীর ও বিশ্বাসীদের পূর্ণ নিরাপত্তা হওয়ায় পুণ্যজনদের এ উজ্জ্বল মর্যাদা দিলেন তারাও যেন তাঁর মণ্ডলীর প্রাচীর বলে অভিহিত হয়।

শ্লোক

প্র হে বিস্ময়কর চিহ্ন, হে গৌরবময় ক্রুশ, যার উপরে আমাদের ঈশ্বরের পুত্র সেই প্রভু পাপের ভারে বিদ্ধ হয়েছিলেন।
উ তোমাতেই তিনি মৃত্যুকে জয় করলেন।
প্র মধুর কাষ্ঠ, মধুর পেরেক, করছ বহন মধুর ভার।
উ তোমাতেই তিনি মৃত্যুকে জয় করলেন।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - যেরে ২২:১-৯; ২৩:১-৮

মন্দ রাজাদের ধিক!
দাউদ-বংশীয় এক ধর্মরাজের আগমন প্রতিশ্রুত

প্রভু একথা বলছেন: 'তুমি যুদার রাজপ্রাসাদে গিয়ে সেখানে এই বাণী ঘোষণা কর। তুমি বলবে: হে যুদা-রাজ, তুমি যে দাউদের সিংহাসনে সমাসীন, তুমি, তোমার পরিষদেরা ও তোমার এই জনগণ যারা এই সকল দ্বার দিয়ে প্রবেশ কর, প্রভুর বাণী শোন। প্রভু একথা বলছেন: তোমরা ন্যায়বিচার ও ধর্মময়তা অনুশীলন কর, অত্যাচারিতকে অত্যাচারীর হাত থেকে উদ্ধার কর; প্রবাসী, এতিম ও বিধবাকে শোষণ করো না, উৎপীড়ন করো না; এ স্থানে নির্দোষীর রক্তপাত করো না। তোমরা যদি এই কথা সযত্নে পালন কর, তবে দাউদের সিংহাসনে আসীন রাজারা রথে ও অশ্বে চড়ে তাদের পরিষদদের ও প্রজাদের সঙ্গে এই প্রাসাদের দ্বার দিয়ে আবার প্রবেশ করবে। কিন্তু তোমরা এই সকল বাণীতে কান না দিলে, তবে, আমি আমার নিজেরই দিব্যি দিয়ে শপথ করছি যে—প্রভুর উক্তি—এই প্রাসাদ ধ্বংসস্থান হবে।

কেননা যুদার রাজকুল সম্বন্ধে প্রভু একথা বলছেন:
আমার কাছে তুমি ছিলে গিলেয়াদের মত,
লেবাননের পর্বতচূড়ার মত,
কিন্তু আমি তোমাকে মরুপ্রান্তর করব,
করব নিবাসী-বঞ্চিত নগরী!
আমি তোমার বিরুদ্ধে ধ্বংসনকারীদের প্রস্তুত করব,
—প্রত্যেকের হাতে থাকবে নিজ নিজ অস্ত্র!
তারা তোমার সেরা এরসগাছগুলো কেটে আগুনে ফেলে দেবে।

বহু দেশের মানুষ এই নগরীর মধ্য দিয়ে যাবে, এবং তারা একে অপরকে বলবে: কেনই বা প্রভু এই

মহানগরীর প্রতি এমন ব্যবহার করেছেন? উত্তর হবে এ: কারণ তারা তাদের পরমেশ্বর প্রভুর সন্ধি পরিত্যাগ করেছে, অন্য দেবতাদের উদ্দেশে প্রণিপাত করেছে, ও তাদের সেবা করেছে।'

'ধিক্ সেই পালকদের, যারা আমার পালের মেষগুলিকে বিনষ্ট ও বিক্ষিপ্ত করে।'—প্রভুর উক্তি। এজন্য প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, যে পালকেরা আমার জনগণকে চরাতে নিযুক্ত, তাদের সম্বন্ধে একথা বলছেন: 'তোমরা আমার মেষদের বিক্ষিপ্ত করেছ, তাদের তাড়িয়ে দিয়েছ, তাদের জন্য চিন্তা করনি; দেখ, আমি তোমাদের ও তোমাদের দুর্ব্যবহারের জন্য চিন্তা করব!—প্রভুর উক্তি। আমি যে সকল দেশে আমার পাল তাড়িয়ে দিয়েছি, সেখান থেকে তার অবশিষ্টাংশকে নিজেই জড় করব, তাদের চারণভূমিতে ফিরিয়ে আনব; তারা উর্বর হবে ও তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। আমি তাদের জন্য এমন পালকদের উদ্ভব ঘটাব যারা তাদের চরাবে, যেন তাদের আর ভীত বা নিরাশ না হতে হয়; তাদের একটাও হারানো থাকবে না।' প্রভুর উক্তি।

'দেখ, এমন দিনগুলি আসছে—প্রভুর উক্তি—
যখন আমি দাউদের জন্য ধর্মময় এক অঙ্কুর উৎপন্ন করব;
তিনি প্রকৃত রাজারূপে রাজত্ব করবেন, হবেন সুবুদ্ধিসম্পন্ন,
দেশজুড়ে ন্যায় ও ধর্মময়তা অনুশীলন করবেন।
তাঁর দিনগুলিতে যুদা পরিত্রাণ পাবে
ও ইস্রায়েল ভরসাভরে বসবাস করবে;
তিনি এ নামেই আখ্যাত হবেন: "প্রভু-আমাদের-ধর্মময়তা।"

অতএব, দেখ, এমন দিনগুলি আসছে—প্রভুর উক্তি—যখন কেউ আর বলবে না: সেই জীবনময় প্রভুর দিব্যি, যিনি মিশর দেশ থেকে ইস্রায়েল সন্তানদের বের করে এনেছেন; বরং তারা বলবে, সেই জীবনময় প্রভুর দিব্যি, যিনি উত্তর দেশ থেকেই ইস্রায়েলকুলের বংশধরদের বের করে এনেছেন, তাদের সেই সকল দেশ থেকেও বের করে এনেছেন, যেখানে তিনি তাদের বিক্ষিপ্ত করেছিলেন। আর তারা তাদের আপন দেশভূমিতে বসবাস করবে।'

শ্লোক যেরে ২৩:১,২,৩

প্র ধিক্ সেই পালকদের, যারা আমার পালের মেষগুলিকে বিনষ্ট ও বিক্ষিপ্ত করে—প্রভুর উক্তি;
উ দেখ, আমি তোমাদের ও তোমাদের দুর্ব্যবহারের জন্য চিন্তা করব!
প্র তোমরা আমার মেষদের বিক্ষিপ্ত করেছ, তাদের তাড়িয়ে দিয়েছ, তাদের জন্য চিন্তা করনি;
উ দেখ, আমি তোমাদের ও তোমাদের দুর্ব্যবহারের জন্য চিন্তা করব!

দ্বিতীয় পাঠ - ১১৮ নং সামসঙ্গীতে সাধু আম্ব্রোজের ব্যাখ্যা **১৫:৩৭-৪০**

এসো, প্রভুর ক্রুশ বহন করি,
আমাদের মাংস বিদ্ধ করে এ ক্রুশই পাপ ধ্বংস করুক

যে কেউ প্রভুর বিধান ভালবাসে, সে আপন মাংস বিঁধিয়ে দেয়, একথা জেনে যে, যখন পুরাতন মানুষ খ্রীষ্টের সঙ্গে বিদ্ধ হবে, তখন মাংসের লালসা দমিত হবে। সুতরাং তুমি পেরেকটা মার ও পাপের ফসল বিনাশ কর। বস্তুতপক্ষে এমন এক আধ্যাত্মিক পেরেক রয়েছে, যা এ অঙ্গগুলিকে তাঁর ক্রুশে বিঁধিয়ে দেয়। হ্যাঁ, প্রভুর ও তাঁর বিচারগুলির ভয় এ মাংসকে বিঁধিয়ে দিক ও দাসত্বে বশীভূত করুক। কেননা মাংস যদি প্রভুভয়ের পেরেক প্রত্যাখ্যান করে, তবে নিঃসন্দেহে লেখা রয়েছে, *আমার আত্মা মানুষের মধ্যে সর্বদা থাকবে না, কেননা সে মাংসমাত্র।* ফলত দৈহিক অঙ্গগুলি ক্রুশে আবদ্ধ না হলে ও প্রভুভয়ের পেরেক দ্বারা বিদ্ধ না হলে সেগুলির মধ্যে ঈশ্বরের আত্মা থাকবেন না।

খ্রীষ্টের সঙ্গে যে মরে, সে-ই পেরেক দ্বারা বিদ্ধ, যে কেউ নিজের দেহে প্রভু যীশুখ্রীষ্টের মৃত্যু বহন করে, সে যেন তাঁর সঙ্গে পুনরুত্থানও করতে পারে। তেমন ব্যক্তিই যীশুর এ বাণী শুনতে যোগ্য: *তুমি আমাকে সীলমোহরের মত রাখ তোমার হৃদয়ের উপর, সীলমোহরের মত রাখ তোমার বাহুর উপর; কেননা প্রেম মৃত্যুর মতই বলবান; উত্তপ্ত প্রেমের জ্বালা পাতালের মতই নিষ্ঠুর।* তাই তুমি তোমার বুক ও তোমার হৃদয়

ক্রুশবিদ্ধজনের এ চিহ্নে মুদ্রাঙ্কিত কর, এ চিহ্ন তোমার বাহুতে বিদ্ধ কর, যেন তোমার কর্ম পাপের কাছে মৃত হতে পারে।

পেরেকের দৃঢ়তায় তুমি যেন ভীত না হও, কারণ সেই দৃঢ়তা ভালবাসারই দৃঢ়তা; পেরেকের বলীয়ান কঠোরতায়ও তুমি যেন অভিভূত না হও, কারণ *প্রেম মৃত্যুর মত বলবান।* কেননা ভালবাসা দন্ড ও সমস্ত পাপ মেরে ফেলে; ভালবাসা মরণশীল দেহের মত হত্যা করে: আমরা যখন প্রভুর আজ্ঞাগুলি ভালবাসি, তখন আমরা জঘন্য ও পাপময় কাজকর্মের কাছে মৃত।

ভালবাসা তো ঈশ্বর, ভালবাসা তো সেই ঈশ্বরের বাণী যা *কার্যকর ও যে কোন দুধারী খড়্গের চেয়েও তীক্ষ্ণ; তা প্রাণ ও আত্মা, গ্রন্থি ও মজ্জা, এ সমস্তের বিভেদ পর্যন্ত ভেদ করে পৌঁছয়।* ভালবাসার এ পেরেক দিয়ে আমাদের প্রাণ ও দেহ বিদ্ধ হোক, দেহও যেন বলে, *আমি প্রেমপীড়িত।*

তাই দেখা যাচ্ছে, ভালবাসার এমন পেরেক ও খড়্গ আছে যা দিয়ে প্রাণকে বিদীর্ণ করে: সুখী সেই মানুষ, যে তেমন খড়্গ দ্বারা বিদীর্ণ হতে যোগ্য হয়ে উঠেছে!

অতএব এসো, সেই বিদারণ দ্বারা নিজেদের বিদীর্ণ হতে দিই, কেননা তেমন বিদারণের ফলে যে মরে, সে আর কখনও মরতে পারবে না। তেমনটিই যীশুর সেই অনুগামীদের মৃত্যু, যাঁদের বিষয়ে লেখা আছে, *তোমাদের মধ্যে এমন কেউ রয়েছে, যারা মানবপুত্রকে আপন রাজ্যে আসতে না দেখা পর্যন্ত মৃত্যু দেখবে না।* যুক্তিসঙ্গত ভাবে পিতর এ মৃত্যু ভয় করতেন না, কারণ তিনি বলছিলেন, খ্রীষ্টকে ত্যাগ করা বা অস্বীকার করার চেয়ে তিনি তাঁর জন্য মৃত্যুবরণ করতে প্রস্তুত।

সুতরাং এসো, প্রভুর ক্রুশ বহন করি, যাতে আমাদের দেহ বিদ্ধ ক'রে এ ক্রুশ পাপ বিনাশ করে; এসো, পুণ্য প্রভুভয়ও বহন করি, *কেননা যে কেউ নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমার পদক্ষেপে আমাকে অনুসরণ না করে, সে আমার যোগ্য নয়।* সে-ই সুখী, যার আছে খ্রীষ্টভয়, ও দৈহিক পাপ যে ক্রুশে দেয়। এ পুণ্য ভয়ের পর পরে সেই ভালবাসা আসে, যা খ্রীষ্টের সঙ্গে সমাহিত হয়ে তাঁর কাছ থেকে কখনও বিচ্ছিন্ন হতে পারে না; ভালবাসা খ্রীষ্টের মধ্যে মরে, তাঁর সঙ্গে সমাহিত হয়, খ্রীষ্টের সঙ্গে পুনরুত্থিত হয়।

শ্লোক ফিলি ১:২১; গা ৬:১৪

প্র আমার পক্ষে জীবন খ্রীষ্ট, এবং মৃত্যু লাভ।
উ আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের ক্রুশে ছাড়া আমি আর অন্য কিছুতেই যেন গর্ব না করি।
প্র তা দ্বারাই আমার কাছে জগৎ, ও জগতের কাছে আমি ক্রুশবিদ্ধ।
উ আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের ক্রুশে ছাড়া আমি আর অন্য কিছুতেই যেন গর্ব না করি।

পুণ্য সোমবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ইসা ৫২:১৩–৫৩:১২

আমাদের পাপের কারণে প্রহরিত প্রভুর দাস

দেখ! আমার দাস কৃতকার্যই হবেন:
তিনি উন্নীত হবেন, উত্তোলিত হবেন, হবেন মহামহিম।
একদিন যেমন তাঁর জন্য বহু মানুষ শিহরে উঠেছিল,
—অন্য মানুষের তুলনায় তাঁর চেহারা এমনই বিকৃত ছিল যে,
আদমসন্তানদের সঙ্গে তাঁর আর কোন সাদৃশ্যই ছিল না—
একদিন তেমনি বহু দেশের মানুষ তাঁর বিষয়ে বিস্ময়মগ্ন হয়ে যাবে।

রাজারা তাঁর কারণে মুখ বন্ধ রাখবে,
কারণ তাদের কাছে যা কখনও বলা হয়নি, তারা তা দেখতে পাবে;
যা কখনও শোনেনি, তারা তা উপলব্ধি করবে।
আমাদের প্রচারে কে বিশ্বাস রেখেছে?
প্রভুর বাহু কার্ কাছে প্রকাশিত হয়েছে?
তিনি তো তাঁর সামনে বেড়ে উঠেছেন একটা চারাগাছের মত,
শুষ্ক ভূমিতে একটা শিকড়ের মত।
তাঁর এমন রূপ বা শোভা নেই যা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে;
তেমন আকৃতি নেই যা আমাদের মন জয় করতে পারে।
অবজ্ঞাত ও মানুষের পরিত্যক্ত,
এমন কষ্টভোগী মানুষ যন্ত্রণার সঙ্গে যাঁর দীর্ঘ পরিচয়;
যার সামনে লোকে মুখ আচ্ছাদন করে
তেমন মানুষের মতই তিনি অবজ্ঞাত হলেন,
আর আমরা তাঁকে কোন সম্মানই দিইনি।
অথচ তিনি আমাদেরই যন্ত্রণা তুলে বহন করেছেন;
বরণ করে নিয়েছেন আমাদের যত কষ্ট;
আর আমরা নাকি মনে করছিলাম, তিনি প্রহারিত,
পরমেশ্বর দ্বারা আঘাতগ্রস্ত, জর্জরিত!
তিনি বরং আমাদেরই অন্যায়-অপকর্মের জন্য অপমানের পাত্র হয়েছেন;
আমাদের শঠতার জন্যই চূর্ণবিচূর্ণ হয়েছেন;
আমাদের শান্তির পণ সেই শাস্তি তাঁর উপরে নেমে পড়ল।
তাঁরই ক্ষতগুণে আমরা নিরাময় হলাম।
আমরা সকলে মেষপালের মত পথভ্রষ্ট ছিলাম,
প্রত্যেকে নিজ নিজ পথ ধরে চলতাম;
প্রভু আমাদের সকলের অপরাধ তাঁরই উপরে চেপে দিলেন।
অত্যাচারিত হয়ে তিনি দুঃখভোগ স্বীকার করলেন
—তবু খুললেন না মুখ।
তিনি ছিলেন জবাইখানায় চালিত মেষশাবকেরই মত,
লোমকাটিয়ের সামনে নীরব মেষেরই মত
—তবু খুললেন না মুখ।

বিচারিত হয়ে তাঁকে জোর প্রয়োগে নেওয়া হল;
তাঁর যুগের মানুষদের মধ্যে কে তাঁর দশায় শোক করল?
হ্যাঁ, তাঁকে জীবিতদের দেশ থেকে উচ্ছেদ করা হল,
তাঁর জনগণের শঠতার জন্যই তাঁর উপরে মৃত্যুর আঘাত নেমে পড়ল।
তাঁকে দুর্জনদের সঙ্গে সমাধি দেওয়া হল,
ধনবানের সঙ্গেই তাঁর কবর,
যদিও তিনি কোন অপকর্ম করেননি, যদিও তাঁর মুখেও ছলনা ছিল না।
প্রভুর মঙ্গল-ইচ্ছা ছিল, তিনি তাঁকে যন্ত্রণায় চূর্ণ করবেন;
যদি তিনি সংস্কার-বলিরূপে নিজেকে উৎসর্গ করেন,
তবে তাঁর আপন বংশকে দেখতে পাবেন, দীর্ঘায়ু হবেন,
ও তাঁর মধ্য দিয়ে প্রভুর মঙ্গল-ইচ্ছা সিদ্ধিলাভ করবে।

তেমন আন্তর পীড়ন ভোগ করার পর
তিনি জীবনের আলো দেখতে পেয়ে তৃপ্তি পাবেন ;
মানুষ তাঁকে জানবে, ফলে আমার ধর্মময় দাস অনেককে ধর্মময় করে তুলবেন ;
তিনি নিজেই তাদের শঠতা বহন করবেন।
তাই আমি তাঁর জন্য বহু মানুষের সঙ্গে একটা অংশ স্থির করব,
ক্ষমতাশালীদের সঙ্গে তিনি লুটের মাল ভাগ করে নেবেন ;
কেননা তিনি মৃত্যু পর্যন্তই নিজের প্রাণ উজাড় করে দিলেন,
এবং বিদ্রোহীদের একজন বলে গণ্য হলেন ;
অথচ তিনি বহু মানুষের পাপ বহন করছিলেন
এবং বিদ্রোহীদের হয়ে প্রার্থনা করছিলেন।

শ্লোক ইসা ৫৩:৭,১২ দ্রঃ

প্র অত্যাচারিত হয়ে তিনি দুঃখভোগ স্বীকার করলেন—তবু খুললেন না মুখ। তিনি ছিলেন জবাইখানায় চালিত মেষশাবকেরই মত ; তিনি মৃত্যুদন্ডিত হলেন
উ আপন জনগণকে জীবন দেবার জন্য।
প্র তিনি মৃত্যু পর্যন্তই নিজের প্রাণ উজাড় করে দিলেন, এবং বিদ্রোহীদের একজন বলে গণ্য হলেন,
উ আপন জনগণকে জীবন দেবার জন্য।

দ্বিতীয় পাঠ - যেরেমিয়ার পুস্তকে অরিজেনের উপদেশাবলি **উপদেশ ১০:১-৩**

যীশুর মৃত্যু গমের শিষের মতই হল

এসো, শুনি নবীর মুখ দিয়ে ত্রাণকর্তা কী বলেন, *আমি ছিলাম এমন বাধ্য মেষশাবকের মত যাকে জবাইখানায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে; জানতাম না যে তারা আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে বলছিল: 'এসো, তার রুটিতে কাঠ দিই, জীবিতের দেশ থেকে তাকে উচ্ছেদ করি, যেন এর নাম কারও মনে না থাকে।'* ইসাইয়াও বলেন, *খ্রীষ্ট ছিলেন জবাইখানায় চালিত মেষশাবকেরই মত, লোমকাটিয়ের সামনে নীরব মেষেরই মত—তবু খুললেন না মুখ।* এটি হল খ্রীষ্ট বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী, ওপরটায় খ্রীষ্ট নিজে নিজের বিষয়ে কথা বলেন; তিনি বলেন, আমি ছিলাম এমন বাধ্য মেষশাবকের মত যাকে জবাইখানায় নিয়ে যাওয়া হয়, আর আমি তা জানতাম না। অর্থাৎ আমি অনিষ্ট জানতাম না, পার্থিব সম্পদের কথাও জানতাম না, পাপ অর্থাৎ অন্যায় জানতাম না; এ প্রকৃত সত্য: আমি জানতাম না! তিনি যে কী জানতেন না, তা খোঁজবার দায়িত্ব তোমাকেই দিলেন। প্রেরিতদূতের বাণী পড়: *যিনি পাপ জানতেন না, ঈশ্বর আমাদের মঙ্গলার্থে তাঁকে পাপস্বরূপ করলেন।*

তারা আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে বলছিল, এসো, তার রুটিতে কাঠ দিই। যীশুর যে রুটি আমাদের পুষ্টিসাধন করে, তা হল তাঁর বাণী। তিনি শিক্ষা দিতে গেলে যেহেতু কেউ কেউ তাঁর শিক্ষায় বাধা দিতে চাচ্ছিল, সেজন্য তাঁকে ক্রুশে দিতে গিয়ে তারা বলল, *এসো, তার রুটিতে কাঠ দিই।* যীশুর বাণী ও শিক্ষার পরে তারা গুরুর ক্রুশারোপণ ঘটাল: এই তো তাঁর রুটিতে দেওয়া সেই কাঠ। *এসো, আমরা তার রুটিতে কাঠ দিই,* একথা তারা শঠতার সঙ্গেই উচ্চারণ করে বটে, আমি কিন্তু বিস্ময়কর কিছু বলব: যে কাঠ তাঁর রুটিতে দেওয়া হয়েছে, তা রুটি আরও উত্তম করে তুলল। এক্ষেত্রে তুমি মোশীর বিধান থেকে উপযুক্ত উদাহরণ পেতে পার: তিত জলে দেওয়া সেই কাঠ যেমন জল মিষ্টি করল, তেমনি খ্রীষ্টের যন্ত্রণাভোগের কাষ্ঠ তাঁর শিক্ষাবাণীতে দিয়ে তাঁর রুটি আরও মিষ্টি করল। কেননা তাঁর রুটিতে কাঠ দেওয়ার আগে, অর্থাৎ যখন সেই রুটি কাঠ নয়, কেবল রুটিই ছিল, তখনও তাঁর কণ্ঠ সারা পৃথিবী জুড়ে ধ্বনিত হয়নি; যখন কাষ্ঠ দ্বারা শক্তি পেয়েছে, তখনই তাঁর যন্ত্রণাভোগ-কাহিনী গোটা বিশ্বজগতে ছড়িয়ে পড়ল। প্রাক্তন সন্ধির জল কাঠের স্পর্শে মিষ্টি হয়ে উঠেছিল সেই ক্রুশকাষ্ঠই গুণে যা সেই কাঠের আকারে পূর্বাভাস বলে উপস্থিত।

এসো, জীবিতের দেশ থেকে তাকে উচ্ছেদ করি, যেন এর নাম কারও মনে না থাকে। তারা এভাবে তাঁকে হত্যা করল, তারা কেমন যেন তাঁর নাম সম্পূর্ণ রূপে উচ্ছেদ করে। যীশু কিন্তু জানেন, তিনি কেন ও কেমন করে

মরতে যাচ্ছেন। এজন্য তিনি বলেন: গমের দানা যদি মাটিতে পড়ে মরে না যায়, তবে তা বহু ফল উৎপন্ন করে না।

তাই গমের শিষের মত যীশুখ্রীষ্টের মৃত্যু বীজ-বপনের চেয়ে সাতগুণ ও বহু ফল উৎপন্ন করল। এসো, একটু ভেবে দেখি, তিনি যদি ক্রুশবিদ্ধ না হতেন ও মৃত্যুর পরে যদি পাতালে না নামতেন কী হত? গমের সেই শিষ একটিমাত্র থাকত ও তা থেকে অন্য গম উৎপন্ন হত না। গমের দানা যদি মাটিতে পড়ে না মরে যায়, তবে ফল দেয় না: এ দিব্য বাণী মনোযোগ দিয়ে শোন, আসল বক্তব্য উপলব্ধি করতে চেষ্টা কর। যীশুর মৃত্যু এ সমস্তকেই ফলস্বরূপ উৎপন্ন করল। তাহলে যখন মৃত্যু এতই প্রচুর ফসল উৎপন্ন করল, তখন তাঁর পুনরুত্থান আর কতই না অপ্রত্যাশিত প্রাচুর্য এনে দেবে!

শ্লোক হিব্রু ৫:৭,৯; যাত্রা ১৭:১১

প্র তাঁর পার্থিব জীবনকালে
উ খ্রীষ্ট একটা তীব্র আর্তনাদে ও চোখের জলে প্রার্থনা ও মিনতি উৎসর্গ করেছিলেন, এবং তাঁর এই ভক্তি-সম্ভ্রমের জন্য সাড়া পেয়েছিলেন। এজন্য তাঁর প্রতি যারা বাধ্য, তাদের সকলেরই অনন্ত পরিত্রাণের কারণ হয়ে উঠলেন।
প্র মোশী হাত দু'টো তুলে রাখলে ইস্রায়েল জয়ী হত।
উ খ্রীষ্ট একটা তীব্র আর্তনাদে ও চোখের জলে প্রার্থনা ও মিনতি উৎসর্গ করেছিলেন, এবং তাঁর এই ভক্তি-সম্ভ্রমের জন্য সাড়া পেয়েছিলেন। এজন্য তাঁর প্রতি যারা বাধ্য, তাদের সকলেরই অনন্ত পরিত্রাণের কারণ হয়ে উঠলেন।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - যেরে ২৬:১-১৫

তাঁর দেওয়া ভাববাণীর কারণে
যেরেমিয়াকে গ্রেপ্তার ও বিচার

যোসিয়ার সন্তান যুদা-রাজ যেহোইয়াকিমের রাজত্বকালের আরম্ভে প্রভুর কাছ থেকে এই বাণী যেরেমিয়ার কাছে এসে উপস্থিত হল। প্রভু একথা বললেন: 'প্রভুর গৃহের প্রাঙ্গণে দাঁড়াও, এবং যুদার সকল শহরের যে অধিবাসীরা প্রভুর গৃহে প্রণিপাত করতে আসে, আমি যে সকল বাণী বলতে তোমাকে আজ্ঞা করেছি, তা তাদের শোনাও; একটা কথাও চেপে রেখো না। কি জানি, তারা তোমার কথা শুনে প্রত্যেকে নিজ নিজ কুপথ থেকে ফিরবে; তাহলে তাদের আচরণের ধূর্ততার কারণে আমি তাদের যে অমঙ্গল করব বলে মনে করছিলাম, তা থেকে ক্ষান্ত হব। তাই তুমি তাদের একথা বলবে: প্রভু একথা বলছেন, তোমরা যদি আমাকে না শোন, তোমাদের সামনে যে নির্দেশগুলি আমি রেখেছি, যদি সেই নির্দেশপথে না চল, তোমাদের কাছে যাদের আমি নিজেই তৎপরতা ও যত্নের সঙ্গে পাঠিয়ে আসছি, কিন্তু যাদের কথায় তোমরা কান দাওনি, আমার দাস সেই নবীদের বাণী যদি মনোযোগ দিয়ে না শোন, তবে আমি এই গৃহকে শীলোর মত করব, এবং এই নগরীকে করব পৃথিবীর সমস্ত দেশের কাছে অভিশাপের শামিল।'

যখন যেরেমিয়া প্রভুর গৃহে এই সমস্ত কথা বলছিলেন, তখন যাজকেরা, নবীরা ও গোটা জনগণ তা শুনতে পেল; তাই যেরেমিয়া, সমস্ত লোকের কাছে প্রভু যা কিছু বলতে তাঁকে আজ্ঞা করেছিলেন, তা বলা শেষ করলে পর যাজকেরা, নবীরা ও গোটা জনগণ তাঁকে গ্রেপ্তার করল; তারা বলল, 'তোমাকে মরতে হবে! তুমি কেন প্রভুর নামে এই ভাববাণী দিয়েছ যে, এই গৃহ শীলোর মত হবে, এবং এই নগরী ধ্বংসিত ও নিবাসী-বিহীন হবে?' আর সমস্ত জনতা প্রভুর গৃহে যেরেমিয়ার বিরুদ্ধে ভিড় করে সমবেত হল।

ব্যাপারটা শুনে যুদার সমাজনেতারা রাজপ্রাসাদ থেকে প্রভুর গৃহে উঠে এলেন, এবং প্রভুর গৃহের 'নতুন' দ্বারের প্রবেশস্থানে আসন নিলেন। তখন যাজকেরা ও নবীরা সমাজনেতাদের ও গোটা জনগণকে বলল, 'লোকটা প্রাণদণ্ডের যোগ্য, কারণ এই নগরীর বিরুদ্ধে ভাববাণী দিল, যেমনটি তোমরা নিজেদের কানে শুনেছ।' কিন্তু

যেরেমিয়া সকল সমাজনেতাকে ও গোটা জনগণকে উদ্দেশ করে বললেন, 'তোমরা যা শুনেছ, এই গৃহের ও এই নগরীর বিরুদ্ধে তেমন ভাববাণী দিতে স্বয়ং প্রভুই আমাকে প্রেরণ করেছেন। সুতরাং তোমরা এখন তোমাদের আচরণ ও কাজকর্ম সংস্কার কর ও তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর প্রতি বাধ্য হও, তবে প্রভু তোমাদের বিরুদ্ধে যে অমঙ্গলের কথা বলেছেন, তা ফিরিয়ে নেবেন। আর আমি, এই যে, আমি তো তোমাদেরই হাতে! আমাকে নিয়ে তোমরা যা ভাল ও ন্যায্য মনে কর, তাই কর। তবু একথা নিশ্চিত হয়ে জেনে রাখ যে, যদি আমাকে বধ কর, তোমরা তোমাদের নিজেদের উপরে, এই নগরীর উপরে ও তার অধিবাসীদের উপরে নির্দোষীর রক্তপাতের অপরাধ ডেকে আনবে, কারণ তোমাদের কানে এই সমস্ত কথা শোনাতে প্রভু সত্যিই আমাকে প্রেরণ করেছেন।'

শ্লোক

প্র ওরা আমাকে দুর্জনদের হাতে সঁপে দিল, অপকর্মাদের মধ্যে নিক্ষেপ করল, আমার প্রাণের মায়া করল না;
আমার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে শক্তিশালীরা একত্র হল,
উ বিরাট অদ্ভুত মানুষের মতই ওরা আমার সামনে দাঁড়াল।
প্র বিজাতিরা আমার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল ও শক্তিশালীরা আমার প্রাণ চাইল,
উ বিরাট অদ্ভুত মানুষের মতই ওরা আমার সামনে দাঁড়াল।

দ্বিতীয় পাঠ - মহাপ্রাণ সাধু লিওর উপদেশাবলি **প্রভুর পুনরুত্থান, উপদেশ ৭১:১-২**

খ্রীষ্টের মৃত্যু জীবনের উৎস

প্রিয়জনেরা, তোমাদের খ্রীষ্টের যন্ত্রণাভোগের সহভাগী হতে অনুরোধ করায় আমাদের স্পষ্টই উদ্দেশ্য ছিল, যেন বিশ্বাসীদের জীবন নিজের মধ্যেই পাস্কা-রহস্য বাস্তবায়িত করে, ও পর্বে যা উদ্‌যাপিত হয় তা যেন জীবনেই পালিত হয়।

একথা যে কতই না উপযোগী, তোমরা নিজেরাই তার অভিজ্ঞতা করেছ; তোমাদের নিজেদের ভক্তি থেকে তোমরা শিখতে পেরেছ দীর্ঘকালীন উপবাস, অবিরত প্রার্থনা ও উদার অর্থদান আত্মা ও দেহের পক্ষে কতই না কল্যাণকর হয়েছে। প্রায়ই এমন কেউই নেই, যে এ অনুশীলনে বৃদ্ধিশীল হয়ে নিজের গুপ্ত অন্তরে এমন কিছু পায়নি যা নিয়ে ন্যায়সঙ্গত ভাবেই আনন্দ বোধ করতে পারে।

তাই আমরা যদি এ চল্লিশ দিন নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে ইচ্ছা করি যেন প্রভুর যন্ত্রণাভোগের সময়ে ক্রুশ-রহস্যের কিছু উপলব্ধি করতে পারি, তাহলে এও চেষ্টা করা প্রয়োজন, ঈশ্বর যেন দেখতে পান আমরা খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের অংশী, যাতে করে এ দেহে থাকতেও আমরা মৃত্যু থেকে জীবনে উত্তীর্ণ হতে পারি।

যে কেউ এক জীবনধারণ থেকে অন্য জীবনধারণে উত্তীর্ণ হয়, তার রূপান্তর যাই হোক না কেন তার পক্ষে উদ্দেশ্যটি হল, সে আগে যা ছিল তাতে থেকে যাওয়া নয়, বরং সে যা ছিল না তাতেই নবজন্ম লাভ করা।

তবু কার জন্য আমরা জীবনযাপন করব বা মৃত্যুবরণ করব, তা জানা একান্ত প্রয়োজন; কেননা এমন মৃত্যু আছে যা জীবনের উৎস, ও এমন জীবন রয়েছে যা মৃত্যুর কারণ। আর দু'টোর মধ্যে বেছে নেওয়া কেবল এ বর্তমানকালেই সম্ভব: এ অস্থায়ী জীবনে যে ধরনের কর্ম পালন করি, চিরকালীন জীবনে যে কী প্রতিফল পাব তার উপরেই নির্ভর করে।

সুতরাং এ প্রয়োজন: শয়তানের কাছে মৃত্যুবরণ করব ও ঈশ্বরের জন্য জীবনযাপন করব; অধর্ম ত্যাগ করব যেন ধর্মময়তার উদ্দেশে পুনরুত্থান করতে পারি। আর যেহেতু—স্বয়ং সত্যের বাণী অনুসারে—*দুই মনিবের সেবায় থাকা কারও পক্ষে সম্ভব নয়,* সেজন্য প্রভু যেন আমাদের জন্য সেই তিনিই না হন, যিনি গর্বিতদের বিক্ষিপ্ত করেন, বরং তিনিই হন, যিনি বিনম্রদের গৌরবে উন্নীত করেন। প্রেরিতদূত বলেন, *প্রথম মানুষ মাটি থেকে আগত, মৃন্ময়; দ্বিতীয় মানুষ স্বর্গ থেকে আগত। মৃন্ময় যারা, তারা সেই মৃন্ময়ের মত, এবং স্বর্গীয় যারা, তারা সেই স্বর্গীয়জনের মত। আর আমরা যেমন সেই মৃন্ময়ের প্রতিমূর্তি ধারণ করেছি, তেমনি সেই স্বর্গীয়জনের প্রতিমূর্তিও ধারণ করব।* এ রূপান্তর নিয়ে আমাদের গভীর আনন্দে আনন্দিত হওয়া দরকার, কেননা এর মধ্য দিয়েই তো আমরা পার্থিব জঘন্য দশা থেকে স্বর্গীয় মর্যাদায় উত্তীর্ণ হই তাঁরই অবর্ণনীয় করুণা গুণে, যিনি তাঁর নিজের কাছে

আমাদের উন্নীত করার জন্য আমাদের কাছে নেমে এলেন: আর তিনি এতই নিচে নামলেন যে, শুধু মানবস্বরূপ নয়, বরং পাপাধীন স্বরূপের দশাও ধারণ করায় সম্মত হলেন যাতে যন্ত্রণার অতীত ঈশ্বর নিজের ব্যক্তিত্বে সেই যন্ত্রণাই ভোগ করেন, যা মরণশীল মানুষ নিজের দুর্দশায় বহন করে।

শ্লোক গা ২:১৯,২০

প্র আমি বিধানের কাছে মৃত, যেন ঈশ্বরের কাছে জীবিত হতে পারি; এখন এই দেহে যে জীবন আমি যাপন করি, সেই ঈশ্বরপুত্রের প্রতি বিশ্বাসেই তা যাপন করি,
উ যিনি আমাকে ভালবেসেছেন এবং আমার জন্য নিজেকে বিসর্জন দিয়েছেন।
প্র আমাকে খ্রীষ্টের সঙ্গে ক্রুশে দেওয়া হয়েছে; অথচ আমি এখনও জীবিত আছি; কিন্তু সে তো আর আমি নয়, আমার অন্তরে স্বয়ং খ্রীষ্টই জীবনযাপন করেন,
উ যিনি আমাকে ভালবেসেছেন এবং আমার জন্য নিজেকে বিসর্জন দিয়েছেন।

পুণ্য মঙ্গলবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - বিলাপ ১:১-১২,১৮-২০

যেরুসালেমের বিষণ্ন অবস্থা

হায়, কেমন একাকিনী হয়ে বসে আছে সেই নগরী,
যা একসময়ে লোকে পরিপূর্ণা ছিল!
সর্বজাতির মধ্যে যে ছিল প্রধানা,
সে হয়েছে বিধবার মত।
একসময়ে প্রদেশগুলোর মধ্যে যে ছিল ঠাকুরানী,
সে এখন করের অধীনা।

সে কাঁদে সারারাত ধরে,
তার গাল বেয়ে অঝোরে পড়ে অশ্রুজল;
তার সকল প্রেমিকের মধ্যে
তাকে সান্ত্বনা দেবে এমন কেউ নেই;
তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তার সকল সখা,
তারা সকলেই এখন তার শত্রু।

দুঃখ ও তীব্র শ্রমের পরে
যুদা গিয়েছে নির্বাসন-দেশে;
জাতিসকলের মাঝেই এখন তার বাস,
সে কোথাও পাচ্ছে না একটা বিশ্রামস্থান;
তার সমস্ত সঙ্কটের মাঝে
তার নাগাল পেয়েছে তার সকল উৎপীড়ক।

সিয়োনের দিকে যত পথ শোক পালন করছে,
তার পর্বোৎসবে আর কেউ আসে না;
শূন্যই তার সকল নগরদ্বার,
দীর্ঘশ্বাস ফেলে তার যাজক-সমাজ;
তার কুমারীরা দুঃখক্লিষ্ট,

সে নিজেই করছে তিক্ত কষ্টভোগ।

তার বিরোধীরাই এখন তার মাথা,
তার শত্রুসকল সমৃদ্ধি ভোগ করছে,
কারণ তার অসংখ্য অধর্মের জন্য
তাকে ক্লিষ্ট করেছেন প্রভু;
শত্রুদের দ্বারা তাড়িত হয়ে
তার বালকেরা বন্দিদশায় গেল।

আর সিয়োন কন্যার যে সমস্ত শোভা,
এখন তার হয়েছে অন্তর্ধান।
তার নেতাসকল হয়েছে এমন হরিণের মত,
যেগুলো পায় না কোন চারণমাঠ;
তাদের বিতাড়কদের আগে আগে তারা
শক্তিহীন হয়ে যায়, পালিয়ে যায়।

যেরুসালেমের এখন মনে পড়ে
তার দুঃখ ও দুর্গতির সেই সকল দিন,
—তার প্রাচীনকালের সমস্ত ঐশ্বর্য-ধন—
যে দিনে তার নিবাসীসকল মারা পড়ছিল শত্রুর হাতে,
আর তার সাহায্য করার মত কেউই ছিল না।
তার শত্রুরা তখন তার দিকে তাকাত,
তার সর্বনাশে করত উপহাস।

যেরুসালেম এমন গুরু পাপ করেছে যে,
সে হয়েছে যেন অশুচি বস্তুর মত;
যারা তাকে সম্মান করত, তারা এখন তাকে তুচ্ছ করে,
তারা যে তার উলঙ্গতা দেখতে পায়!
সে নিজেও দীর্ঘশ্বাস ফেলে,
পিছন ফিরে পড়ে যায়।

তার মলিনতা রয়েছে তার বস্ত্রের প্রান্তভাগে,
মনে করছিল না সে এমনটি হবে তার নিজের পরিণাম;
আর এইজন্য আশ্চর্য হয়েছে তার পতন,
তাকে সান্ত্বনা দেবে এখন কেউ নেই।
'আমার দুঃখের দিকে চেয়ে দেখ, প্রভু,
আমার শত্রু আমার উপর যে করছে জয়োল্লাস।'

তার সমস্ত মনোহর বস্তুর উপর
বিরোধী বাড়াচ্ছে তার আপন হাত;
হ্যাঁ, সে দেখতে পাচ্ছে সেই বিজাতীয় সকলকে
তার আপন পবিত্রধামে প্রবেশ করতে,
যাদের তুমি নিষেধ করেছিলে
তোমার জনসমাবেশে প্রবেশ করতে।

তার সমস্ত জনগণ দীর্ঘশ্বাস ফেলছে,

অন্নের অন্বেষণ করছে;
খাদ্যের বিনিময়ে নিজ নিজ মনোহর যত বস্তু দিচ্ছে,
যাতে পুনরুজ্জীবিত করতে পারে তাদের আপন প্রাণ;
'চেয়ে দেখ গো প্রভু;
ভেবে দেখ আমি কেমন অবজ্ঞার পাত্র।

তোমরা সকলে, যারা এই পথ দিয়ে চল,
ভেবে দেখ, চেয়ে দেখ তোমরা,
এমন দুঃখ আছে কিনা, যা আমার এই দুঃখের মত,
এই যে দুঃখ দেওয়া হয়েছে আমায়,
এই যে দুঃখদণ্ডে প্রভু আমায় দণ্ডিত করলেন
তাঁর জ্বলন্ত ক্রোধের দিনে।

প্রভু ধর্মময়,
আমিই যে হয়েছি তাঁর বাণীর প্রতি বিদ্রোহিণী!
শোন, হে জাতিসকল,
আমার দুঃখের দিকে চেয়ে দেখ!
আমার কুমারী ও যুবাসকল
বন্দিদশায় গেছে!

আমি আমার প্রেমিকদের ডাকলাম,
কিন্তু আমার প্রতি তারা বিশ্বাসঘাতকতা করল;
আমার যাজক, আমার প্রবীণসকল
নগরীর মধ্যে প্রাণত্যাগ করল,
তারা অন্নের অন্বেষায় ছিল,
যাতে বাঁচাতে পারে প্রাণ।

দেখ, প্রভু, কেমন সঙ্কট আমার!
আমার অন্ত্ররাজি আলোড়িত,
বুকে হৃদয় কম্পান্বিত,
আমি যে সত্যিই হয়েছি বিদ্রোহিণী!
বাইরে খড়্গ আমায় নিঃসন্তান করছে,
ভিতরে মৃত্যুই যেন উপস্থিত!

শ্লোক বিলাপ ১:১২

প্র তোমরা সকলে, যারা এই পথ দিয়ে চল, ভেবে দেখ, চেয়ে দেখ তোমরা,
উ এমন দুঃখ আছে কিনা, যা আমার এই দুঃখের মত।
প্র শোন সর্বজাতি, চেয়ে দেখ
উ এমন দুঃখ আছে কিনা, যা আমার এই দুঃখের মত।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু হিলারি-লিখিত 'সামসঙ্গীত-মালার ব্যাখ্যা' **সাম ১৩১:৬-৭**

যিনি জীবন, সেই খ্রীষ্ট মৃত্যুবরণ করতে চাইলেন
তিনি যেন আমাদের ঈশ্বরের যোগ্য আবাস করে তুলতে পারেন

ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট, যিনি ন্যায়বান হওয়ায় মানবপরিত্রাণের সমস্ত রহস্যের সিদ্ধি

সাধন করলেন ও যাঁর পূর্বাভাস নবীরা দাউদে দেখেছিলেন, তিনি বিশেষভাবে একাজ সম্পন্ন করতে চাইলেন, তিনি যেন ঐশজ্ঞানে বিজ্ঞ মানুষকে ঈশ্বরের যোগ্য আবাস করে তোলেন। মানুষেরই যে ঈশ্বরের আবাস হবার কথা, তা আমরা স্বয়ং ঈশ্বরের কাছ থেকেই জানি, যিনি নবীর মুখ দিয়ে বলেন, *আমি তাদের মাঝখানে আমার আপন আবাস স্থাপন করব, তাদের মধ্যে গমনাগমন করব; আমি হব তাদের আপন পরমেশ্বর, আর তারা হবে আমার আপন জনগণ;* তিনি আরও বলেন, *তারা চিরকালের মত আনন্দ করবে, ও আমি তাদের মধ্যে বসবাস করব।* তাছাড়া সুসমাচারে প্রভু একথা বললেন, *যে কেউ আমাকে ভালবাসে, সে আমার বাণী মেনে চলবে; আর আমার পিতা তাকে ভালবাসবেন, ও আমরা তার কাছে আসব ও তার কাছে করব আমাদের নিজেদের বাসস্থান।* প্রেরিতদূতও একথা বলেন, *তোমরা ঈশ্বরের মন্দির, ও ঈশ্বরের আত্মা তোমাদের অন্তরে নিবাসী হয়ে আছেন।*

ঈশ্বর ভক্তদের মনে বাস করেন বটে, কিন্তু দৈহিক অর্থে বা এমন উচ্চতর ধরনের আগমনের ফলে নয়, তিনি কেমন যেন এক স্থান থেকে বেরিয়ে যেখানে প্রবেশ করলেন সেইখানে মাত্র থাকেন; না, তিনি বরং পার্থিব কালিমা থেকে মুক্ত হৃদয়ে আত্মিক শক্তিগুণে প্রবেশ করেন ও তাদের আলোকিত করার উদ্দেশ্যে পবিত্রতায় উন্মুক্ত মনের মধ্যে আলোরূপেই নিজেকে সঞ্চার করেন।

এজন্য তাঁর আপন ধারণ করা দেহে ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র শপথ করেন, তিনি আপন গৃহের মধ্যে ঢুকবেন না, অর্থাৎ আপন স্বর্গীয় আবাসে ফিরে যাবেন না যতক্ষণ মানুষের অন্তর প্রভুর বাসস্থান না করে তোলেন। একইভাবে তিনি শয্যায় শুতে যেতে চাইলেন না। এখন, শয্যাটা হচ্ছে মানব শ্রমের বিশ্রাম ও ক্লান্ত দেহের আরাম; কিন্তু যেহেতু ঈশ্বরের অক্লান্তিকর স্বরূপ শ্রম মানে না, সেজন্য স্বর্গে ঈশ্বর সবসময়ই বিশ্রামে আছেন ও সবসময়ই শয্যায় শায়িত, অর্থাৎ তাঁর বিশ্রাম অবিরত।

আমাদের প্রভু আপন ঐশস্বরূপ বজায় রেখে দাসের অবস্থা ধারণ করলেন ও মৃত্যু পর্যন্ত, এমনকি ক্রুশমৃত্যু পর্যন্তই বাধ্য হলেন: আমি জানি না, তিনি মৃত্যুর চেয়ে অধিক কষ্টকর কোন্ যন্ত্রণা ভোগ করতে পারতেন। তিনি কিন্তু কেবল এ উদ্দেশ্যেই ক্রুশমৃত্যু পর্যন্ত বাধ্য হলেন, যেন আমাদের ঈশ্বরের যোগ্য আবাস করে তুলতে পারেন। বস্তুত নিজেই জীবন যিনি, তিনি মৃত্যু বরণ করতে চাইলেন ও অক্লান্ত শক্তি প্রকাশে দেহের এই দুর্বল আবাস ধারণ করতে অস্বীকার করেননি যেন আপন ঐশস্বরূপ বজায় রেখে দাসের অবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। অতএব তিনি তাঁর সেই শাশ্বত আনন্দের শয্যা ছেড়ে দিলেন; এবং তখনই তাঁর সেই শয্যা দুর্বলতায় পরিণত করলেন যখন পিতার ইচ্ছার প্রতি বাধ্যতা গুণে তিনি ঈশ্বর হয়েও মানুষ, শক্তিমান হয়েও দুর্বল, জীবনদাতা হয়েও মৃত্যুর অধীন, ও অনাদিকালীন বিচারকর্তা হয়েও নিজেকে ক্রুশদণ্ডের যোগ্য অপরাধী করলেন।

শ্লোক ফিলি ২:৬-৭; রো ১৫:১,৩

প্র খ্রীষ্ট অবস্থায় ঈশ্বর হয়েও ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর সমতুল্যতাকে আঁকড়ে ধরার বস্তু মনে করলেন না;
উ বরং দাসের অবস্থা ধারণ করে তিনি নিজেকে রিক্ত করলেন।
প্র আমাদের উচিত নিজেদের তুষ্ট করা নয়, কিন্তু দুর্বলদের দুর্বলতা তাদের সঙ্গে বহন করা; বাস্তবিকই খ্রীষ্ট নিজেকে তুষ্ট করতে চেষ্টা করেননি,
উ বরং দাসের অবস্থা ধারণ করে তিনি নিজেকে রিক্ত করলেন।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - যেরে ৮:১৩–৯:৯

প্রভুর আঙুরলতার উপর বিলাপ

আমি তাদের নিঃশেষেই নিশ্চিহ্ন করব—প্রভুর উক্তি:
আঙুরলতায় আর থাকবে না আঙুরফল,
ডুমুরগাছেও আর থাকবে না ডুমুরফল,
কেবল জীর্ণ পাতাই থাকবে;
হ্যাঁ, আমি এমন এক জাতিকে যুগিয়েছি, যারা তাদের পদদলিত করবে!

আমরা কেন বসে থাকি?
জড় হও; এসো, আমরা সুরক্ষিত নগরগুলিতে প্রবেশ করে সেখানে নিস্তব্ধ হয়ে থাকি,
কারণ আমাদের পরমেশ্বর প্রভুই আমাদের স্তব্ধ করে দিচ্ছেন।
তিনি তো বিষাক্ত জল আমাদের পান করাচ্ছেন,
আমরা যে প্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করেছি!
আমরা শান্তির জন্য প্রত্যাশা করছিলাম, কিন্তু মঙ্গল হল না;
নিরাময়-ক্ষণের প্রত্যাশায় ছিলাম, কিন্তু দেখ, সন্ত্রাসই উপস্থিত।
দান থেকে তার ঘোড়াদের হাঁপানি শোনা যাচ্ছে,
তার দ্রুতগামী ঘোড়াদের ডাকের শব্দে সমস্ত দেশ কাঁপছে;
তারা দেশ ও তার মধ্যে যা কিছু আছে,
শহর ও তার অধিবাসীদের গ্রাস করতে আসছে।
দেখ, আমি তোমাদের মাঝে পাঠাচ্ছি এমন বিষাক্ত সাপের দল,
যেগুলো কোন জাদু মানবে না; সেগুলো তোমাদের কামড়াবে। প্রভুর উক্তি।
হায়, আমার দুঃখের প্রতিকার নেই!
আমার হৃদয় মূর্ছা যায়!
এই যে, দূরদূরান্তর এক বিস্তীর্ণ দেশ থেকে
আমার জাতি-কন্যার চিৎকার ধ্বনিত হচ্ছে;
প্রভু কি সিয়োনে আর নেই?
তার রাজা কি তার মধ্যে আর নেই?
তারা কেন তাদের দেবমূর্তি দ্বারা,
ও বিজাতীয় অসার বস্তুগুলো দ্বারা আমাকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছে?
শস্য কাটার সময় গেল, ফলসংগ্রহের কাল শেষ হল,
কিন্তু আমরা পরিত্রাণ পাইনি।
আমার জাতি-কন্যার ক্ষতের জন্য আমি নিজেই বিক্ষত,
আমি সম্পূর্ণ দিশেহারা, সন্ত্রাসগ্রস্ত।
গিলেয়াদে কি আর মলম নেই?
সেখানে আর কোন চিকিৎসক নেই?
আমার জাতি-কন্যার ক্ষত কেন নিরাময় হয় না?
হায়, কে আমার মাথা জলের উৎস করবে?
কে আমার চোখ অশ্রুজলের ঝরনা করবে,
যেন আমার জাতি-কন্যার নিহতদের জন্য
আমি দিনরাত অঝোরে চোখের জল ফেলতে পারি?
হায়, মরুপ্রান্তরে কে আমাকে রাত্রিযাপনের জন্য আশ্রয় দেবে?
তাহলে আমি আমার স্বজাতিকে ছেড়ে দূরে চলেই যেতাম,
তারা সকলেই যে ব্যভিচারী, সকলেই যে বিশ্বাসঘাতকের দল!
তারা জিহ্বা বাঁকায় ধনুকের মত,
দেশ জুড়ে সত্য নয়, মিথ্যাই বিজয়ী।
তারা অপকর্ম থেকে অপকর্মের মধ্যে পা বাড়ায়,
কিন্তু আমাকে জানে না—প্রভুর উক্তি।
প্রত্যেকে নিজ নিজ বন্ধুর বিষয়ে সাবধান থাকুক!
কোন ভাইয়ের উপর ভরসা রেখো না,

কারণ প্রত্যেক ভাই যাকোবের মত প্রবঞ্চনাকারী,
প্রত্যেক বন্ধু পরনিন্দা করে বেড়ায়।
বন্ধু বন্ধুর প্রতি ছলনা খাটায়,
কেউই সত্যকথা বলে না।
তারা তাদের জিহ্বাকে মিথ্যাকথা বলতে দক্ষ করেছে,
যত কষ্ট স্বীকার করে অপকর্ম করে চলে।
তোমার জীবন ছলনার মধ্যে যাপিত জীবন;
তাদের ছলনায় তারা আমাকে জানতে অসম্মত—প্রভুর উক্তি।
এজন্য সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন:
দেখ, আমি তাদের নিখাদ করব, তাদের যাচাই করব;
অপকর্মের সামনে আমি আমার জাতি-কন্যার প্রতি কেমন ব্যবহার করব?
তাদের জিহ্বা মারাত্মক তীর,
তাদের মুখের কথা সবই ছলনা।
প্রত্যেকে প্রতিবেশীকে শান্তির কথা শোনায়,
কিন্তু মনে মনে তার জন্য ফাঁদ পাতে।
তেমন কর্মের জন্য আমি কি তাদের প্রতিফল দেব না?
—প্রভুর উক্তি—
আমার প্রাণ কি তেমন জাতির উপর প্রতিশোধ নেবে না?
আমি পাহাড়পর্বতের জন্য কান্না ও হাহাকার করব,
প্রান্তরের চারণভূমির জন্য বিলাপ করব,
কারণ সেগুলো দগ্ধ, সেখান দিয়ে আর কেউই যায় না,
গবাদি পশুর সুরও আর শোনা যায় না।
আকাশের পাখি ও পশু—
সবই পালিয়ে গেছে, সবই চলে গেছে।

শ্লোক যেরে ২:২১ দ্রঃ

প্র আমি সেরা আঙুরলতা করেই তোমাকে পুঁতেছিলাম;
উ তুমি কেমন করে জারজ আঙুরলতার শাখায় রূপান্তরিত হয়েছ যে, আমাকে ক্রুশে দিলে ও বারাব্বাসকে মুক্ত করে দিলে?
প্র আমি একেবারে উৎকৃষ্ট জাতের সেরা আঙুরলতা করেই তোমাকে পুঁতেছিলাম;
উ তুমি কেমন করে জারজ আঙুরলতার শাখায় রূপান্তরিত হয়েছ যে, আমাকে ক্রুশে দিলে ও বারাব্বাসকে মুক্ত করে দিলে?

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু সিপ্রিয়ান-লিখিত 'সহিষ্ণুতার নানা গুণ' ৬-৭

তিনি সবকিছু শেষ পর্যন্ত সহ্য করেন,
যাতে পূর্ণ ও নিখুঁত সহিষ্ণুতা খ্রীষ্টেই সিদ্ধি লাভ করে

যিনি পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করতে এসেছিলেন বলে ঘোষণা করলেন, তিনি যে নানা বিস্ময়কর গুণের মধ্য দিয়ে ঐশমাহাত্ম্যের বিচারগুলি প্রকাশ করলেন, সেই নানা গুণের মধ্যে তিনি গভীর কোমলতার মনোভাবে পিতার সহিষ্ণুতাও মূর্ত করলেন। পৃথিবীতে তাঁর আগমনের প্রথম মুহূর্ত থেকে তাঁর প্রতিটি কাজ সহিষ্ণুতায় চিহ্নিত; সর্বপ্রথম এ হচ্ছে যে, সেই স্বর্গীয় শ্রেষ্ঠত্ব থেকে পার্থিব দশায় নমিত হয়ে তিনি ঈশ্বরপুত্র হয়েও মানবদেহ পরিধান করতে, ও নিষ্পাপ হয়েও পরের পাপ হরণ করতে অস্বীকার করেননি। সেজন্য অমরত্ব ত্যাগ করে তিনি মরণশীল হতে প্রসন্ন হলেন, যাতে নিরপরাধী তিনি অপরাধীদের পরিত্রাণের জন্য মরতে পারেন। যিনি প্রভু, তিনি দাসের

হাতে ধৌত হন, ও যাঁর সকলের পাপ মোচন করার কথা, তিনি নবজন্মের জলপ্রক্ষালনে আপন দেহ ধৌত করতে কুণ্ঠিত নন।

যিনি পরকে পরিপুষ্ট করেন, তিনি চল্লিশ দিনের উপবাস পালন করেন, ও ক্ষুধা ও পিপাসার জ্বালার অভিজ্ঞতা করেন, যারা বাণী ও অনুগ্রহের জন্য ক্ষুধার্ত ছিল, তারা যেন স্বর্গীয় রুটিতে পরিতৃপ্ত হতে পারে। তিনি প্রলুব্ধকারী সেই শয়তানের সঙ্গে সংগ্রাম করেন, ও তাঁকে পরাভূত করায় প্রীত হয়ে আর বেশি কথা বলেন না।

তিনি শিষ্যদের কাছে দাসদের কাছেই যেন প্রভুর অধিকার দেখিয়ে আদেশ করেন না; তিনি বরং কোমল ও নম্র হয়ে তাঁদের ভাইদের মত ভালইবাসেন; এমনকি প্রেরিতদূতদের পাও ধুয়ে দেন, যেন আপন আদর্শ দানে শেখাতে পারেন যে, যখন প্রভু আপন দাসদের সঙ্গে সেইভাবে ব্যবহার করেন, তখন দাসও আপন সদৃশদের সঙ্গে সেইভাবে ব্যবহার করবে।

যারা তাঁর অনুসরণ করত, তিনি যে তাদের সঙ্গেও সেভাবে ব্যবহার করলেন, এতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই: তিনি তো অসীম সহিষ্ণুতার সঙ্গে শেষ পর্যন্তই যুদাকে সহ্য করলেন: তিনি শত্রুর সঙ্গে ভোজে বসলেন, তার ষড়যন্ত্র জেনেও তার শত্রুতা প্রকাশ করেননি, এমনকি বিশ্বাসঘাতকের চুম্বনও অস্বীকার করেননি।

যন্ত্রণাভোগ ও ক্রুশের সময়েও, তাঁর হত্যা ও রক্তপাতের নির্মমতম ক্ষণ আসার আগে পর্যন্ত তিনি কতই না অপমান ও গালি সহিষ্ণু হয়ে শোনেন, কতই না লজ্জাকর তামাশা সহ্য করেন, এমনকি যিনি কিছু দিন আগে থুথু দিয়েই জন্মান্ধকে দৃষ্টিশক্তি দান করেছিলেন, তিনি তার অপমানকারীদের থুথু আপন দেহে গ্রহণ করেন। যাঁর নামে এখন তাঁর সেবকেরা শয়তানকে তার দূতদের সহ কশাঘাত করে, তিনি কশাঘাত গ্রহণ করেন। যিনি সাক্ষ্যমরদের শাশ্বত ফুলের মালায় ভূষিত করেন, তাঁর মাথায় কাঁটার মুকুট দেওয়া হয়; যিনি বিজয়ীদের প্রকৃত জয়চিহ্ন সেই খেজুরপাতা দান করেন, তাঁর মুখমণ্ডলে হাতের পাতা দিয়ে মারা হয়; যিনি পরকে অমরত্বে পরিবৃত করেন, তিনি পার্থিব পোশাকে বিবস্ত্র হন; যিনি স্বর্গীয় খাদ্য দান করলেন, তাঁকে পিত্তি দেওয়া হয়; তিনি পরিত্রাণের পানীয় দান করছেন আর দেখ, তাঁর পিপাসায় সির্কা দেওয়া হয়।

যিনি নিরপরাধী, যিনি ন্যায়বান, এমনকি যিনি স্বয়ং নিরপরাধিতা ও ন্যায় স্বরূপ, তাঁকে অপকর্মাদের মধ্যে গণ্য করা হয়; স্বয়ং সত্য মিথ্যাসাক্ষ্য দ্বারা পদদলিত; যাঁর সমস্ত বিচার সম্পন্ন করার কথা, তিনি বিচারিত; যিনি ঈশ্বরের বাণী, তিনি নীরবেই ক্রুশের দিকে নিজেকে চালিত হতে দেন। আর যখন প্রভুর ক্রুশের সাক্ষাতে জ্যোতিষ্করাজি দিশেহারা হয়, সমস্ত পদার্থ আলোড়িত হয়, পৃথিবী কম্পিত হয়, রাত দিনকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে, তখন তিনি নীরব থাকেন, অটল থাকেন, যন্ত্রণাভোগের সময়েও আপন ঐশমর্যাদার কথা উল্লেখ করেন না।

শ্লোক ইসা ৫৩:৭,১২ দ্রঃ

প্র তিনি ছিলেন জবাইখানায় চালিত মেষশাবকেরই মত—তবু খুললেন না মুখ। তিনি মৃত্যুর হাতে নিজেকে সঁপে দিলেন

উ আপন জাতিকে জীবন দেবার জন্য।

প্র তিনি মৃত্যু পর্যন্তই নিজের প্রাণ উজাড় করে দিলেন, এবং বিদ্রোহীদের একজন বলে গণ্য হলেন

উ আপন জাতিকে জীবন দেবার জন্য।

পুণ্য বুধবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - বিলাপ ২:১-১০

প্রভুর দেওয়া শাস্তি

আপন ক্রোধে প্রভু কেমন অন্ধকারে
সিয়োন কন্যাকে আচ্ছন্ন করেছেন!

তিনি স্বর্গ থেকে মাটিতে ছুড়ে ফেলে দিলেন
ইস্রায়েলের কান্তি।
তিনি নিজের ক্রোধের দিনে
স্মরণ করেননি তাঁর আপন পাদপীঠ।

প্রভু দয়া না দেখিয়ে
বিনাশ করেছেন যাকোবের সকল বাসস্থান;
কুপিত হয়ে উৎপাটন করেছেন তিনি
যুদা-কন্যার যত দৃঢ়দুর্গ;
তার রাজ্য ও তার নেতাদের তিনি
ভূমিসাৎ করেছেন, করেছেন অপবিত্র।

জ্বলন্ত ক্রোধে তিনি উচ্ছেদ করেছেন
ইস্রায়েলের সমস্ত প্রতাপ;
শত্রুর আগমনে তিনি
ফিরিয়ে নিয়েছেন তাঁর আপন ডান হাত;
যাকোবকে জ্বালিয়েছেন এমন অগ্নিশিখার মত,
যা চারদিকে সবকিছু করে গ্রাস।

তিনি আপন ধনুকে চাড়া দিচ্ছেন শত্রুর মত,
তাঁর ডান হাত শক্ত করে রাখছেন বিরোধীর মত;
সবই বধ করছেন, যা চোখের পুলক।
সিয়োন কন্যার তাঁবুর উপর
তিনি নিজের রোষ বর্ষণ করছেন আগুনের মত।

প্রভু হয়েছেন শত্রুর মত,
ইস্রায়েলকে ধ্বংস করছেন;
ধ্বংস করছেন তার সকল প্রাসাদ,
ভেঙে ফেলছেন তার যত দৃঢ়দুর্গ;
বৃদ্ধি করেছেন
যুদা-কন্যার বিলাপ, তার শোক।

তিনি কুটির সহ নষ্ট করেছেন সেই উদ্যান,
ধ্বংস করেছেন সেই উদ্যানের মিলন-স্থান;
সিয়োনে মুছে ফেলেছেন
যত পর্বোৎসব ও সাব্বাতের স্মৃতি,
রাজা ও যাজককে তিনি
উপেক্ষা করেছেন তাঁর উত্তপ্ত ক্রোধে।

প্রভু পরিত্যাগ করেছেন তাঁর আপন বেদি,
ঘৃণা করেছেন তাঁর আপন পবিত্রধাম;
তুলে দিয়েছেন শত্রুর হাতে
তার যত প্রাসাদের প্রাচীর;
তারা প্রভুর গৃহে জাগিয়ে তুলছে কোলাহল
এক পর্বদিনেই যেন!

প্রভু সঙ্কল্প নিয়েছেন,
তিনি ভেঙে ফেলবেন সিয়োন কন্যার প্রাচীর ;
সুতো টেনে তিনি মাপতে লাগলেন,
বিলুপ্তি থেকে ফিরিয়ে নেবেন না তাঁর আপন হাত ;
তিনি বিষণ্ন করেছেন প্রাকার, বিষণ্ন করেছেন প্রাচীর,
এখন দু'টোই নিস্তেজ !

মাটিতে নিমজ্জিত রয়েছে যত নগরদ্বার,
তিনি ভেঙে ফেলেছেন, ছিন্ন করেছেন তার অর্গল ;
তার রাজা, তার নেতারা—সকলেই বিজাতীয়দের মাঝে,
বিধান-পুস্তক আর নেই ;
তার নবীরাও প্রভু থেকে
আর কোন দর্শন পায় না।

সিয়োন কন্যার প্রবীণসকল
নীরব হয়ে মাটিতে বসে আছে,
মাথায় ছড়াচ্ছে ধুলা,
কোমরে চটের কাপড় বাঁধা ;
যেরুসালেমের কুমারীসকল
মাটি পর্যন্ত মাথা হেঁট করছে।

শ্লোক মথি ২৩:৩৭,৩৮; ইসা ২৯:৩,৪

প্র হে যেরুসালেম, মুরগি যেমন নিজের বাচ্চাদের ডানার নিচে জড় করে, তেমনি আমিও কতবার তোমার সন্তানদের জড় করতে ইচ্ছা করেছি !
উ দেখ, তোমাদের গৃহ তোমাদের জন্য উৎসন্ন হয়ে পড়বে !
প্র আমি গড় দিয়ে চারদিকে তোমাকে ঘিরে ফেলব, তোমার বিরুদ্ধে অবরোধ-জাঙ্গাল নির্মাণ করব ; তুমি ধুলায় পতিতা হবে।
উ দেখ, তোমাদের গৃহ তোমাদের জন্য উৎসন্ন হয়ে পড়বে !

দ্বিতীয় পাঠ - ইগ্নির মঠাধ্যক্ষ ধন্য গেরিকের উপদেশাবলি তালপত্র, উপদেশ ২:১

আমি যেন আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের ক্রুশে ছাড়া
অন্য কিছুতে কখনও গৌরববোধ না করি

এই যে দিনগুলিতে প্রভুর যন্ত্রণাভোগ ও মৃত্যুর স্মৃতি গাম্ভীর্যের সঙ্গে উদ্‌যাপিত, যীশু খ্রীষ্টের, এমনকি ক্রুশবিদ্ধই খ্রীষ্টের বিষয়ের চেয়ে অন্য উপযুক্ত বিষয় প্রচার করার মত আর কিছু নেই। প্রকৃতপক্ষে অন্যান্য দিনেও কোন্ বিষয় ঘোষণা করা যেতে পারে যা এ বিষয়ের চেয়ে বিশ্বাসের অধিক সমরূপ, শ্রোতাদের জন্য অধিক গঠনমূলক, ও আচার-আচরণ সংস্কারের জন্য অধিক উপকারী? ক্রুশবিদ্ধজনের স্মৃতির চেয়ে আর কীবা আছে যা পাপ বিনাশ করে, রিপু ক্রুশবিদ্ধ করে, গুণাবলি পুষ্ট ও বলীয়ান করে?

প্রেরিতদূত পল সিদ্ধপুরুষদের মধ্যে গুপ্ত ও রহস্যময় প্রজ্ঞারই কথা বলুন, মানুষের চোখেও সিদ্ধপুরুষ নয় এই আমার কাছে কিন্তু তিনি সেই ক্রুশবিদ্ধ খ্রীষ্টেরই কথা প্রচার করুন, যিনি, যারা বিনাশপথে চলছে, তাদের কাছে মূর্খতার নামান্তর ; কিন্তু আমার জন্য ও যারা পরিত্রাণ পায়, সেই আমাদের কাছে তা ঈশ্বরের পরাক্রম ও ঈশ্বরের প্রজ্ঞা। আমার পক্ষে এ হচ্ছে এমন সর্বোচ্চ ও খাঁটি দর্শনবিদ্যা স্বরূপ যে, তার খাতিরে আমি জগৎ ও সংসারের চোখে যা প্রজ্ঞা তা তাচ্ছিল্যের বস্তু মনে করি।

আহা, আমি প্রজ্ঞায় কতই না পরিপক্ক ও বিজ্ঞ নিজেকে গণ্য করতাম, যদি সেই ক্রুশবিদ্ধজনের খাঁটি শিষ্য বলে পরিগণিত হতে পারতাম, যিনি ঈশ্বরের পরাক্রমে আমাদের জন্য প্রজ্ঞা ও ধর্মময়তা শুধু নয়, পবিত্রতা ও মুক্তিও হয়ে উঠেছেন! সুতরাং, তুমি যদি খ্রীষ্টের সঙ্গে ক্রুশবিদ্ধ, তাহলে তুমি প্রজ্ঞাবান, ধর্মময়, পবিত্র ও মুক্ত। সে-ই কি প্রকৃত প্রজ্ঞাবান নয়, যে খ্রীষ্টের সঙ্গে পৃথিবী থেকে উত্তোলিত হয়ে উর্ধ্বলোকের বিষয়ের অন্বেষণ করে? সে কি অধর্মময় হতে পারে, যার অন্তরে পাপদেহ বিনষ্ট হয়েছে সে যেন পাপের দাস না হয়? সে কি পবিত্র নয়, যে জীবন্ত, পবিত্র, ও ঈশ্বরের গ্রহণীয় বলি রূপে নিজেকে উৎসর্গ করে? সে কি মুক্ত নয়, যে ঈশ্বরের পুত্র দ্বারা মুক্তি পেয়েছে, ও আপন মুক্ত বিবেকের খাতিরে ভরসার সঙ্গে সুসমাচারে পুত্রের এ উক্তি আপন করতে পারে, *এ জগতের অধিপতি আসছে; আমার উপর কিন্তু তার কোন অধিকার নেই।*

সত্যি, সেই ক্রুশবিদ্ধজনের কাছে রয়েছে কৃপা, তাঁর কাছের মুক্তি মহান; তিনি তো মুক্ত হয়ে এ জগতের অধিপতির যত নিন্দা থেকে রেহাই পেতে যোগ্য হয়ে ইস্রায়েলকে তার সমস্ত অপরাধ থেকে মুক্ত করেছেন। সুতরাং প্রভুর সেই বিমুক্ত জনগণ, যাদের তিনি শত্রুর হাত থেকে মুক্ত করলেন ও সমস্ত দেশ থেকে সংগ্রহ করলেন, তারা সকলে তাদের গুরুর কণ্ঠে ও আত্মায় বলে চলুক, *আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের ক্রুশে ছাড়া আমি আর অন্য কিছুতেই যেন গর্ব না করি।*

শ্লোক ফিলি ১:২১; গা ৬:১৪

প্র আমার পক্ষে জীবন খ্রীষ্ট, এবং মৃত্যু লাভ।
উ আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের ক্রুশে ছাড়া আমি আর অন্য কিছুতেই যেন গর্ব না করি।
প্র তা দ্বারাই আমার কাছে জগৎ, ও জগতের কাছে আমি ক্রুশবিদ্ধ।
উ আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের ক্রুশে ছাড়া আমি আর অন্য কিছুতেই যেন গর্ব না করি।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - যেরে ১১:১৮—১২:১৩

নবী যেরেমিয়ার বিলাপ

প্রভু আমাকে ব্যাপারটা জানালে আমি তা জানতে পারলাম; তখন তুমি তাদের যত ষড়যন্ত্র আমাকে আবিষ্কার করতে দিলে। আমি ছিলাম তেমন বাধ্য মেষশাবকের মত যাকে জবাইখানায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে; জানতাম না যে, তারা আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে বলছিল: 'এসো, গাছটা সতেজ থাকতেই ধ্বংস করি, জীবিতের দেশ থেকে তাকে উচ্ছেদ করি, যেন এর নাম আর কারও মনে না থাকে।'

কিন্তু তুমি, হে সেনাবাহিনীর প্রভু, তুমি তো ন্যায়বিচার করে থাক;
তুমি তো মানুষের অন্তর ও প্রাণ যাচাই করে থাক।
আমি যেন দেখতে পাই তাদের উপর তোমার প্রতিশোধ!
কারণ আমি তোমারই হাতে তুলে দিয়েছি আমার পক্ষ সমর্থনের ভার।

এজন্য, আমার প্রাণনাশের চেষ্টায় আনাথোতের যে লোকেরা বলে, 'প্রভুর নামে বাণী দিয়ো না, দিলে আমাদের হাতে মারা পড়বে,' সেই লোকদের বিষয়ে সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন, 'দেখ, আমি তাদের প্রতিফল দিতে যাচ্ছি; তাদের যুবকেরা খড়্গের আঘাতে মারা পড়বে, তাদের ছেলেমেয়েরা ক্ষুধায় মরবে। তাদের কেউই রেহাই পাবে না, কারণ তাদের প্রতিফল-বর্ষে আমি আনাথোতের লোকদের বিরুদ্ধে অমঙ্গল ডেকে আনব।'

প্রভু, তুমি ধর্মময়; আমি কে যে তোমার সঙ্গে তর্ক করব!
তবু আমার ইচ্ছা আছে, ন্যায় সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে আমার মনের কথা বলব।
দুর্জনদের পথ কেন সমৃদ্ধ?
সকল বিশ্বাসঘাতক কেন শান্তি ভোগ করছে?
তুমি তাদের রোপণ করেছ; তারা শিকড় গাড়ল,
এখন গজে উঠে ফলবান হচ্ছে;

তুমি তাদের মুখের নিকটবর্তী,
কিন্তু তাদের অন্তরের দূরবর্তী।
কিন্তু তুমি, প্রভু, তুমি তো আমাকে জান, আমাকে দেখ;
তুমি তো যাচাই করে দেখ যে, আমার হৃদয় তোমারই সঙ্গে।
জবাইখানার জন্য মেষের মত ওদের জোর করে নিয়ে যাও,
হত্যাকাণ্ডের দিনের জন্য ওদের আলাদা রাখ।
আর কত দিন দেশ শোক করবে ও মাঠের সমস্ত ঘাস শুকিয়ে যাবে?
দেশনিবাসীদের অপকর্মের ফলে পশু ও পাখির বিনাশ ঘটছে,
কারণ ওরা নাকি বলে: 'তিনি আমাদের শেষ দশা দেখেন না!'
'পদাতিকদের সঙ্গে দৌড় দিলে তোমার যদি ক্লান্তি লাগে,
তবে রণ-অশ্বগুলির সঙ্গে কেমন করে পেরে উঠবে?
শান্তির দেশে তুমি তো ভরসা ভরেই থাক বটে,
কিন্তু যর্দনের অরণ্যে কী করবে?

কেননা তোমার ভাইয়েরা ও তোমার পিতৃকুল, তারাও তোমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করবে; তারা নিজেরাও জোর গলায় চিৎকার করতে করতে তোমার পিছনে ধাওয়া করবে। তারা যখন তোমাকে ভাল ভাল কথা শোনায়, তখন তুমি তাদের উপরে আস্থা রেখো না।'

'আমি আমার আপন বাড়ি ত্যাগ করেছি,
ছেড়ে দিয়েছি আমার আপন উত্তরাধিকার;
যা কিছু ভালবাসতাম—তা সবই তুলে দিয়েছি শত্রুর হাতে।
আমার উত্তরাধিকার আমার পক্ষে হয়ে উঠেছে অরণ্যে সিংহের মত;
সে আমার বিরুদ্ধে গর্জন করল,
তাই আমি তাকে ঘৃণা করতে লাগলাম।
আমার উত্তরাধিকার আমার পক্ষে কি চিত্রাঙ্গ শকুনের মত হল যে,
শিকারী পাখি সবদিক দিয়ে তা আক্রমণ করছে?
হে সকল বন্যজন্তু, এসো, জড় হও,
গ্রাস করতে এসো!
বহু রাখাল আমার আঙুরখেত নষ্ট করে ফেলেছে,
আমার জমি মাড়িয়ে দিয়েছে;
আমার প্রিয়তম জমিটুকু বিধ্বস্ত প্রান্তর করেছে,
তারা তা ধ্বংসস্থান করেছে;
সেই বিধ্বস্ত অবস্থায় তা আমার কাছে বিলাপ করছে।
সমগ্র দেশই বিধ্বস্ত;
কিন্তু কারও চিন্তা নেই।
প্রান্তরের যত গাছশূন্য পর্বতের উপরে বিনাশকেরা দলে দলে আসছে,
কারণ প্রভুর এমন খড়্গ আছে, যা দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সবই গ্রাস করছে; কারও জন্য রেহাই নেই।
তারা বুনেছে গম, কিন্তু কেটেছে কাঁটার শস্য,
পরিশ্রান্ত হয়েছে, কিন্তু তাদের শ্রম বৃথা;
প্রভুর জ্বলন্ত ক্রোধের কারণে
তারা নিজেদের ফসল সম্বন্ধে হতাশ।'

শ্লোক যেরে ১১:১৯; সাম ৪১:৭-৮

প্র আমি ছিলাম তেমন বাধ্য মেষশাবকের মত যাকে জবাইখানায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে; জানতাম না যে, তারা আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে বলছিল:

উ এসো, গাছটা সতেজ থাকতেই ধ্বংস করি, জীবিতের দেশ থেকে তাকে উচ্ছেদ করি।

প্র আমার বিদ্বেষীরা সবাই মিলে আমার বিরুদ্ধে বিড়বিড় করছিল, আমার বিরুদ্ধে আমার অমঙ্গল ভেবে বলছিল:

উ এসো, গাছটা সতেজ থাকতেই ধ্বংস করি, জীবিতের দেশ থেকে তাকে উচ্ছেদ করি।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু আথানাসিউস-লিখিত 'আরিউসপন্থীদের বিপক্ষে

ঐশবাণীর মাংসধারণের সমর্থন' ২-৫

তাঁর ক্ষতই আমাদের পরিত্রাণ

যোহন আমাদের কাছে এই বাণী রেখে গেলেন যে, যীশু একদিন বললেন, *তোমরা এই পবিত্রধাম ভেঙে ফেল, আমি তিন দিনের মধ্যে তা পুনরুত্তোলন করব।* তারপর তিনি একথা যোগ দেন, *তিনি কিন্তু তাঁর নিজের দেহ-পবিত্রধামের কথাই বলছিলেন।* যখন পিতা আপন পুত্র সেই বাণীর মধ্য দিয়েই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, তখন একথা স্পষ্ট যে, তাঁর মধ্য দিয়ে তাঁর মাংসের পুনরুত্থানও সাধন করবেন: তাঁর মধ্য দিয়ে তিনি তাঁকে পুনরুত্থিত করেন ও তাঁর মধ্য দিয়ে তাঁকে জীবন দান করেন। সুতরাং যিনি মানুষরূপে আবির্ভূত হলেন, তিনি মানুষ হওয়ায় মাংস অনুসারে পুনরুত্থিত হন, ও মানুষ বলে জীবন লাভ করেন।

কিন্তু ইনি হলেন সেই একই ব্যক্তিত্ব যিনি ঈশ্বর হওয়ায় আপন মন্দির পুনর্নির্মাণ করেন ও আপন মাংসকে জীবন দান করেন। কেননা যদিও একদিন তিনি বলেন, *পিতা তাঁকে পবিত্রীকৃত করেছেন ও জগতে প্রেরণ করেছেন,* তবু অন্য স্থানে এ কথাও বলেন, *আমি তাদের জন্য নিজেকে পবিত্রিত করছি, তারাও যেন সত্যে পবিত্রিত হয়।* তথাপি তিনি যখন বলেন, *ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, আমাকে ত্যাগ করেছ কেন?* তখন তিনি আমাদের হয়েই কথা বলেন, কেননা *দাসের অবস্থা ধারণ করে ও মানুষের মত আবির্ভূত হয়ে তিনি নিজেকে নমিত করলেন; এবং মৃত্যু পর্যন্ত, এমনকি ক্রুশমৃত্যু পর্যন্ত নিজেকে বাধ্য করলেন।* আবার ইসাইয়ার কথা মত, *তিনি আমাদেরই যন্ত্রণা তুলে বহন করেছেন* ও আমাদের জন্য অবনমিত হয়েছেন। অতএব নিজের জন্যই যে তিনি যন্ত্রণায় বিদ্ধ হলেন এমন নয়, বরং আমাদেরই জন্য; তিনিই যে ঈশ্বর দ্বারা পরিত্যক্ত হলেন এমন নয়, বরং আমরাই পরিত্যক্ত হয়েছি; এবং দূরবর্তী ও পরিত্যক্ত এ আমাদের জন্যই তিনি এজগতে এলেন। আর যখন তিনি বলেন, *এজন্য ঈশ্বর তাঁকে উন্নীত করলেন এবং তাঁকে দিলেন সেই নাম, সকল নামের চেয়ে শ্রেষ্ঠ যে নাম,* তখন তিনি নিজের দেহমন্দিরেরই কথা বলেন; কেননা পরাৎপর নয়, পরাৎপরের মাংসই বরং উন্নীত হল; আর তিনি পরাৎপরের সেই মাংসকেই সেই নাম দিলেন যা সকল নামের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নাম। আবার যখন তিনি বলেন, তখনও *আত্মা ছিলেন না, কেননা যীশু তখনও গৌরবান্বিত হননি,* তিনি তখন তাঁর সেই মাংসেরই কথা বলেন, যে মাংস তখন গৌরবান্বিত হয়নি। গৌরবের প্রভু নয়, গৌরবের প্রভুর মাংসই গৌরবান্বিত হল: সেই মাংস তখন গৌরবান্বিত হল, যখন তিনি স্বর্গে আরোহণ করলেন। সুতরাং দত্তকপুত্রত্বের আত্মা তখনও মানুষের কাছে দেওয়া হয়নি, কেননা বাণী মানবস্বরূপ থেকে যে প্রথমফসল ধারণ করেছিলেন, তা তখন স্বর্গে আরোহণ করেনি। অতএব যখন শাস্ত্র এধরনের শব্দ ব্যবহার করে যেমন, 'পুত্র গ্রহণ করলেন,' বা 'পুত্র গৌরবান্বিত হলেন,' তখন তাঁর ঈশ্বরত্ব নয়, তাঁর মানবতাই পরিলক্ষিত। একইপ্রকারে, শাস্ত্র স্থানে স্থানে বলে, *ঈশ্বর আপন পুত্রকে রেহাই দেননি, তাঁকে বরং আমাদের সকলের জন্য দান করলেন,* আবার অন্যত্র ঘোষণা করে, *খ্রীষ্ট মণ্ডলীকে ভালবেসেছেন, ও তার জন্য নিজেকে দান করেছেন।* অমর ঈশ্বর নিজেকে নয়, আমাদেরই মুক্ত করতে এলেন যারা মৃত্যুতে শায়িত ছিলাম; নিজের জন্য নয়, বরং আমাদের দশা ও দীনতা ধারণ করে আমাদেরই জন্য যন্ত্রণাভোগ করলেন, তিনি যেন আমাদের তাঁর আপন ঐশ্বর্য দান করতে পারেন। তাঁর যন্ত্রণাভোগ আমাদের আনন্দ; তাঁর সমাধি আমাদের পুনরুত্থান; ও তাঁর দীক্ষাস্নান আমাদের পবিত্রীকরণ; কেননা তিনি বলেন, *তাদেরই খাতিরে আমি নিজেকে পবিত্রীকৃত করছি, তারাও যেন সত্যে পবিত্রীকৃত হতে পারে।* তাঁর কষ্টভোগ আমাদের পরিত্রাণ, কেননা *তাঁরই ক্ষতগুণে আমরা নিরাময় হলাম।* তাঁর শাস্তি আমাদের শান্তি, কেননা *আমাদের শান্তির পণ সেই শাস্তি তাঁর উপরে*

নেমে পড়ল : অর্থাৎ তিনি শাস্তি মেনে নিলেন যাতে আমাদের জন্য শান্তি লাভ করতে পারেন। তিনি যখন ক্রুশের উপরে বলেন, *পিতা, তোমার হাতে আমার আত্মা তুলে দিই,* তখন নিজের মধ্যে গৃহীত সকল মানুষকেই পিতার হাতে তুলে দেন, যারা তাঁর মধ্যে জীবন লাভ করে ; কেননা আমরা তাঁর অঙ্গ, ও অনেকে হয়েও আমরা একদেহ তথা মণ্ডলী, যেইভাবে পল গালাতীয়দের লেখেন, *তোমরা সকলে খ্রীষ্টযীশুতে এক।* সুতরাং যা কিছু তাঁর মধ্যে আছে, তিনি তা পিতার হাতে তুলে দেন।

শ্লোক ইসা ৫৩:৫; এফে ৫:২

প্র তিনি কিন্তু আমাদেরই অন্যায়-অপকর্মের জন্য অপমানের পাত্র হয়েছেন ; আমাদের শঠতার জন্যই চূর্ণবিচূর্ণ হয়েছেন ; আমাদের শান্তির পণ সেই শাস্তি তাঁর উপরে নেমে পড়ল।

উ তাঁরই ক্ষতগুণে আমরা নিরাময় হলাম।

প্র খ্রীষ্ট আমাদের ভালবেসেছেন ও আমাদেরই জন্য ঈশ্বরের কাছে নৈবেদ্য ও সুরভিত বলিরূপে নিজেকে সঁপে দিয়েছেন।

উ তাঁরই ক্ষতগুণে আমরা সুস্থ হয়ে উঠলাম।

পুণ্য বৃহস্পতিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - বিলাপ ২:১১-২২

বিলাপ ও মিনতি

আমার চোখ বিলাপে ক্রন্দনে ক্ষীণ হয়ে এল,
আমার প্রাণ টলমল হয়ে উঠল ;
আমার আপন জাতি-কন্যার বিনাশের জন্য
আমার পিত্তি মাটিতে ঢালা হচ্ছে,
কারণ নগরীর রাস্তা-ঘাটে
শিশু ও ছোট বাচ্চা সবাই মূর্ছিত হয়ে পড়ছে।

তারা তাদের মাকে শুধু শুধু বলে,
'কোথায় গম, কোথায় আঙুররস?'
কারণ নগরীর রাস্তা-ঘাটে
তারা আহত মানুষের মত মূর্ছিত হয়ে পড়ছে,
মায়ের কোলে ব'সে তারা
করে প্রাণত্যাগ।

আহা যেরুসালেম কন্যা! আমি কিসের সঙ্গে তোমার তুলনা করব,
কিসের সঙ্গেই বা তোমাকে সদৃশ করব?
আহা কুমারী সিয়োন কন্যা! তোমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য
আমি কিসের সঙ্গে তোমার তুলনা করব?
তোমার ধ্বংসন যে সত্যিই সমুদ্রের মত বিস্তীর্ণ,
তোমাকে নিরাময় করবে এমন সাধ্য কার্?

তোমার নবীরা তোমার জন্য এমন দর্শন পায়,
যা সবই অলীক ও মূর্খতামাত্র ;
তোমার দশা পাল্টাবার জন্য

তারা তোমার শঠতা অনাবৃত করে না,
বরং যে দর্শনের কথা তারা তোমাকে শোনায়,
তা সবই অলীক ও মিথ্যা দর্শন।

যত লোক পথ দিয়ে চলে,
তারা তোমার দিকে হাততালি দেয়;
যেরুসালেম কন্যার দিকে
তারা শিস দেয়, মাথা নাড়ায়,
'এ কি সেই নগরী, যা "পরম সৌন্দর্য" নামে,
"সারা পৃথিবীর পুলকই" নামে আখ্যাত?'

তোমার সকল শত্রু
তোমার দিকে মুখ খুলে হা করছে,
তারা শিস দেয়, দাঁতে দাঁত ঘষে,
তারা বলে: 'গ্রাস করেছি তাকে!
এ তো সেই দিন যার প্রতীক্ষায় ছিলাম,
এবার সেই দিনটি দেখতে পেলাম!'

প্রভু যা করবেন বলে সঙ্কল্প নিয়েছিলেন, তা সাধন করলেন,
তার সেই হুমকি বাস্তবায়িত করলেন;
পুরাকালে যেমন নিরূপণ করেছিলেন,
দয়া না দেখিয়ে তিনি নিপাত করলেন;
শত্রুদের দিলেন তোমার উপর জয়োল্লাস করতে,
তোমার বিরোধীদের প্রতাপ উন্নীত করলেন।

আহা সিয়োন কন্যার প্রাচীর,
লোকদের হৃদয় প্রভুর কাছে চিৎকার করছে;
দিনরাত জলস্রোতের মত
বয়ে যাক তোমার চোখের জল!
নিজেকে কিছুতেই বিশ্রাম দিয়ো না,
তোমার চোখের মণিকে ক্ষান্ত হতে দিয়ো না।

এবার তুমি ওঠ,
রাত্রিকালে প্রতিটি প্রহরের শুরুতে চিৎকার কর;
তোমার হৃদয়কে প্রভুর সামনে
জলের মত উজাড় করে দাও।
সেই সব শিশু যারা পথে-ঘাটে ক্ষুধায় মূর্ছিত হয়ে পড়ছে,
তাদের প্রাণের খাতিরে তাঁর উদ্দেশে তোল তোমার দু'হাত!

'চেয়ে দেখ, প্রভু,
ভেবে দেখ, কার্ উপরেই বা তোমার এমন ব্যবহার!
স্ত্রীলোক কোলে করে যে শিশুকে বহন করছে,
সে সেই বালককে গ্রাস করছে!
প্রভুর আপন পবিত্রধামে

যাজক ও নবী নিপাতিত হচ্ছে।

বালক ও বৃদ্ধ সবাই
পথে পথে মাটিতে পড়ে আছে;
আমার কুমারী ও যুবাসকল
খড়্গের আঘাতে পতিত হয়েছে;
তোমার ক্রোধের দিনে তুমি ঘটিয়েছ মরণ,
বধ করেছ কোন দয়া না দেখিয়ে!

তুমি যেন পর্বোৎসবের জন্য
চারদিক থেকে আহ্বান করছ আমার যত সন্ত্রাস।
প্রভুর এই ক্রোধের দিনে
কারও রেহাই নেই, কারও রক্ষা নেই।
কোলে করে বহন ক'রে যাদের আমি লালন-পালন করেছিলাম,
তাদের সকলকে সংহার করছে আমার শত্রু।'

শ্লোক ইসা ৫৩:৬; যোহন ১:২৯

প্র আমরা সকলে মেষপালের মত পথভ্রষ্ট ছিলাম, প্রত্যেকে নিজ নিজ পথ ধরে চলতাম;
উ প্রভু আমাদের সকলের অপরাধ তাঁরই উপরে চেপে দিলেন।
প্র ওই দেখ, ঈশ্বরের মেষশাবক, জগতের পাপ যিনি হরণ করেন!
উ প্রভু আমাদের সকলের অপরাধ তাঁরই উপরে চেপে দিলেন।

দ্বিতীয় পাঠ - সার্দিসের বিশপ মেলিতনের 'পাস্কা উপদেশ' **৬৫-৬৭**

বলীকৃত মেষশাবক আমাদের মৃত্যু থেকে উদ্ধার করলেন

নবীদের দ্বারা অনেক ভবিষ্যদ্বাণী দেওয়া হয়েছে সেই পাস্কা-রহস্য সম্বন্ধে যে রহস্য স্বয়ং খ্রীষ্ট: *তাঁর গৌরব হোক চিরদিন চিরকাল, আমেন।* তিনি যন্ত্রণাভোগী মানুষের জন্য স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে এলেন; কুমারীর গর্ভে সেই মানবস্বরূপকে পরিধান করে তিনি মানুষ হয়ে বেরিয়ে এলেন; যন্ত্রণা-সাপেক্ষ দেহের মধ্য দিয়ে যন্ত্রণাভোগী মানুষের যন্ত্রণা বরণ করে নিয়ে দৈহিক যন্ত্রণাদায়ী রিপু বিনাশ করলেন, ও অমর আত্মা দ্বারা খুনী মৃত্যুকে খুন করলেন। বস্তুত তিনি মেষশাবকের মত চালিত হলেন ও মেষের মত নিহত হলেন; সংসারের জীবনধারণ থেকে, যেন মিশর থেকেই, আমাদের মুক্ত করলেন, ও শয়তানের দাসত্ব থেকে, যেন ফারাওর হাত থেকেই, আমাদের উদ্ধার করলেন; আপন আত্মায় আমাদের আত্মাকে, ও আপন রক্তে আমাদের দেহের অঙ্গগুলিকে চিহ্নিত করলেন।

ইনিই মৃত্যুকে দিশেহারা করে দিলেন ও দিয়াবলকে কান্নায় নিক্ষেপ করলেন, যেমন মোশী ফারাওকে কান্নায় নিক্ষেপ করেছিলেন। ইনিই অধর্ম আঘাত করলেন ও অধর্মময়তাকে অনুর্বরতায় দণ্ডিত করলেন, যেমন মোশী করেছিলেন মিশরের বেলায়।

ইনিই দাসত্ব থেকে মুক্তিতে, অন্ধকার থেকে আলোয়, মৃত্যু থেকে জীবনে, স্বৈরশাসন থেকে শাশ্বত রাজ্যে আমাদের বের করে আনলেন ও আমাদের করে তুললেন নতুন যাজকত্ব ও মনোনীত ও চিরকালীন জনগণ। ইনিই আমাদের পরিত্রাণের পাস্কা-বলি।

ইনিই সকলের বোঝা বরণ করে নিলেন; ইনিই হলেন আবেলে নিহত, ইসায়াকে শেকলাবদ্ধ, যাকোবে প্রবাসী, যোসেফে বিক্রীত, মোশীতে জলে সমর্পিত, দাউদে নির্যাতিত ও সকল নবীতে অপমানিত।

ইনিই হলেন কুমারীতে দেহধারী, ক্রুশে ঝুলানো ও মাটিতে সমাহিত; তৃতীয় দিনে মৃত্যু থেকে পুনরুত্থান করে তিনি স্বর্গের ঊর্ধ্বে আরোহণ করলেন।

ইনি নীরব সেই মেষশাবক, নিহতই সেই মেষশাবক যিনি সুন্দরী মেষিকা সেই মারীয়া থেকে সঞ্জাত; ইনিই

সেই মেষশাবক যিনি পাল থেকে উপনীত, জবাইখানায় চালিত, সন্ধ্যায় বলীকৃত ও রাত্রিতে সমাহিত হলেন : হ্যাঁ, ইনি সেই মেষশাবক ক্রুশবৃক্ষের উপরে যাঁর কোন হাড় ভেঙে দেওয়া হয়নি, মাটিগর্ভে যাঁর ক্ষয় হয়নি, যিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করলেন ও পাতাল-সমাধি থেকে মানুষকে পুনরুত্থিত করলেন।

শ্লোক রো ৩:২৩-২৫; যোহন ১:২৯

প্র সকলেই পাপ করেছে, সকলেই ঈশ্বরের গৌরব থেকে বঞ্চিত, কিন্তু তাঁরই অনুগ্রহে বিনামূল্যে সকলকে ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে যীশুখ্রীষ্টের সাধিত মুক্তি দ্বারা।

উ তাঁর সেই রক্তদানে তাঁকেই ঈশ্বর বিশ্বাসগুণে প্রায়শ্চিত্তের স্থানস্বরূপ তুলে ধরেছেন।

প্র ওই দেখ, ঈশ্বরের মেষশাবক, জগতের পাপ যিনি হরণ করেন!

উ তাঁর সেই রক্তদানে তাঁকেই ঈশ্বর বিশ্বাসগুণে প্রায়শ্চিত্তের স্থানস্বরূপ তুলে ধরেছেন।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - যেরে ১৫:১০-২১

যেরেমিয়ার আহ্বান-নবায়ন

হায় রে আমি! সমস্ত দেশে কলহ-বিবাদের মানুষ হতেই
তুমি যে আমাকে প্রসব করেছ, মা আমার!
ধারও দিইনি, ধারও নিইনি,
অথচ সকলে আমাকে অভিশাপ দেয়।
প্রভু, আমি কি যথাসাধ্য তোমার সেবা করিনি?
সঙ্কট ও অমঙ্গলের দিনে আমি কি
শত্রুর হয়ে তোমার কাছে মিনতি করিনি?
লোহা কি উত্তর দেশীয় সেই লোহা ও ব্রঞ্জ ভাঙতে পারবে?
'তোমার রাজ্যাধীন সমস্ত স্থানে তুমি যত পাপকর্ম সাধন করেছ,
সেই পাপের কারণে—ক্ষতিপূরণ বলে নয়!—আমি তোমার ঐশ্বর্য ও ধনকোষ
লুটতরাজের হাতে তুলে দেব।
এমন দেশ যা তুমি জান না,
সেইখানে আমি তোমাকে তোমার শত্রুদের দাস করব,
কারণ আমার ক্রোধের আগুন জ্বলে উঠল,
তা তোমাদের বিরুদ্ধে জ্বলতে থাকবে!'

তুমি সবই জান!
প্রভু, আমাকে স্মরণ কর, আমার যত্ন নাও,
আমার পক্ষে আমার নির্যাতকদের যোগ্য প্রতিফল দাও।
তোমার ধৈর্যের ফলে আমাকে যেন ছিনিয়ে নেওয়া না হয়;
জেনে রাখ, আমি তোমার খাতিরেই দুর্নাম সহ্য করছি।
তোমার বাণীগুলো পেলেই আমি তা গিলে ফেলতাম,
তোমার বাণীগুলো ছিল আমার পুলক, আমার মনের আনন্দ,
কেননা হে প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর,
আমি তোমার আপন নাম বহন করতাম।
আমোদপ্রমোদ করার জন্য
আমি বিদ্রূপকারীদের সঙ্গে কখনও বসিনি,
বরং তোমার হাতের প্রেরণায় আমি একাকী বসতাম,

যেহেতু তুমি আমাকে ক্ষোভে পূর্ণ করেছিলে।
আমার যন্ত্রণা কেন নিত্যস্থায়ী?
প্রতিকারের অতীত আমার এই ক্ষত কেন নিরাময় হতে অস্বীকার করে?
সত্যি, তুমি আমার কাছে এমন কুটিল স্রোতের মত,
যার জল নির্ভরযোগ্য নয়!

প্রভু তখন এই বলে উত্তর দিলেন,
'তুমি ফিরে এলে আমি তোমাকে ফিরিয়ে আনব,
যেন তুমি আমার সাক্ষাতে দাঁড়াতে পার;
তুমি হালকার চেয়ে বহুমূল্যই কথা ব্যক্ত করলে
তবে নিজেই হবে আমার মুখের মত।
ওরা তোমার কাছে ফিরে আসবে,
কিন্তু তোমাকে ওদের কাছে ফিরে যেতে হবে না;
আর এই জনগণের বেলায় আমি তোমাকে করব যেন ব্রঞ্জের দৃঢ়তম প্রাচীরের মত;
তারা তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে,
কিন্তু তোমার উপরে জয়ী হতে পারবে না,
কারণ তোমাকে ত্রাণ করতে ও উদ্ধার করতে
আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি—প্রভুর উক্তি।
আমি দুর্জনদের হাত থেকে তোমাকে উদ্ধার করব,
হিংসাপন্থীদের কবল থেকে তোমাকে মুক্ত করব।'

শ্লোক যোব ১৯:১৩-১৪

প্র আমার ভাইয়েরা আমা থেকে দূরে সরে গেছে,
উ আমার পরিচিতেরা আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে।
প্র আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা আমাকে ত্যাগ করেছে,
উ আমার পরিচিতেরা আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে।

দ্বিতীয় পাঠ - পুরাতন নিয়ম সম্বন্ধে সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি **উপদেশ ২৩:২-৩**

যিনি অমর, তিনি মরণশীল হলেন,
যাতে আমাদের জন্য মরতে পারেন

ধার্মিকের জন্য প্রায় কেউই মরতে সম্মত নয়, হয় তো এমন কেউ থাকতে পারে, যে সৎমানুষের জন্যই মরতে সাহস করে। হ্যাঁ, সৎমানুষের জন্য প্রাণ দেবে এমন একজনকে পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু দুর্জন, ভক্তিহীন, অপকর্মার জন্য কেইবা মরতে সম্মত, সেই খ্রীষ্ট ছাড়া, এমনকি কেবল তিনিই ছাড়া যিনি এতই ধর্মময় হওয়ায় অধার্মিকদেরও ধর্মময় করে তুলতে পারেন? আমার ভ্রাতৃগণ, ভাল বলতে আমাদের একটামাত্র কাজও ছিল না, সবকিছু জঘন্যই ছিল। তবু মানুষের কাজকর্ম এরূপ হলেও তাঁর দয়া তাদের ফেলে রাখেনি, আর যখন দণ্ডই ছিল তাদের প্রাপ্য, তখন উচিত শাস্তির স্থানে তিনি তাঁর সেই অনুগ্রহই দান করলেন যার অযোগ্য ছিলাম।

তিনি আপন পুত্রকে প্রেরণ করলেন তিনি যেন আমাদের মুক্তিকর্ম সাধন করেন—সোনা বা রুপোর মূল্যে নয়, আমাদের জন্য পাতিত তাঁর নিজেরই রক্তমূল্যে, তিনি যে কলঙ্কিত মেষগুলির হয়ে জবাইখানায় চালিত মেষশাবক—আশা করি আমরা কেবল কলঙ্কিত, সম্পূর্ণ রূপে কলুষিত মেষ নই! আমরা যখন এ অনুগ্রহ লাভ করেছি, তখন এসো, এমন জীবন যাপন করি যা সেই অনুগ্রহের যোগ্য, যাতে তাঁকে অপমান না করি। তেমন মহান চিকিৎসক আমাদের কাছে এসে আমাদের সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করেছেন। যদি আবার অসুস্থ হতে চাই, তাহলে শুধু আমাদেরই ক্ষতি ঘটাব এমন নয়, বরং চিকিৎসকের প্রতিও অকৃতজ্ঞতা দেখাব।

অতএব এসো, তাঁর দেখানো পথগুলিতে চলি, প্রথমে সেই বিনম্রতার পথ যা দিয়ে তিনি নিজেই আমাদের জন্য পথ চলেছিলেন: আপন ধর্মশিক্ষার মধ্য দিয়ে বিনম্রতার পথ দেখালেন, ও আমাদের জন্য যন্ত্রণাভোগ করে সেই পথ চললেন। কেননা নিজেকে নমিত না করলে তাঁর যন্ত্রণাভোগও হত না। বস্তুতপক্ষে, ঈশ্বর নিজে নিজেকে নমিত না করলে, কেইবা ঈশ্বরকে হত্যা করতে পারত? খ্রীষ্ট হলেন ঈশ্বরের পুত্র, ও ঈশ্বরের পুত্রও ঈশ্বর। তিনি ঈশ্বরের সেই বাণী যাঁর বিষয়ে যোহন বলেন, *আদিতে ছিলেন বাণী, বাণী ছিলেন ঈশ্বরের কাছে, বাণী ছিলেন ঈশ্বর। আদিতে তিনি ছিলেন ঈশ্বরের কাছে: সবকিছু তাঁরই দ্বারা হয়েছিল, আর তাঁকে ছাড়া কোন কিছুই হয়নি।* তাই যাঁর দ্বারা সবকিছু হয়েছিল ও কোন কিছু যাঁকে ছাড়া হয়নি, কেইবা তাঁকে হত্যা করতে পারে? তিনি নিজে নিজেকে নমিত না করলে, কেইবা তাঁকে হত্যা করতে পারত?

তবু তিনি কীভাবে নিজেকে নমিত করলেন? এবিষয়ে যোহন একথা বলেন, *বাণী হলেন মাংস ও আমাদের মধ্যে বাস করতে এলেন।* ঈশ্বরের বাণীকে হত্যা করা সম্ভব নয়; আর যাঁর পক্ষে মরা সম্ভব নয়, তিনি যেন আমাদের জন্য মরতে পারেন, এজন্যই *বাণী হলেন মাংস ও আমাদের মাঝে বাস করলেন।* আমাদের জন্য মরার ইচ্ছায় ও আপন মৃত্যু দ্বারা আমাদের মৃত্যুকে হত্যা করার অভিপ্রায়ে, যিনি অমর তিনি যা মরণশীল তা ধারণ করলেন। প্রভু তেমন কিছুই করলেন, তেমন কিছুই সাধন করলেন!

পরাক্রমী হয়ে তিনি নিজেকে অবনমিত হতে দিলেন, অবনমিত হয়ে নিজেকে নিহত করতে দিলেন, নিহত হয়ে পুনরুত্থান করলেন ও উন্নীত হলেন, যাতে মৃত এ আমাদের পাতালে ফেলে না রেখে বরং তাঁর নিজের সঙ্গে সেই মৃতদেরই পুনরুত্থানে আমাদের উন্নীত করতে পারেন, যাদের তিনি ইহলোকে ধার্মিকদের বিশ্বাস ও সাক্ষ্যদানে উন্নীত করেছিলেন।

শ্লোক ২ করি ৫:১৫; রো ৪:২৫

প্র খ্রীষ্ট সকলের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন,
উ যারা জীবিত, তারা যেন আর নিজেদের জন্য নয়, বরং তাঁরই জন্য জীবন যাপন করে, যিনি মৃত্যু বরণ করেছেন ও পুনরুত্থিত হয়েছেন।
প্র তাঁকে আমাদের অপরাধের জন্য মৃত্যুর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে এবং আমাদের ধর্মময়তার লক্ষ্যে পুনরুত্থিত করা হয়েছে,
উ যারা জীবিত, তারা যেন আর নিজেদের জন্য নয়, বরং তাঁরই জন্য জীবন যাপন করে, যিনি মৃত্যু বরণ করেছেন ও পুনরুত্থিত হয়েছেন।

পবিত্র পাস্কা দিবসত্রয়

প্রভুর যন্ত্রণাভোগ শুক্রবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - বিলাপ ৩:১-৩৩

কান্না ও ভরসা

আমি সেই মানুষ, যে তাঁর কোপের কশাঘাতে
কষ্টের সঙ্গে পরিচিত।

তিনি আমাকে চালনা করছেন,
আমাকে হাঁটিয়ে চলাচ্ছেন অন্ধকারে, আলোতে নয়।

কেবল আমারই বিরুদ্ধে তিনি তাঁর হাত ফেরালেন,
হাত ফেরালেন সারাদিন ধরে।

তিনি জীর্ণ করছেন আমার মাংস, আমার চামড়া,
ভেঙে ফেলছেন আমার হাড়সকল।

তিনি অবরোধ করছেন আমায়,
আমায় ঘিরে ফেলছেন বিষ ও শ্রান্তি দ্বারা।

আমায় বাস করাচ্ছেন অন্ধকার স্থানে,
বহুদিনের সেই মৃতদের মত।

তিনি আমার চারদিকে প্রাচীর দিয়েছেন, আমি আর বাইরে যেতে অক্ষম;
তিনি ভারী করেছেন আমার শৃঙ্খল।

আমি চিৎকার করি, আমি ডাকি,
কিন্তু তিনি আমার প্রার্থনা শ্বাসরোধ করেন।

বিরাট পাথর দিয়ে তিনি অবরোধ করেছেন আমার পথ,
প্রতিরোধক বসিয়েছেন আমার রাস্তায়।

তিনি আমার পক্ষে ওত পেতে থাকা ভালুকের মত,
অন্তরালে গুপ্ত সিংহের মত।

আমার পথ অগম্য করে তিনি দীর্ণ-বিদীর্ণ করছেন আমায়,
অসহায় করে ফেলে রাখছেন আমায়।

তাঁর ধনুক বেঁকিয়ে
আমাকে তাঁর তীরের লক্ষ্যবস্তু করে রাখছেন।

তিনি তাঁর আপন তূণের তীর
ঢুকিয়েছেন আমার বুকের পাশে।

আমি হয়েছি সর্বজাতির উপহাসের বস্তু,
সারাদিন ধরে তাদের গানের বিষয়।

তিনি আমাকে তিক্ততায় পূর্ণ করছেন,
আমার পিপাসায় নাগদানা পান করাচ্ছেন আমায়।

তিনি বালু দিয়ে ভেঙে দিচ্ছেন আমার দাঁত,
ধুলায় শায়িত করেছেন আমায়।

শান্তি-বঞ্চিতই এখন আমার প্রাণ,
মঙ্গল যে কি, তা আমি ভুলে গেছি।

আমি বলি: 'মিলিয়ে গেল আমার প্রতাপ,
আমার সেই প্রত্যাশাও, যা প্রভুতে ছিল।'

স্মরণ কর আমার দুঃখ, আমার দুর্দশা,

তা নাগদানা ও বিষের মত।

আমার প্রাণ তা নিত্যই স্মরণ করছে,
বুকে তা শুধু অবসন্ন।

একথাই আমি বারবার মনে করি,
এজন্যই আমার এখনও প্রত্যাশা আছে।

প্রভুর কৃপাধারা নিশ্চয়ই ফুরিয়ে যায়নি,
তাঁর স্নেহধারাও নিঃশেষিত হয়নি।

প্রতি প্রভাতে নতুন নতুন স্নেহ,
আহা, তাঁর বিশ্বস্ততা মহান!

আমার প্রাণ বলে: 'প্রভুই আমার স্বত্বাংশ,
এজন্যই আমি তাঁর উপর প্রত্যাশা রাখব।'

তাঁর উপরে যে আশা রাখে, যে প্রাণ তাঁর অন্বেষণ করে,
তার পক্ষে প্রভুই মঙ্গল।

প্রভুর পরিত্রাণের প্রত্যাশায় থাকা,
নীরবেই প্রত্যাশায় থাকা, এ তো মঙ্গল।

তরুণ বয়স থেকে জোয়াল বহন করা
মানুষের পক্ষে মঙ্গল।

সে একাকী বসুক, নীরব থাকুক,
তিনিই তার ঘাড়ে তা চেপে রাখছেন;

সে মুখ ধুলায় দিক,
এখনও প্রত্যাশা থাকতেও পারে।

প্রহারকের কাছে সে গাল পেতে দিক,
অবমাননায় পরিপূর্ণ হোক।

কেননা প্রভু
সবসময়ের মতই পরিত্যাগ করেন এমন নয়;

যদিও দুঃখ এনে দেন,
তবু তাঁর মহাকৃপা অনুসারে স্নেহ দেখাবেন।

কেননা মানবসন্তানদের দুঃখ দিয়ে, তাদের শোকার্ত ক'রে
তাঁর ইচ্ছা তৃপ্তি পায়, এমন নয়।

শ্লোক যেরে ৬:২৬; ২৫:৩৪ দ্রঃ

প্র কাঁদ, যেরুসালেম, চটের কাপড় পর, ছাইয়ে গড়াগড়ি দাও:
উ তোমার মধ্যেই ইস্রায়েলের পরিত্রাতা নিহত হলেন।
প্র মেষপালকেরা, হাহাকার কর, ধুলায় গড়াগড়ি দাও! হে আমার জাতি, কুমারীর মত চোখের জল ফেল:
উ তোমার মধ্যেই ইস্রায়েলের পরিত্রাতা নিহত হলেন।

খ্রীষ্টের ক্রুশ হল সমস্ত আশীর্বাদের উৎস ও সমস্ত অনুগ্রহের কারণ

প্রভুকে ক্রুশবিদ্ধকারীদের ইচ্ছার হাতে ফেলে রাখা হয়েছিল, ও তাঁর রাজ-মর্যাদা অপমান করার জন্য আপন দণ্ডযন্ত্র বহন করতে তাঁকে বাধ্য করা হল; এ সমস্ত কিছু ঘটল যেন ইসাইয়ার সেই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা লাভ করতে পারে, যা অনুসারে, *এক শিশু জন্ম নিয়েছেন আমাদের জন্য, এক পুত্রসন্তানকে দেওয়া হয়েছে আমাদের, তাঁর কাঁধে থাকবে রাজ-মর্যাদার চিহ্ন।* যখন প্রভু সেই ক্রুশবৃক্ষ বহন করছিলেন, যা একদিন তাঁর রাজ-মর্যাদার চিহ্নে পরিণত হবার কথা, তখন সেই ক্রুশ ভক্তিহীনদের চোখে বড় লজ্জার চিহ্ন ছিল, কিন্তু ভক্তদের কাছে মহান এক রহস্য প্রকাশিত হচ্ছিল। কেননা শয়তানের উপরে সেই পরমবিজয়ী, পাতালের শক্তির বিরোধী সেই পরাক্রমী বীর আপন অপরাজিত সহিষ্ণুতার কাঁধে কোমল বিনম্রতার সঙ্গে তাঁর সেই জয়চিহ্ন বহন করছিলেন, যা সর্বজাতির পক্ষে পূজনীয় ত্রাণবহন। এমনটি ছিল, তিনি ঠিক যেন আপন আদর্শদানে তাঁর সকল অনুকারীকে বলীয়ান করার অভিপ্রায়ে বলেন, *যে কেউ নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমার পদক্ষেপে আমাকে অনুসরণ না করে, সে আমার যোগ্য নয়।*

যীশু দণ্ডস্থানের দিকে যাচ্ছিলেন, এমন সময় সাইরিনির সিমোন নামক একজন লোকও সেই পথে চলছিল, আর তারা তাকেই প্রভুর ক্রুশ বহন করতে বাধ্য করল। এ ঘটনাও সেই বিধর্মীদেরই বিশ্বাসের একটা আভাসমূলক চিহ্ন ছিল, যাদের কাছে একদিন খ্রীষ্টের ক্রুশ লজ্জা নয় গৌরব দান করার কথা ছিল।

এভাবে নিষ্কলঙ্ক মেষশাবক দ্বারা সাধিত পাপমুক্তি ও সমস্ত সাক্রামেন্তের পূর্ণতা বিধানের কর্তৃত্ব থেকে প্রেমরাজ্যে, ও মাংসের সন্তানদের কাছ থেকে আত্মার সন্তানদের কাছে উপনীত হবে। এজন্যই—প্রেরিতদূতের কথায়—*আমাদের পাস্কা সেই খ্রীষ্ট বলীকৃত হয়েছেন;* তিনি পিতার কাছে নতুন ও সত্যকার পুনর্মিলন-বলি রূপে নিজেকে উৎসর্গ করে মন্দিরে ক্রুশবিদ্ধ হননি, কেননা মন্দিরের পবিত্রতাদানকারী ভূমিকা শেষ হয়েছিল, সেই নগরের মধ্যেও নয়, যে নগর নিজের নির্বুদ্ধিতার কারণে একদিন বিলুপ্ত হবার কথা, বরং তিনি নগরপ্রাচীরের বাইরেই ক্রুশবিদ্ধ হলেন, যাতে প্রাচীন বলির রহস্য নিঃশেষিত হওয়ার ফলে নব বলিকে নব বেদির উপরেই রাখা হয়, ও যীশুর ক্রুশ যেন মন্দিরের নয় বরং জগতেরই বেদি হতে পারে। এজন্য প্রিয়জনেরা, ক্রুশে উত্তোলিত খ্রীষ্ট আমাদের মনশ্চক্ষুর সামনে জীবন্তই প্রকাশিত হোন, তাঁর রহস্য পূর্ণমাত্রায়ই বিকশিত হোক—যেভাবে সেই ভক্তিহীনদের চোখের সামনে প্রকাশ পেয়েছিল সেভাবে নয়, যাদের বিষয়ে মোশীর মুখ দিয়ে বলা হয়েছিল, *তোমার জীবন তোমার চোখের সামনে হবে যেন সুতোয় ঝুলানো, দিবারাত্র তুমি শঙ্কার মধ্যে থাকবে, ও তোমার জীবনের বিষয়ে তোমার আর নিশ্চয়তা থাকবে না।*

আহা, ক্রুশের কী আশ্চর্যময় শক্তি! আহা, যন্ত্রণাভোগের কী অনির্বচনীয় গৌরব! এইখানে তো প্রভুর বিচারালয়, সংসারের বিচার ও সেই ক্রুশবিদ্ধজনের অধিকার।

প্রভু, তুমি সবকিছু তোমার কাছে আকর্ষণ করেছ, ও অবিশ্বাসী ও নিন্দুক জনতার প্রতি সারাদিন হাত বাড়াতেই তুমি সারা জগৎকে তোমার রাজ-মর্যাদা উপলব্ধি ও ঘোষণা করতে যোগ্য করে তুলেছ। প্রভু, তুমি তখনই সবকিছু নিজের কাছে আকর্ষণ করেছ, যখন ইহুদীদের ঘটিত অপরাধের ঘৃণায় সৃষ্টির সমস্ত বস্তু মিলে এক রায় দিল: আকাশের জ্যোতিষ্করাজি অন্ধকারময় হল, দিন হল রাত, পৃথিবী অপ্রত্যাশিত ভূমিকম্পে কম্পিত হল, ও সমস্ত সৃষ্টজীব ভক্তিহীনদের সেবা করায় বিরত হল।

প্রভু, তুমি সবকিছু তোমার কাছে আকর্ষণ করেছ যেন যুদেয়ার একটিমাত্র মন্দিরে যা প্রতীকাকারে উদ্‌যাপিত ছিল, তা পূর্ণ ও অনাবৃত সাক্রামেন্তে সর্বজাতির ভক্তি সর্বত্রই উদ্‌যাপন করতে পারে।

এখন তো উপস্থিত উজ্জ্বলতর লেবীয় শ্রেণি, প্রবীণদের বৃহত্তর মর্যাদা, ও যাজকদের পবিত্রতর তৈলাভিষেক; কেননা তোমার ক্রুশ হল সমস্ত আশীর্বাদের সেই উৎস, সমস্ত অনুগ্রহদানের সেই কারণ যা দ্বারা বিশ্বাসীদের কাছে দুর্বলতা থেকে শক্তি, দুর্নাম থেকে গৌরব, মৃত্যু থেকে জীবন দান করা হয়। এখন বাহ্যিক পশু-বলিদানের প্রথা শেষ হলে তোমার দেহ ও রক্তের একমাত্র উৎসর্গই সেই পশুদের পার্থক্য পূর্ণ করে, কেননা তুমিই সেই প্রকৃত

মেষশাবক, জগতের পাপ যিনি হরণ করেন; এবং তুমি নিজের মধ্যে সমস্ত রহস্যগুলি এমন ভাবে সম্পন্ন কর যেন সমস্ত বলির জন্য বলিদান যেমন এক, তেমনি সমস্ত জাতিকে নিয়ে গঠিত রাজ্যও এক হয়।

শ্লোক মথি ২৬:৩৮,৪৫ দ্রঃ

প্র আমার প্রাণ শোকে মৃতই যেন; তোমরা এখানে থাক, আমার সঙ্গে জেগে থাক। এখন তোমরা এমন জনতাকে দেখবে যা আমাকে ঘিরে ফেলবে:

উ তখন তোমরা পালিয়ে যাবে, আর আমি যাব তোমাদের জন্য বলীকৃত হতে।

প্র দেখ, ক্ষণটা এসে গেছে, মানবপুত্রকে পাপীদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে:

উ তখন তোমরা পালিয়ে যাবে, আর আমি যাব তোমাদের জন্য বলীকৃত হতে।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - যেরে ১৬:১-১৫

একাকী নবী যেরেমিয়া

সেসময়, প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: 'তুমি এই স্থানে বিবাহ করো না, ছেলেমেয়েদের জন্ম দিয়ো না, কারণ এই স্থানে যত ছেলেমেয়ে জন্ম নেয়, এবং এই দেশে যত মাতাপিতা তাদের জন্ম দেয়, তাদের বিষয়ে প্রভু একথা বলছেন: তারা মারাত্মক রোগে মরবে, তাদের জন্য কেউ বিলাপ করবে না, তাদের সমাধিও কেউ দেবে না, কিন্তু হবে মাটির উপরে পড়ে থাকা সারের মত। তারা খড়্গের আঘাতে ও ক্ষুধায় মারা পড়বে; তাদের মৃতদেহ আকাশের পাখিদের ও বন্যজন্তুদের খাদ্য হবে।'

কেননা প্রভু একথা বলছেন, 'তুমি শোকের ঘরে ঢুকো না, বিলাপ করতে বা তাদের সহানুভূতি দেখাতে যেয়ো না, কারণ আমি এই জনগণ থেকে আমার শান্তি ফিরিয়ে নিয়েছি—প্রভুর উক্তি—কৃপা ও স্নেহও ফিরিয়ে নিয়েছি। ছোট-বড় সকলে এদেশেই মরবে; তাদের সমাধি দেওয়া হবে না, তাদের জন্য বিলাপগান থাকবে না; কেউ নিজের দেহে কাটাকাটি করবে না, মাথার চুল খেউরি করবে না। কারও মৃত্যু হলে শোকার্তদের সঙ্গে সান্ত্বনা-রুটি ভাগ করা হবে না, তার পিতা বা মাতার জন্য সান্ত্বনা-পাত্রে তাদের পান করানো হবে না।

লোকদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়ায় বসতে তুমি ভোজ-বাড়িতেও ঢুকো না, কারণ সেনাবাহিনীর প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা বলছেন, দেখ, আমি এই স্থানে তোমাদের চোখের সামনে, তোমাদের এই বর্তমান দিনগুলিতে ফুর্তির সুর ও আনন্দের সুর, বরের কণ্ঠ ও কনের কণ্ঠ স্তব্ধ করে দেব।

তুমি এই জনগণের কাছে এই সমস্ত কথা প্রচার করলে যখন তারা তোমাকে বলবে, কেন প্রভু আমাদের বিরুদ্ধে তেমন মহা অমঙ্গল স্থির করেছেন? কী অপরাধ, কী কী পাপ আমরা আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর বিরুদ্ধে করেছি? তখন তুমি উত্তরে তাদের বলবে, এমনটি ঘটছে, কারণ তোমাদের পিতৃপুরুষেরা আমাকে ত্যাগ করেছে—প্রভুর উক্তি—তারা অন্য দেবতাদের অনুগামী হয়ে তাদের সেবা করেছে, তাদের কাছে প্রণিপাত করেছে, এবং আমাকে ত্যাগ করেছে ও আমার নির্দেশবাণী পালন করেনি। কিন্তু তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষদের চেয়েও কুব্যবহার করেছ; হ্যাঁ, তোমরা প্রত্যেকে আমাকে শুনতে অসম্মত হয়ে নিজ নিজ ধূর্ত হৃদয়ের জেদ অনুসারে চলছ। তাই আমি এই দেশ থেকে এমন এক দেশেই তোমাদের তাড়িয়ে দেব, যা তোমাদের ও তোমাদের পিতৃপুরুষদের কাছেও অজানা ছিল; এবং সেখানে তোমরা দিনরাত বিদেশী দেবতাদের সেবা করবে, কারণ আমি তোমাদের প্রতি আর দয়া দেখাব না।

অতএব দেখ, এমন দিনগুলি আসছে—প্রভুর উক্তি—যখন কেউ আর বলবে না, সেই জীবনময় প্রভুর দিব্যি, যিনি মিশর দেশ থেকে ইস্রায়েল সন্তানদের বের করে এনেছেন; বরং তারা বলবে, সেই জীবনময় প্রভুর দিব্যি, যিনি উত্তর দেশ থেকেই ইস্রায়েল সন্তানদের বের করে এনেছেন, তাদের সেই সকল দেশ থেকেও বের করে এনেছেন, যেখানে তিনি তাদের বিক্ষিপ্ত করেছিলেন। আর আমি যে দেশভূমি তাদের পিতৃপুরুষদের দিয়েছিলাম, তাদের সেই দেশভূমিতে তাদের ফিরিয়ে আনব।'

শ্লোক ইসা ৫৩:২,৪,৫

প্র তাঁর এমন রূপ বা শোভা নেই যা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে ; তেমন আকৃতি নেই যা আমাদের মন জয় করতে পারে। তিনি আমাদেরই যন্ত্রণা তুলে বহন করেছেন ; বরণ করে নিয়েছেন আমাদের যত কষ্ট ; তিনি আমাদেরই অন্যায়ের জন্য অপমানের পাত্র হয়েছেন ;

উ তাঁরই ক্ষতগুণে আমরা নিরাময় হলাম।

প্র তিনি আমাদেরই যন্ত্রণা তুলে বহন করেছেন ; বরণ করে নিয়েছেন আমাদের যত কষ্ট ;

উ তাঁরই ক্ষতগুণে আমরা নিরাময় হলাম।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু যোহন খ্রীসোস্তমের ধর্মশিক্ষা **৩য় ধর্মশিক্ষা ১৩-১৯**

খ্রীষ্টের রক্তের গুণ

তুমি কি খ্রীষ্টের রক্তের গুণ জানতে ইচ্ছা কর? এসো, তার উদাহরণে ফিরে যাই, তার পূর্বাভাস স্মরণ করি, ও প্রাক্তন সন্ধির কথা বর্ণনা করি। মোশী বলেন, *তোমরা এক বছরের মেষশাবক জবাই কর ও তার রক্ত নিয়ে দরজাগুলো চিহ্নিত কর।* মোশী, আপনি কী বলছেন? মেষের রক্ত কি কখনও বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে মুক্ত করেছে? মনে হচ্ছে তিনি উত্তরে বলেন, অবশ্যই, কিন্তু তা যে রক্ত এর জন্য নয়, বরং এজন্যই যে, সেই রক্ত প্রভুরই রক্তের দিকে অঙুলি নির্দেশ করে। সেই শত্রু যদি দরজার বাজুতে প্রতীকের রক্ত নয়, বরং খ্রীষ্টমন্দিরের দরজার দুই বাজুতে, সেই ভক্তদেরই ওষ্ঠে বাস্তবতার উজ্জ্বল রক্ত দেখে, তবেই এখন সে আগের চেয়ে কোন ক্ষতি না ক'রে চলে যাবে।

তুমি কি এ রক্তের আর একটি গুণ দেখতে ইচ্ছা কর? আমি চাই, তুমি ভেবে দেখবে কোথা থেকে প্রথমে সেই রক্ত ঝরে পড়তে লাগল, ও কোন্ উৎস থেকে নিঃসৃত হল। সে রক্ত প্রথম ক্রুশ থেকেই নির্গত হল, প্রভুর বুকের পাশটি হল তার উৎস। সুসমাচার বলে, মৃত্যুর পরে যীশু তখনও ক্রুশে ঝুলানো রয়েছেন, এমন সময় এক সৈন্য কাছে গিয়ে তাঁর বুকের পাশটিতে বর্শা বিঁধিয়ে দিল, ও তা থেকে জল ও রক্ত প্রবাহিত হল। জল হল দীক্ষাস্নানের, ও রক্ত পবিত্র দেহরক্তের প্রতীক। সৈন্য বুকের পাশ খুলে দিল, তাতে সে পবিত্র মন্দিরের দেওয়াল অনাবৃত করল, আর আমি মহাধন খুঁজে পেলাম ও উজ্জ্বল ঐশ্বর্য আবিষ্কারে আমি পরম আনন্দিত। একই প্রকারে মেষশাবকের বেলায় ঘটেছে: ইহুদীরা একটা মেষ বলিদান করল, আর আমি সেই বলির ফল ভোগ করলাম।

তাঁর বুকের পাশ থেকে নিঃসৃত হল রক্ত ও জল। হে শ্রোতা, আমি চাই না, তুমি তেমন গুপ্ত রহস্যের কথা অতি সহজে পাশ কাটিয়ে যাবে, কেননা আমার আধ্যাত্মিক ও রহস্যাবৃত ব্যাখ্যার আর একটি বাণী বাকি রয়েছে। আমি বলেছি, সেই জল ও রক্ত দীক্ষাস্নানের ও পবিত্র দেহরক্তের প্রতীকে প্রদর্শিত। কেননা পবিত্র মণ্ডলী এ দু'টো সাক্রামেন্ত থেকে, তথা পবিত্র আত্মায় নবজন্ম ও নবীকরণ দানকারী জলপ্রক্ষালন অর্থাৎ কিনা দীক্ষাস্নান থেকে, ও খ্রীষ্টের দেহরক্ত-সাক্রামেন্ত থেকেই জন্ম নিয়েছে—সেই যে সাক্রামেন্ত দু'টো প্রতীকাকারে খ্রীষ্টের বুকের পাশ থেকে নির্গত হল। সুতরাং খ্রীষ্ট আপন বুকের পাশ থেকেই মণ্ডলীকে গড়লেন, যেইভাবে আদমের বুকের পাশ থেকেও তাঁর বধূ হবা গঠিত হয়েছিলেন।

এজন্য মোশী আদিমানুষের কথা বলতে গিয়ে বলেছিলেন: *আমার হাড়ের হাড় ও আমার মাংসের মাংস ;* এতে তিনি প্রভুর বুকের পাশের দিকেই অঙুলি নির্দেশ করছিলেন। একইপ্রকারে যেমন ঈশ্বর আদমের বুকের পাশ থেকেই নারীকে সৃষ্টি করেছিলেন, তেমনি নিজের বুকের পাশ থেকে খ্রীষ্টও আমাদের জল ও রক্ত দান করলেন, যেন মণ্ডলী গঠিত হয়। আর যেমন আদমের নিদ্রাবস্থায়ই ঈশ্বর তাঁর বুকের পাশ খুলে দিয়েছিলেন, তেমনি মৃত্যুনিদ্রার পরেই খ্রীষ্ট জল ও রক্ত আমাদের দান করলেন।

দেখ কেমন করে খ্রীষ্ট আপন কনেকে নিজের সঙ্গে মিলিত করলেন, দেখ কোন্ খাদ্যে তিনি আমাদের পরিপুষ্ট করেন! একই খাদ্য দ্বারা আমরা জন্মলাভ করি ও পুষ্টি পাই। জননী যেমন আপন বুকের দুধ দিয়ে শিশুর পুষ্টিসাধন করেন ও প্রয়োজন হলে রক্ত দিতে প্রস্তুত, তেমনি খ্রীষ্ট যাদের নবজন্ম দান করেন তাদের তিনি নিজেই আপন রক্ত দানে তাদের পুষ্টিসাধন করে থাকেন।

শ্লোক ১ পি ১:১৮-১৯; এফে ২:১৮; ১ যোহন ১:৭

প্র তোমরা রুপো বা সোনার মত ক্ষয়শীল কিছুর মূল্যে নয়; বরং নিষ্কলঙ্ক ও নির্দোষ মেষশাবক-স্বরূপ সেই খ্রীষ্টেরই মূল্যবান রক্তমূল্যে মুক্ত হয়েছ।

উ তাঁরই মধ্য দিয়ে আমরা এক আত্মায় পিতার কাছে প্রবেশাধিকার পেয়ে আছি।

প্র ঈশ্বরপুত্র সেই যীশুর রক্ত সমস্ত পাপ থেকে আমাদের শোধন করে।

উ তাঁরই মধ্য দিয়ে আমরা এক আত্মায় পিতার কাছে প্রবেশাধিকার পেয়ে আছি।

পুণ্য শনিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - বিলাপ ৫:১-২২

জনগণের পরিত্রাণের জন্য মিনতি

আমাদের যা ঘটছে, তা স্মরণ কর গো প্রভু,
চেয়ে দেখ, লক্ষ কর আমাদের অসম্মান।

গেল আমাদের উত্তরাধিকার বিদেশীদের হাতে,
বিজাতীয়দের হাতে আমাদের বাড়ি-ঘর।

আমরা এখন এতিম, পিতৃহীন,
বিধবারই মত আমাদের মা।

অর্থের বিনিময়েই পান করছি আমাদের নিজেদেরই জল,
দাম দিয়ে আমাদের নিজেদেরই কাঠ আমাদের কিনতে হচ্ছে।

যারা আমাদের ধাওয়া করে, তারা রয়েছে আমাদের ঘাড়ে,
আমরা পরিশ্রান্ত, নেই কো বিশ্রাম আমাদের জন্য।

প্রচুর খাদ্য পাবার জন্য
মিশরের কাছে, আসিরিয়ার কাছে পেতেছি হাত।

আমাদের পিতৃপুরুষেরা পাপ করল, এখন আর নেই কো তারা,
আমরাই তো বহন করছি তাদের অপরাধের দণ্ড;

দাসেরাই এখন আমাদের শাসন করছে,
তাদের হাত থেকে আমাদের মুক্ত করবে এমন কেউ নেই।

আমাদের প্রাণের ঝুঁকিতেই আমরা রুটি যোগাই,
প্রান্তরের সেই খড়্গের দরুন!

আমাদের চামড়া এখন জ্বলন্ত একটা চুল্লির মত,
দুর্ভিক্ষের জ্বালার দরুন!

সিয়োনে নারীরা তাদের দ্বারা অপমানিত,
যুদার শহরে শহরে কুমারীরাও তাই।

তাদের হাতে নেতাদের ফাঁসি দেওয়া হচ্ছে,
প্রবীণদের মুখ তাদের দ্বারা সমাদৃত নয়।

যুবকেরা জাঁতা ঘোরাতে বাধ্য,
তরুণেরা কাঠের ভারে হোঁচট খাচ্ছে।

প্রবীণেরা নগরদ্বারে সভার আসনে আর বসেন না,
যুবকেরা বাদ্যযন্ত্র ছেড়ে দিল।

অন্তরে ফুরিয়ে গেছে পুলক,
আমাদের নৃত্য বিলাপেই পরিণত।

আমাদের মাথা থেকে পড়ে গেছে মুকুট,
ধিক আমাদের! কারণ করেছি পাপ।

এজন্যই বেদনাপীড়িত আমাদের অন্তর,
এসব কিছুর জন্যই ক্ষীণ হয়ে এসেছে আমাদের চোখ।

কারণ সিয়োন পর্বত এখন ধ্বংসস্থান,
শিয়ালে সেখানে ছুটাছুটি করছে।

তুমি কিন্তু, প্রভু, চিরসমাসীন,
তোমার সিংহাসন যুগযুগস্থায়ী।

কেন আমাদের ভুলে যাও চিরকালের মত?
কেন দীর্ঘ দিন ধরে আমাদের ত্যাগ করে থাক?

তোমার কাছে আমাদের ফিরিয়ে আন, প্রভু; তবেই আমরা আসব ফিরে;
আমাদের দিনগুলি পুরাকালের মতই নবীন করে তোল,

যদি না তুমি নিঃশেষেই আমাদের ত্যাগ করেছ,
যদি না আমাদের উপর তোমার ক্রোধ সীমাহীন!

শ্লোক যোব ১৬:১৬; বিলাপ ১:১২ দ্রঃ

℣ আমার চোখের পাতার উপরে ঘোর অন্ধকার বিরাজ করছে, কারণ যিনি আমাদের সান্ত্বনা দিতেন, তিনি আমা থেকে দূরে চলে গেছেন। শোন সর্বজাতি, চেয়ে দেখ
℟ এমন দুঃখ আছে কিনা, যা আমার এই দুঃখের মত।
℣ তোমরা সকলে, যারা এই পথ দিয়ে চল, ভেবে দেখ, চেয়ে দেখ তোমরা,
℟ এমন দুঃখ আছে কিনা, যা আমার এই দুঃখের মত।

দ্বিতীয় পাঠ - পুণ্য শনিবার উপলক্ষে প্রাচীন উপদেশ

পাতালে প্রভুর অবরোহণ

কী ঘটেছে? আজ পৃথিবী জুড়ে মহা নিস্তব্ধতা: মহা নিস্তব্ধতা ও নির্জনতা বিরাজ করছে। মহা নিস্তব্ধতা, কেননা রাজা নিদ্রা যাচ্ছেন; পৃথিবী ভয়ে অভিভূত হয়ে নীরব থাকল, কেননা মাংসধারী ঈশ্বর ঘুমিয়ে পড়লেন ও যারা বহুদিন থেকে নিদ্রা গিয়েছিল তিনি তাদের জাগিয়ে তুললেন। ঈশ্বর মাংস অনুসারে মরলেন ও পাতাল আলোড়িত করতে অবরোহণ করলেন।

অবশ্যই, তিনি আদিপিতাকে হারানো মেষেরই মত যেন খোঁজ করতে যাচ্ছেন। যারা অন্ধকারে ও মৃত্যু-ছায়ায় বসে আছে, তিনি নিজে গিয়ে তাদের অবস্থা দেখতে চাচ্ছেন; ঈশ্বর ও তাঁর পুত্র কারারুদ্ধ আদমকে ও সেইসঙ্গে বন্দি হবাকে দুঃখযন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতে যাচ্ছেন।

বিজয়ী অস্ত্র-ক্রুশ হাতে করে প্রভু তাদের সেইখানে প্রবেশ করছেন। তাঁকে দেখেই আদিপিতা আদম বিস্ময়ে

স্তম্ভিত হয়ে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে চিৎকার করে সকলকে বললেন, আমার প্রভু সকলের সঙ্গে সঙ্গে থাকুন! উত্তরে খ্রীষ্ট আদমকে বললেন, তোমারও সঙ্গে সঙ্গে থাকুন। এবং তাঁর হাত ধরে তিনি তাঁকে নাড়া দিয়ে বললেন, *ঘুমিয়ে রয়েছ যে তুমি, জেগে ওঠ, মৃতদের মধ্য থেকে নিদ্রাভঙ্গ হও, আর খ্রীষ্ট তোমাকে উদ্ভাসিত করবেন।*

আমি তোমার ঈশ্বর, যিনি তোমার জন্য তোমার সন্তান হলাম; যিনি তোমার জন্য ও এদের জন্য ও তোমার উত্তরপুরুষদের জন্য এখন বলছি, ও যারা শেকলাবদ্ধ ছিল, পূর্ণ অধিকারে তাদের আদেশ করছি, বেরিয়ে যাও; আর যারা অন্ধকারে ছিল, তাদের বলছি: উদ্ভাসিত হও; আর নিদ্রাগতদের বলছি: পুনরুত্থিত হও!

তোমাকে নির্দেশ করছি, জেগে ওঠ, হে নিদ্রাগত: কেননা তুমি যেন পাতালে বন্দি হয়ে থাক সেজন্য তো আমি তোমাকে গড়িনি। মৃতদের মধ্য থেকে নিদ্রাভঙ্গ হও; আমি যে মৃতদের জীবন। ওঠ, আমার হাতের কাজ; ওঠ, আমার প্রতিমূর্তি, যা আমার সাদৃশ্যে গড়া হয়েছিলে। ওঠ, এখান থেকে বেরিয়ে যাই; কেননা তুমি আমার মধ্যে আর আমি তোমার মধ্যে একমাত্র ব্যক্তিত্ব।

তোমার জন্য, তোমার ঈশ্বর যে আমি, তোমার সন্তান হলাম; তোমার জন্য, প্রভু যে আমি, তোমার দাসস্বরূপ ধারণ করলাম; তোমার জন্য, আমি ঊর্ধ্বলোকেই যাঁর আবাস, পৃথিবীতে ও পৃথিবীর নিচে এলাম; মানুষ-তোমারই জন্য আমি অসহায় মানুষ হলাম, কিন্তু আজ মুক্ত হয়ে মৃতদের মধ্যে উপস্থিত; সেই তোমারই জন্য, যে বাগান থেকে বেরিয়ে গেছিলে, আমাকে এক বাগানে ইহুদীদের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে ও এক বাগানে ক্রুশে দেওয়া হয়েছে।

চেয়ে দেখ আমার মুখে সেই থুথু, যা আমি তোমার জন্য গ্রহণ করে নিয়েছি যেন তোমাকে তোমার আদি প্রাণবায়ুর হাতে ফিরিয়ে দিতে পারি; দেখ আমার গালে চপেটাঘাতের চিহ্ন, যা আমি সহ্য করেছি যেন তোমার বিকৃত স্বরূপকে আমার সাদৃশ্যে নবায়ন করতে পারি। দেখ আমার পিঠে কশাঘাতের চিহ্ন, যা সহ্য করেছি যেন সেই পাপের বোঝা যা তোমার পিঠে চাপা ছিল তা ফেলে দিতে পারি। দেখ আমার হাত দু'টো, যা সেই তোমারই মঙ্গলের জন্য ক্রুশে বিদ্ধ হল—তুমি যে অমঙ্গলের জন্য বৃক্ষের দিকে হাত বাড়িয়েছিলে।

আমি ক্রুশে নিদ্রা গিয়েছিলাম, হঠাৎ একটি বর্শার আঘাতে আমার বুকের পাশ বিদ্ধ হল, তোমারই জন্য—তুমি যে পরমদেশে নিদ্রা গেলে আমি তোমার বুকের পাশ থেকে হবাকে গড়ে তুলেছিলাম। আমার পাশ তোমার পাশের যন্ত্রণা নিরাময় করল। আমার নিদ্রা পাতালের নিদ্রা থেকে তোমাকে বের করবে। আমার বর্শা সেই বর্শা প্রতিরোধ করল যা তোমার দিকে লক্ষ করছিল।

ওঠ, এখান থেকে চলে যাই। শত্রু তোমাকে পরমদেশ থেকে বের করে দিয়েছিল; আমি কিন্তু তোমাকে সেই পরমদেশে আর নয়, স্বর্গীয় সিংহাসনেই আসন দেব। জীবনবৃক্ষ স্পর্শ করতে তোমাকে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল; এই দেখ, জীবন যে আমি, সেই আমি তোমার সঙ্গে সংযুক্ত। আমি খেরুবদূতদের নিয়োগ করেছিলাম তারা যেন তোমাকে সন্তানের মত রক্ষা করে; আমি আজ এমনটি করছি, যেন খেরুবদূতেরা ঈশ্বরোচিত মর্যাদা দেখিয়ে তোমাকেও পূজা করে। স্বর্গীয় সিংহাসন এবার তৈরী, বাহকেরা তৎপর ও প্রস্তুত, ভোজালয় নির্মিত, খাদ্য প্রস্তুত, শাশ্বত আবাস ও গৃহগুলো অলঙ্কৃত, মঙ্গলদানের ঐশ্বর্যের সিন্দুক উন্মুক্ত, ও অনাদিকাল থেকে প্রস্তুত স্বর্গরাজ্য তোমার অপেক্ষায় রয়েছে।

শ্লোক

℣ চলে গেলেন আমাদের সেই মেষপালক, আমাদের সেই জীবনময় জলের উৎস, যাঁর মৃত্যুতে সূর্য অন্ধকারময় হয়ে গেল; আদিমানুষকে যে বন্দি করে রাখছিল, সেও বন্দি হয়ে গেল:

℟ আজ আমাদের ত্রাণকর্তা মৃত্যুরাজ্যের দ্বার ও শেকল বিনাশ করলেন।

℣ তিনি পাতালের কারাবাস ধ্বংস করলেন, শয়তানের কর্তৃত্ব উড়িয়ে দিলেন।

℟ আজ আমাদের ত্রাণকর্তা মৃত্যুরাজ্যের দ্বার ও শেকল বিনাশ করলেন।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - যেরে ২০:৭-১৮

নবী যেরেমিয়ার উৎকণ্ঠা

তুমি আমাকে ভুলিয়েছ, প্রভু ; তাতে আমি ভুলেছি ;
তুমি আমার উপর বল প্রয়োগ করেছ, তাতে বিজয়ী হয়েছ ;
সারাদিন ধরে আমি হয়ে উঠেছি উপহাসের পাত্র ;
সকলেই আমাকে ঠাট্টা করে।
যতবার আমাকে বাণী প্রচার করতে হয়, ততবার আমি চিৎকার করতে বাধ্য,
আমাকে চিৎকার করে বলতে হয়, 'উৎপীড়ন, অত্যাচার!'
তাই প্রভুর বাণী আমার পক্ষে হয়ে উঠেছে দুর্নাম ও উপহাসের কারণ সারাদিন ধরে।
আমি মনে মনে ভাবছিলাম :
'তাঁর কথা আর চিন্তা করব না, তাঁর নামে আর কিছু বলব না!'
কিন্তু আমার হৃদয়ে যেন জ্বলন্ত একটা আগুন ছিল,
যা আমার হাড়ের মধ্যেই রুদ্ধ।
তা সংযত রাখার চেষ্টায় আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি,
না, পারছি না।
আমি শুনতে পাচ্ছিলাম আমার বিষয়ে অনেকের কানাকানি :
'চারদিকে সন্ত্রাস!
ওর নামে অভিযোগ আন ; আমরাও ওর নামে অভিযোগ আনব।'
আমার সকল বন্ধু আমার পতনের অপেক্ষায় ওত পেতে ছিল :
'কি জানি, ও নিজেকে ভোলাতে দেবে,
তবে আমরা বিজয়ী হব, আমাদের প্রতিশোধ নিতে পারব!'
কিন্তু প্রভু বীরযোদ্ধার মত আমার পাশে পাশে থাকেন,
তাই আমার নির্যাতকেরা হোঁচট খাবে, জয়ী হতে পারবে না ;
অক্ষম হওয়ার ফলে ভীষণ লজ্জায় পড়বে,
ওদের অপমান হবে চিরন্তন, কেউই তা মুছতে পারবে না।
হে সেনাবাহিনীর প্রভু, তুমি তো ধার্মিককে যাচাই করে থাক,
তুমি তো মানুষের অন্তর ও প্রাণ পরীক্ষা করে থাক ;
আমি যেন দেখতে পাই তাদের উপর তোমার প্রতিশোধ!
কারণ আমি তোমারই হাতে তুলে দিয়েছি আমার পক্ষ সমর্থনের ভার।
প্রভুর উদ্দেশে গান গাও, কর প্রভুর প্রশংসাগান,
কারণ তিনি অপকর্মাদের হাত থেকে
উদ্ধার করেছেন নিঃস্বের প্রাণ।
অভিশপ্ত হোক সেই দিন, যে দিন আমি জন্মেছি!
যে দিন আমার মা আমাকে প্রসব করলেন, সেই দিন আশিস-বঞ্চিত হোক!
অভিশপ্ত হোক সেই মানুষ,
যে মানুষ 'তোমার এক পুত্রসন্তান হল' এই সংবাদ দিয়ে
আমার পিতাকে পরমানন্দে পূর্ণ করেছে।
সেই মানুষ হোক সেই শহরগুলির মত,
যা প্রভু কোন দয়া না দেখিয়ে উচ্ছেদ করেছেন ;

সে প্রভাতে কান্না, ও মধ্যাহ্নে রণধ্বনি শুনুক!
কারণ সে আমাকে মাতৃগর্ভে মেরে ফেলেনি;
তবে আমার জননী হতেন আমার সমাধি,
আর তিনি গর্ভবতী হয়ে থাকতেন চিরকাল ধরে!
কষ্ট ও দুঃখ দেখবার জন্য,
মৃত্যু পর্যন্তই লজ্জায় আমার দিনগুলি কাটাবার জন্য
আমি কেনই বা মাতৃগর্ভ ছেড়ে বেরিয়ে এলাম?

শ্লোক সাম ৮৮:৫-৬,৭

প্র যারা সেই গহ্বরে নেমে যায়, আমি তাদেরই সঙ্গে পরিগণিত,
উ আমি হয়েছি এমন মানুষের মত যার শক্তি নেই। মৃতদের মাঝেই আমার শয্যা।
প্র গর্তের তলায়, অন্ধকারের বুকে, অতল গভীরে তুমি আমায় রেখেছ ফেলে;
উ আমি হয়েছি এমন মানুষের মত যার শক্তি নেই। মৃতদের মাঝেই আমার শয্যা।

দ্বিতীয় পাঠ - যোহন-রচিত সুসমাচারে আলেকজান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা ১২শ পুস্তক

আপন দেহের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে খ্রীষ্ট সকলের জীবন মুক্ত করে দিলেন

তাঁরা যীশুর দেহ নিয়ে ইহুদীদের সমাধি-প্রথা অনুসারে সেই গন্ধদ্রব্য-মেশানো ক্ষোম-কাপড়ের ফালি দিয়ে তা জড়িয়ে নিলেন। যে স্থানে তাঁকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল, সেখানে ছিল একটা বাগান, আর বাগানের মধ্যে একটা নতুন সমাধিগুহা যেখানে আগে কারও সমাধি দেওয়া হয়নি।

যিনি আমাদের জন্য দেহ অনুসারে মরলেন, তিনি মৃতদের মধ্যে পরিগণিত; তবু উপলব্ধি করা যায়, তাঁর নিজের ও পিতার মধ্যেই তাঁর জীবন আছে, আর আসলে তাই। কিন্তু ন্যায্যতা সাধন করার জন্য, অর্থাৎ মানবদশার সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্ত কিছুরই সহভাগী হবার জন্য তিনি তাঁর আপন দেহমন্দিরকে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করা মৃত্যুর অধীনে শুধু নয়, মৃত্যুর পরবর্তী যত পরিস্থিতি রয়েছে তার অধীনেও বশীভূত করলেন, তথা সমাধিগুহা ও কবর।

তবে রচয়িতা বলেন, সেই বাগানে একটা সমাধিগুহা ছিল, আর তা নতুন ছিল; প্রতীক হিসাবে এর অর্থ হল এ, খ্রীষ্টের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আমাদের জন্য এদেন বাগানে প্রত্যাগমন প্রস্তুত ও সম্ভব। কেননা তিনি অগ্রগামী রূপেই সেখানে প্রবেশ করলেন। সমাধিগুহা যে নতুন, এতে প্রদর্শিত হয় মৃত্যু থেকে জীবনে যীশুর নতুন ও অপ্রত্যাশিত প্রত্যাগমন, ও ক্ষয়প্রাপ্তি-ক্ষেত্রে তাঁর সাধিত পুনঃপ্রতিষ্ঠা। কেননা খ্রীষ্টের মৃত্যু গুণে আমাদের নতুন মৃত্যু একপ্রকার নিদ্রা বা বিশ্রামে রূপান্তরিত হয়েছে। সত্যিই আমরা তাদেরই মত জীবিত, যারা—শাস্ত্র অনুসারে—প্রভুর জন্য জীবিত। এজন্য ধন্য প্রেরিতদূত পল তাদেরই কথা ইঙ্গিত করতে গিয়ে খ্রীষ্টেই যাদের মৃত্যু হয়েছে, প্রায়ই এ বাক্যটি ব্যবহার করেন, *যারা নিদ্রা গেল।*

পূর্ববর্তীকালে আমাদের মানবস্বরূপের উপর মৃত্যুর শক্তিই জয়ী ছিল। মৃত্যু *আদম থেকে মোশী পর্যন্ত রাজত্ব করল, তাদের উপরেও রাজত্ব করল, যারা আদমের আজ্ঞা-লঙ্ঘনের মত কোন পাপ করেনি,* এবং আদমের সদৃশ হয়ে আমরা ঈশ্বরের অভিশাপের কারণে আমাদের উপর অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুকে ভোগ করায় পার্থিব মানুষের সাদৃশ্য বহন করে এসেছি।

কিন্তু যখন সেই দ্বিতীয় দিব্য ও স্বর্গীয় আদম আবির্ভূত হলেন, যিনি সকলের জীবনের জন্য সংগ্রাম করে আপন দেহের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সকলকে জীবন ফিরিয়ে দিলেন ও মৃত্যুরাজ্য ধ্বংস করে পুনরুত্থান করলেন, তখন আমরা তাঁর সাদৃশ্যে রূপান্তরিত হলাম ও একপ্রকার নতুন মৃত্যুর সামনে দাঁড়ালাম। এ মৃত্যু একপ্রকার নতুন, কারণ এ মৃত্যু অশেষ অবক্ষয়ের মধ্যে আমাদের নিঃশেষিত করে না, বরং আমাদের মধ্যে এমন নিদ্রা সঞ্চারিত করে যা সান্ত্বনাদায়ী প্রত্যাশায় পূর্ণ—তাঁরই সাদৃশ্যে, যিনি আমাদের জন্য এ পথ উন্মুক্ত করেছেন, তথা খ্রীষ্ট।

শ্লোক মথি ২৭:৬২-৬৬; মার্ক ১৫:৪৬ দ্রঃ

℣ প্রভুকে সমাধি দেওয়ার পর তারা সমাধিগুহার উপরে সীলমোহর করল ও তার মুখের সামনে একটা পাথর গড়িয়ে দিল;

℟ তারা সেখানে একদল প্রহরী মোতায়েন করে সমাধিগুহাটা সুরক্ষিত করল।

℣ প্রধান যাজকেরা পিলাতের কাছে সমবেত হয়ে তাঁর কাছে আবেদন জানালেন, যেন সমাধিগুহার রক্ষা ব্যবস্থা করা হয়।

℟ তারা সেখানে একদল প্রহরী মোতায়েন করে সমাধিগুহাটা সুরক্ষিত করল।

প্রভুর পুনরুত্থান পাস্কা রবিবার

প্রাহরিক উপাসনার জাগরণীর পরিবর্তে পাস্কা জাগরণী উদ্‌যাপিত হয়। যাঁরা পাস্কা জাগরণী অনুষ্ঠানে অংশ নেন না, তাঁরা সেই অনুষ্ঠানের ৪টা পাঠ সামসঙ্গীত ও প্রার্থনা সহ পড়বেন। নিম্নে দেওয়া ব্যবস্থা অনুসরণযোগ্য:

প্রথম পাঠ - যাত্রা ১৪:১৫—১৫:১

ইস্রায়েলীয়েরা শুকনা মাটির উপর দিয়ে সমুদ্রে প্রবেশ করে

সেসময় প্রভু মোশীকে বললেন, 'আমার কাছে কেন চিৎকার করছ? ইস্রায়েল সন্তানদের এগিয়ে যেতে বল। আর তুমি লাঠি তুলে সমুদ্রের উপরে হাত বাড়াও, সমুদ্রকে দু'ভাগ করে ফেল, যেন ইস্রায়েল সন্তানেরা শুকনা মাটির উপর দিয়েই সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করে। এদিকে আমি মিশরীয়দের হৃদয় কঠিন করব, যেন তারা এদের পিছনে ধাওয়া করে, আর এইভাবে আমি ফারাও, তার সকল সৈন্য, তার সমস্ত রথ ও তার অশ্বারোহীদের উপরে গৌরবান্বিত হব। হ্যাঁ, ফারাও ও তার সমস্ত রথ ও তার অশ্বারোহীদের উপরে আমি যখন আমার গৌরব প্রকাশ করব, তখন মিশরীয়েরা জানতে পারবে যে, আমিই প্রভু!'

তখন পরমেশ্বরের যে দূত ইস্রায়েল-বাহিনীর পুরোভাগে চলছিলেন, তিনি সরে গিয়ে তাদের পশ্চাদ্ভাগে গেলেন, মেঘস্তম্ভটিও তাদের অগ্রভাগ থেকে সরে গিয়ে তাদের পশ্চাদ্ভাগে স্থান নিল; স্তম্ভটি মিশরের শিবির ও ইস্রায়েলের শিবিরের মাঝখানেই চলে এল। সেই মেঘও ছিল, সেই অন্ধকারও ছিল, অথচ তাতে রাত্রি আলোকিত হল, কিন্তু সারারাত ধরে এক দল অন্য দলের কাছে এল না। তখন মোশী সমুদ্রের উপরে হাত বাড়ালেন, এবং প্রভু সারারাত ধরে প্রবল পুববাতাস দ্বারা সমুদ্রকে সরিয়ে দিয়ে তা শুষ্ক ভূমি করলেন; তাতে জল দু'ভাগ হল, এবং ইস্রায়েল সন্তানেরা শুকনা মাটির উপর দিয়ে সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করল—তাদের ডান ও বাঁ পাশে জলরাশি দেওয়ালস্বরূপ ছিল। ফারাওর সকল অশ্ব ও রথ এবং অশ্বারোহী, মিশরীয়েরা সকলেই ধাওয়া করে তাদের পিছু পিছু সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করল।

রাত্রির শেষ প্রহরে প্রভু সেই অগ্নিময় মেঘস্তম্ভ থেকে মিশরীয়দের সৈন্যদলের উপর দৃষ্টিপাত করে তাদের বিভ্রান্ত করে দিলেন। তিনি তাদের রথের চাকা আটকে দিলেন, ফলে তাদের পক্ষে রথ চালানোটা কষ্টকর হল। তখন মিশরীয়েরা বলল, 'চল, আমরা ইস্রায়েলের সামনে থেকে পালাই, কারণ প্রভু তাদের পক্ষেই মিশরীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছেন।' প্রভু তখনই মোশীকে বললেন, 'সমুদ্রের উপরে হাত বাড়াও: জলরাশি ফিরে মিশরীয়দের উপরে ও তাদের রথের উপরে ও অশ্বারোহীদের উপরে এসে পড়ুক।' তাই মোশী সমুদ্রের উপরে হাত বাড়ালেন, আর সকাল হতে না হতেই সমুদ্র আবার তার সাধারণ গতিপথে ফিরে এল, আর মিশরীয়েরা ঠিক তার আগে আগে পালাতে পালাতেই প্রভু সমুদ্রের মধ্যেই তাদের উল্টিয়ে দিলেন। ফারাওর সমস্ত সৈন্যদলের যত রথ ও অশ্বারোহী, যারা ইস্রায়েল সন্তানদের পিছু পিছু সমুদ্রে প্রবেশ করেছিল, জলরাশি ফিরে এসে তাদের নিমজ্জিত করল: তাদের একজনও রক্ষা পেল না। কিন্তু ইস্রায়েল সন্তানেরা শুকনা মাটিতেই সমুদ্রের মধ্য দিয়ে চলল—তাদের ডান ও বাঁ পাশে জলরাশি দেওয়ালস্বরূপ ছিল।

এইভাবেই প্রভু সেদিন মিশরীয়দের হাত থেকে ইস্রায়েলকে ত্রাণ করলেন, ও ইস্রায়েল সমুদ্রের ধারে মিশরীয়দের মৃতদেহ দেখল; মিশরীয়দের বিরুদ্ধে প্রভু যে মহাকর্ম সাধন করেছিলেন, ইস্রায়েল যখন তা দেখতে পেল, তখন জনগণ প্রভুকে ভয় করল এবং প্রভুতে ও তাঁর দাস মোশীতে বিশ্বাস রাখল।

তখন মোশী ও ইস্রায়েল সন্তানেরা প্রভুর উদ্দেশে এই সঙ্গীত গান করলেন; তাঁরা বললেন:

ধুয়ো: আমি * প্রভুর উদ্দেশে গান গাইব,
কারণ তিনি মহাবিজয়ী হলেন।

গীতিকা - যাত্রা ১৫:১-৬,১৭-১৮

আমি প্রভুর উদ্দেশে গান গাইব, কারণ তিনি মহাবিজয়ী হলেন—
তিনি অশ্ব অশ্বারোহীকে সমুদ্রে ফেলে দিলেন।
প্রভুই আমার শক্তি, আমার স্তবগান,
তিনি হলেন আমার পরিত্রাণ।

তিনি আমার ঈশ্বর—
আমি তাঁর গুণগান করব;
তিনি আমার পিতার পরমেশ্বর—
আমি তাঁর বন্দনা করব।

প্রভু মহাযোদ্ধা,
প্রভুই তো তাঁর নাম;
তিনি ফারাওর সমস্ত রথ ও সেনাদল সমুদ্রে ঠেলে দিলেন,
তার যত সেরা বীরযোদ্ধা লোহিত সাগরে নিমজ্জিত হল।

অতলদেশ তাদের ঢেকে দিল,
তলিয়ে গেল তারা পাথরের মত।
প্রভু, তোমার ডান হাত প্রতাপে মহীয়ান,
প্রভু, তোমার ডান হাত শত্রুদের করল চূর্ণ।

তোমার জনগণকে এনে তুমি তোমার উত্তরাধিকার-পর্বতে রোপণ করবে,
সেই স্থান, প্রভু, যা তুমি করলে তোমার আপন আবাস,
সেই পবিত্রধাম, প্রভু, যা তোমার দু'হাতই স্থাপন করল।
প্রভু রাজত্ব করবেন চিরদিন চিরকাল।

ধুয়ো: আমি প্রভুর উদ্দেশে গান গাইব,
কারণ তিনি মহাবিজয়ী হলেন।

প্রার্থনা: হে ঈশ্বর, প্রাচীনকালে তোমার সাধিত অপরূপ কাজের অর্থ তুমি নতুন নিয়মের আলোতেই প্রকাশ করেছ। তাতে লোহিত সাগর হল পবিত্র দীক্ষাকুণ্ডের পূর্বচ্ছবি, এবং দাসত্ব থেকে বিমুক্ত জনগণ হয়ে উঠল খ্রীষ্টীয় সমাজের প্রতীক। আশীর্বাদ কর: যেন সকল জাতি বিশ্বাস গুণে ইস্রায়েলের মর্যাদার অংশী হয়ে পবিত্র আত্মার সহভাগিতা গুণে নবজীবন লাভ করতে পারে।

দ্বিতীয় পাঠ - এ ৩৬:১৬-২৮

তোমাদের উপর ছিটিয়ে দেব শুদ্ধ জল,
তোমাদের দেব এক নতুন হৃদয়

প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: 'হে আদমসন্তান, ইস্রায়েলকুল যখন তার নিজের দেশভূমিতে বাস করত, তখন তার আচরণ ও কাজকর্ম দ্বারা তা কলুষিত করেছিল; আমার কাছে তাদের আচরণ ছিল স্ত্রীলোকের রক্তস্রাবের অশুচিতার মত। তাই সেই দেশে তারা যে রক্তপাত করেছিল, এবং তাদের পুতুলগুলো দ্বারা তারা দেশ যে কলুষিত করেছিল, এসব কিছুর জন্য আমি তাদের উপরে আমার রোষ বর্ষণ করেছিলাম। আমি

জাতিসকলের মধ্যে তাদের বিক্ষিপ্ত করেছিলাম, এবং তারা নানা দেশে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল; তাদের আচরণ ও কাজকর্ম অনুসারেই আমি তাদের বিচার করেছিলাম। তারা যে দিকে চালিত হল, সেই জাতিসকলের মাঝে গিয়ে পৌঁছে আমার পবিত্র নাম অপবিত্র করল, ফলে লোকে তাদের বিষয়ে এখন বলে: এরা প্রভুর আপন জনগণ, তা সত্ত্বেও দেশ থেকে তাদের বের করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমি আমার সেই পবিত্র নামের খাতিরেই উদ্বিগ্ন ছিলাম, যা ইস্রায়েলকুল জাতিসকলের মধ্যে যেখানে গিয়েছে, সেখানে অপবিত্র করেছে। তাই তুমি ইস্রায়েলকুলকে বল: প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: হে ইস্রায়েলকুল, আমি তোমাদের খাতিরে নয়, আমার সেই পবিত্র নামের খাতিরেই কাজ করছি, যা তোমরা যেখানে গিয়েছ, সেখানে জাতিসকলের মধ্যে অপবিত্র করেছ! আমি আমার সেই মহা নামের পবিত্রতা দেখাতে যাচ্ছি, যা জাতিসকলের মধ্যে অপবিত্রতার বস্তু হয়েছে, যা তোমরা নিজেরাই তাদের মধ্যে অপবিত্র করেছ। তখনই জাতিসকল জানবে যে, আমিই প্রভু,—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি—যখন আমি তাদের চোখের সামনে তোমাদের মধ্যে আমার পবিত্রতা দেখাব; কারণ আমি জাতিসকলের মধ্য থেকে তোমাদের নেব, সকল দেশ থেকে তোমাদের সংগ্রহ করব, তোমাদের নিজেদের দেশভূমিতে তোমাদের নিয়ে আসব। তোমাদের উপর ছিটিয়ে দেব শুদ্ধ জল আর তোমরা শুদ্ধ হবে; তোমাদের সমস্ত মলিনতা থেকে, তোমাদের সকল পুতুল থেকে তোমাদের শোধন করব। তোমাদের দেব এক নতুন হৃদয়, তোমাদের অন্তরে রাখব এক নতুন আত্মা। তোমাদের বুক থেকে সরিয়ে দেব সেই পাথরের হৃদয়, রক্তমাংসেরই এক হৃদয় তোমাদের দেব। তোমাদের অন্তরে রাখব আমার আত্মা, আমার বিধিপথে তোমাদের চালনা করব, আমার নিয়মনীতি পালনে তোমাদের নিষ্ঠাবান করব। আমি তোমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে যে দেশ দিয়েছিলাম, তোমরা সেই দেশেই বাস করবে; তোমরা হবে আমার আপন জনগণ আর আমি হব তোমাদের আপন পরমেশ্বর।'

ধুয়ো: হরিণী * যেমন জলস্রোতের আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল,
তেমনি, পরমেশ্বর, তোমারই আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল আমার প্রাণ।

সাম ৪২:২-৩,৫খ-গ; ৪৩:৩-৪

হরিণী যেমন জলস্রোতের আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল,
তেমনি, পরমেশ্বর, তোমারই আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল আমার প্রাণ।
পরমেশ্বরের জন্য, জীবনময় ঈশ্বরের জন্য আমার প্রাণ তৃষাতুর,
কবে যাব, কবে দেখতে পাব পরমেশ্বরের শ্রীমুখ?

জনতার সঙ্গে আমি শোভাযাত্রা ক'রে
তাদের নিয়ে যেতাম পরমেশ্বরের গৃহের দিকে,
উৎসব-মুখর ভিড়ের মাঝে
হর্ষধ্বনি তুলে, ধন্যবাদগীতি গেয়ে।

তোমার আলো, তোমার সত্য প্রেরণ কর, তারাই আমাকে চালনা করুক;
আমাকে নিয়ে যাক তোমার পবিত্র পর্বতে, তোমার আবাসগৃহে।
তখন আমি যাব পরমেশ্বরের বেদির কাছে, †
আমার আনন্দের, আমার পুলকের ঈশ্বরের কাছে;
সেতারের সুরে গাইব তোমার স্তুতি, হে পরমেশ্বর, আমার পরমেশ্বর।

ধুয়ো: হরিণী যেমন জলস্রোতের আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল,
তেমনি, পরমেশ্বর, তোমারই আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল আমার প্রাণ।

প্রার্থনা : হে ঈশ্বর, অপরিবতনশীল শক্তি তুমি! অন্তহীন জ্যোতি তুমি! পরিত্রাণের সাক্রামেন্ত-স্বরূপ তোমার সেই মণ্ডলীর প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত কর। তোমার মঙ্গলবিধানের পরিকল্পনা সম্পন্ন কর, যেন সমগ্র জগৎ দেখতে ও স্বীকার করতে পারে যে, যা কিছু পতিত ছিল তা উত্তোলিত হচ্ছে, যা কিছু জরাজীর্ণ হয়েছিল তা নবীন হয়ে উঠছে, এবং সমস্ত কিছুর আদি যিনি, সেই খ্রীষ্টেরই দ্বারা সমস্ত কিছু তার আদি-মর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।

তৃতীয় পাঠ - রো ৬:৩-১১

মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছেন বলে খ্রীষ্টের আর মৃত্যু নেই

ভ্রাতৃগণ, আমরা যারা খ্রীষ্টযীশুর উদ্দেশে দীক্ষাস্নাত হয়েছি, সকলে তাঁর মৃত্যুর উদ্দেশেই দীক্ষাস্নাত হয়েছি? সুতরাং মৃত্যুর উদ্দেশে সাধিত দীক্ষাস্নানের মাধ্যমে আমরা তাঁর সঙ্গে সমাহিত হয়েছি, মৃতদের মধ্য থেকে খ্রীষ্টকে যেমন পিতার গৌরব দ্বারা পুনরুত্থিত করা হয়েছে, তেমনি আমরাও যেন জীবনের নবীনতায় চলতে পারি। কেননা আমাদের যখন তাঁর মৃত্যুর সাদৃশ্যে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত করা হয়েছে, তখন একথা নিশ্চিত যে, তাঁর পুনরুত্থানের সাদৃশ্যেও আমাদের তেমনি হবে। আমরা তো ভালই জানি যে, আমাদের পুরাতন মানুষ তাঁর সঙ্গে ক্রুশবিদ্ধ হয়েছে যেন পাপদেহ বিনষ্ট হয় ও আমরা পাপের সেবায় আর না থাকি। কেননা যার মৃত্যু হয়েছে, সে পাপ থেকে [মুক্ত হয়ে] ধর্মময়তা-প্রাপ্ত হয়েছে। কিন্তু খ্রীষ্টের সঙ্গে আমাদের যখন মৃত্যু হয়েছে, তখন আমরা বিশ্বাস করি যে তাঁর সঙ্গে জীবিতও থাকব। কারণ আমরা জানি, মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছেন বলে খ্রীষ্টের আর মৃত্যু নেই, তাঁর উপর মৃত্যুর আর কোন কর্তৃত্ব নেই। বস্তুত তিনি যে মৃত্যু ভোগ করেছেন, তাতে একবার চিরকালের মত পাপেরই কাছে মরলেন; কিন্তু যে জীবন ভোগ করছেন, তাতে তিনি ঈশ্বরের উদ্দেশেই জীবিত আছেন। একই প্রকারে, নিজেদের সম্বন্ধে সচেতন হও যে, তোমরাও পাপের কাছে মৃত, কিন্তু খ্রীষ্টযীশুতে ঈশ্বরের উদ্দেশে জীবিত।

ধুয়ো : আল্লেলুইয়া, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

সাম ১১৮:১-২,১৬কখ-১৭,২২-২৩

প্রভুকে ধন্যবাদ জানাও, তিনি যে মঙ্গলময়,
তাঁর কৃপা চিরস্থায়ী।

বলুক ইস্রায়েল,
তাঁর কৃপা চিরস্থায়ী।
প্রভুর ডান হাত এবার উত্তোলিত,
প্রভুর ডান হাত পরাক্রম সাধন করল।
আমি মরব না, জীবিতই থাকব,
প্রভুর কর্মকাহিনী বর্ণনা করে যাব।

গৃহনির্মাতারা যে প্রস্তরটি প্রত্যাখ্যান করল,
তা তো হয়ে উঠেছে সংযোগপ্রস্তর;
এ কাজ স্বয়ং প্রভুরই কাজ,
আমাদের দৃষ্টিতে তা আশ্চর্যময়।

ধুয়ো : আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

চতুর্থ পাঠ - মথি ২৮:১-১০

তিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছেন!

সাব্বাৎ অতিবাহিত হলে, সপ্তাহের প্রথম দিনের আলোর আবির্ভাবে মাগদালার মারীয়া ও অন্য মারীয়া সমাধিগুহা দেখতে এলেন। আর হঠাৎ প্রবল ভূমিকম্প হল, কেননা প্রভুর দূত স্বর্গ থেকে নেমে এসে সেই

পাথরখানা গড়িয়ে সরালেন ও তার উপরে বসলেন। দেখতে তিনি ছিলেন বিদ্যুৎ-ঝলকের মত, ও তাঁর পোশাক ছিল তুষারের মত শুভ্র। তাঁর ভয়ে প্রহরীরা এতই কম্পিত হল যে, জীবন্মৃতই যেন হয়ে পড়ল! কিন্তু সেই দূত নারীদের বললেন, 'তোমরা ভয় করো না; আমি জানি, তোমরা সেই যীশুকে খুঁজছ যাঁকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল। তিনি এখানে নেই, কেননা তিনি পুনরুত্থান করেছেন, যেমনটি করবেন বলে বলেছিলেন। এসো, প্রভু যেখানে শুয়েছিলেন, সেই স্থান দেখে যাও। পরে শীঘ্রই গিয়ে তাঁর শিষ্যদের বল যে, তিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছেন; আর এখন তোমাদের আগে আগে গালিলেয়ায় যাচ্ছেন; সেইখানে তাঁকে দেখতে পাবে। দেখ, আমি তোমাদের কথাটা বললাম।' তখন তাঁরা সভয়ে ও মহা আনন্দে শীঘ্রই সমাধিস্থান ছেড়ে তাঁর শিষ্যদের সংবাদটি দেবার জন্য দৌড়ে গেলেন।

আর হঠাৎ তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে স্বয়ং যীশু এসে উপস্থিত; তিনি বললেন, 'মঙ্গল হোক!' আর তাঁরা কাছে এসে তাঁর পা দু'টো জড়িয়ে ধরে তাঁর সামনে প্রণিপাত করলেন। তখন যীশু তাঁদের বললেন, 'ভয় করো না; তোমরা যাও, আমার ভাইদের এই সংবাদ জানাও, যেন গালিলেয়ায় যায়; সেইখানে তারা আমাকে দেখতে পাবে।'

প্রার্থনা: হে ঈশ্বর, আজকেই তোমার একমাত্র পুত্রের দ্বারা তুমি মৃত্যুর উপরে বিজয়ী হয়ে আমাদের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছ অনন্তধামের প্রবেশদ্বার। আশীর্বাদ কর: প্রভুর পুনরুত্থান-মহোৎসব পালন ক'রে আমরা যেন পবিত্র আত্মার নবীকরণে নবীন হয়ে জীবনের আলোতে পুনরুত্থিত হতে পারি।